অর্থনৈতিক উত্তরণ ও ভবিষ্যৎ পথ পরিক্রমা

বাজেট বক্তৃতা ২০২০-২০২১

আ হ ম মুস্তফা কামাল এফসিএ, এমপি

মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭
১১ জুন ২০২০

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায় অর্থনৈতিক উত্তরণ ও ভবিষ্যৎ পথ পরিক্রমা	
জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী, শ্রদ্ধাঞ্জলি, প্রেক্ষিত ও প্রেক্ষাপট: বিশ্ব অর্থনীতি ও বাংলাদেশের অবস্থান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদক্ষ নেতৃত্ব ও দেশের গৌরবোজ্জ্বল ভাবমূর্তি; করোনা দূর্যোগ মোকাবেলায় প্রণোদনা প্যাকেজ	১-৮
দ্বিতীয় অধ্যায় সম্পূরক বাজেট	
চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরের সম্পূরক বাজেট, সংশোধিত রাজস্ব আয়, সংশোধিত ব্যয়, বাজেট ঘাটতি ও অর্থায়ন	৯-১০
তৃতীয় অধ্যায় আগামী ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেট কাঠামো	
আগামী ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেট কাঠামো, রাজস্ব আহরণ, সামগ্রিক ব্যয় কাঠামো	১১-১৪
চতুর্থ অধ্যায় খাতভিত্তিক নীতি-কৌশল, কর্মপরিকল্পনা ও সম্পদ সঞ্চালন	
মধ্যমেয়াদি নীতি-কৌশল; কর্মপরিকল্পনা ও সম্পদ সঞ্চালন: স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ, শিক্ষা, কৃষি খাত: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, খাদ্য নিরাপত্তা; কর্মসংস্থান সৃষ্টি; দারিদ্র্য দূরীকরণ ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি; স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন; শিল্পায়ন ও বাণিজ্য; ভৌত অবকাঠামো: বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, যোগাযোগ অবকাঠামো; ডিজিটাল বাংলাদেশ; দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ ব্যবস্থাপনা; নারীর ক্ষমতায়ন; জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা ও পরিবেশ সংরক্ষণ	১৬-৬৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
পঞ্চম অধ্যায় সুশাসন ও সংস্কার	
বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়ন, ব্যবসা সহজীকরণ সূচকের উন্নয়ন, দুর্নীতি দমন, আর্থিক খাতে সংস্কার, সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা	৬৫-৭৩
ষষ্ঠ অধ্যায় রাজস্ব আহরণ কার্যক্রম	
রাজস্ব আয়ের অগ্রগতি, রাজস্ব ব্যবস্থাপনা ডিজিটাইজেশন, কাস্টমস মডার্ণাইজেশন, তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা	৭৪-৭৭
সপ্তম অধ্যায় আয়কর, মূল্য সংযোজন কর এবং আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক	
প্রত্যক্ষ কর: আয়কর, করমুক্ত আয়সীমা ও করহার; মূল্যসংযোজন কর; আমদানি-রপ্তানি শুল্ককর: কৃষিখাত, শিল্পখাত, স্বাস্থ্যখাত, আইসিটিখাত, স্বর্ণ আমদানি; কাস্টমস্ আইন সংশোধন	৭৮-১০৫
অস্টম অধ্যায় বাজেটে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও তার বাস্তবায়ন অগ্রগতি	১০৬-১০৮
উপসংহার	
উপসংহার	১০৯-১১০
পরিশিষ্ট-ক	
সারণি-১: আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির চিত্র	১১২
সারণি-২: এক দশকের অর্জন	১১২
সারণি-৩: ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ	১১৩
সারণি-৪: ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রস্তাবিত আয় ও ব্যয় প্রাক্কলন	১১৪
সারণি-৫: ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারি বরাদ্দ	১১৫

বিষয়			পৃষ্ঠা
সারণি-৬: সমগ্র বাজেটের খাতওয়ারি বরাদ্দ			১১৬
সারণি-৭: মন্ত্রণালয়/বিভাগওয়ারি বাজেট বরাদ্দ			১১৮
পরিশিষ্ট-খ			
সারণি-১	কৃষি খাত		১২২
সারণি-২	শিল্প খাত		১২৩
সারণি-৩	স্বর্ণ আমদানি সংক্রান্ত		১২৬
সারণি-৪	ট্যারিফ যৌক্তিকীকরণ		১২৬
	i.	শুল্ক-করের হ্রাস/বৃদ্ধি সংক্রান্ত	১২৬
		ক) যে সকল পণ্যের আমদানি শুল্ক হ্রাস করা হয়েছে	১২৬
		খ) যে সকল পণ্যের আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি করা হয়েছে	১২৬
		গ) যে সকল পণ্যে রেগুলেটরি ডিউটি আরোপ অথবা হ্রাস/বৃদ্ধি করা হয়েছে	১২৭
		ঘ) যে সকল পণ্যের সম্পূরক শুল্ক আরোপ/হ্রাস/বৃদ্ধি/প্রত্যাহার করা হয়েছে	১২৮
		ঙ) যে সকল পণ্যের আমদানি পর্যায়ে VAT প্রত্যাহার করা হয়েছে	১২৮
	ii.	যে সকল H.S. Code এর বর্ণনায় পরিবর্তন, সংশোধন, বিভাজন, একীভূতকরণ এবং নতুন H.S. Code সৃজন করা হয়েছে	১২৮
		ক) যে সকল H.S. Code এর বর্ণনা পরিবর্তন/ সংশোধন করা হয়েছে	১২৮
		খ) যে সকল H.S. Code বিভাজন (Split) করা হয়েছে	১২৯
		গ) যে সকল H.S. Code নতুন সৃষ্টি করা হয়েছে	১৩০

বাংলাদেশের জাতীয় বাজেট ২০২০-২১
প্রথম অধ্যায়

বিস্‌মিল্লাহির-রহমানির রহিম

মাননীয় স্পীকার

আপনার সানুগ্রহ অনুমতিক্রমে আমি আ হ ম মুস্তফা কামাল, অর্থমন্ত্রী প্রস্তাবিত বাজেট ২০২০-২০২১ এবং সম্পূরক বাজেট ২০১৯-২০২০ এই মহান সংসদে উপস্থাপন করতে দাঁড়িয়েছি।

মাননীয় স্পীকার

০২। আমার বক্তব্যের শুরুতে আমি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি জনগণ অন্তঃপ্রাণ, আজীবন সংগ্রামী নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-কে; ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের কালরাত্রিতে শহীদ বঙ্গমাতাসহ বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্যদেরকে। স্মরণ করছি জেলখানায় শহীদ জাতীয় চার নেতা, মহান মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লাখ শহীদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সম্ভ্রম হারানো ২ লাখ মা-বোনকে। আমাদের স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনে দেশের জন্য যাঁরা জীবন দিয়েছেন, যাঁদের চরম ত্যাগের বিনিময়ে আমরা আজ স্বাধীন, সেই সকল অকুতোভয় বীর সন্তানদের গভীর ভালবাসায়, শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। আমি মহান আল্লাহ্‌ পাকের কাছে তাঁদের সকলের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। একই সাথে বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ এ প্রাণ হারানো সকলের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি, সমবেদনা জ্ঞাপন করছি তাদের পরিবারের প্রতি। আর যারা এখনো আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন আছেন তাদের আশু সুস্থতা কামনা করছি।

মাননীয় স্পীকার

০৩। ২০২০ সালটি আমাদের জাতীয় জীবনে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বছর। এ

বছর উদযাপিত হচ্ছে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী। আপনি অবগত আছেন যে, করোনার প্রাদুর্ভাবের কারনে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীর অনুষ্ঠানসমুহ পুনর্বিন্যাস করে জনসমাগম এড়িয়ে ডিজিটাল পদ্ধতিতে উদযাপিত হচ্ছে। ২০২১ সালের ১৭ মার্চ পর্যন্ত সেটি চলমান থাকবে। আসছে ২০২১ খ্রিষ্টাব্দে আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী। জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠান যুগপৎভাবে চলবে। সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি এবং তাঁদের জীবনমানের উন্নয়নসহ সকলের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে আলোকবর্তিকা নিয়ে জাতির পিতার দেখানো পথে দেশের মানুষের জন্য অবিরাম কাজ করে যাচ্ছেন আমাদের সকলের প্রাণপ্রিয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর প্রতি আমাদের অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা।

প্রেক্ষিত ও প্রেক্ষাপট

মাননীয় স্পীকার

০৪। যেহেতু চলতি অর্থবছরেই পড়েছে জাতির পিতার শততম জন্মবার্ষিকী। যেহেতু এ বছরটি জাতির জন্য বিশেষ একটি বছর। আমরা সবাই পুরোপুরি আত্মপ্রত্যয়ী ছিলাম এ বছর আমরা আমাদের অর্থনীতিতে দেশের সেরা প্রবৃদ্ধিটি জাতিকে উপহার দিবো। এক্ষেত্রে আমাদের ইপ্সিত লক্ষমাত্রাটি ছিল শতকরা ৮.২ ভাগ থেকে ৮.৩ ভাগ। আমরা শুরুও করেছিলাম সুন্দর আশাদীপ্তভাবে অসাধারণ গতিতে। অর্থবছরের প্রথম ৮ মাস পর্যন্ত যখনো আমরা করোনায় বেশী মাত্রায় আক্রান্ত হয়নি, আমরা অর্থনীতিতে একটি শক্তিশালী অবস্থান ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিলাম। পৃথিবীর প্রখ্যাত সকল থিংকট্যাংক ও গণমাধ্যমসমূহ আমাদের প্রশংসায় ছিল পঞ্চমুখ। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) বছরের প্রথম ৮ মাসের হিসাবে আমাদের প্রবৃদ্ধির হিসাব কষেছিলো ৭.৮ ভাগ। কিন্তু দুঃখের বিষয় করোনার প্রভাব সারা বিশ্বের অর্থনীতির হিসাব-নিকাশকে সম্পূর্ণ ওলটপালট করে দিয়েছে।

০৫। আন্তর্জাতিক মূদ্রা তহবিলের মতে ২০২০ সালে বৈশ্বিক অর্থনীতি ৩.০ শতাংশ সংকুচিত (Negative growth) হবে এবং বিশ্বব্যাংক দক্ষিণ এশিয়ার জিডিপি প্রবৃদ্ধি ১.৮ - ২.৮ শতাংশ হবে মর্মে পূর্বাভাস দিয়েছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মতে ২০২০ সালে বৈশ্বিক পণ্য বাণিজ্য ১৩-২০ শতাংশ হ্রাস পাবে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার মতে বিশ্বব্যাপী ১৯ কোটি ৫০ লক্ষ কর্মীর পূর্ণকালীন চাকুরি হ্রাস পাবে। আঙ্কটাড (UNCTAD)-এর পূর্বাভাস অনুযায়ী ২০২০ সালে বৈশ্বিক এফডিআই প্রবাহ ৫-১৫ শতাংশ হ্রাস পাবে। এছাড়া লকডাউন ও তেলের মূল্য হ্রাসের কারণে বৈশ্বিক রেমিটেন্স ২০ শতাংশ হ্রাস পাবে মর্মে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

০৬। বিশ্বব্যাপী এহেন দূর্যোগের সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতির সামনে ১ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি বিশাল প্রণোদনা ঘোষণা দিয়েছেন দরিদ্র ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো, দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখা এবং উন্নয়নের সঠিক ধারায় ফিরিয়ে আনার জন্য; ঠিক যেমনটি তিনি করেছিলেন ১৯৯৭ সালে এশিয়ার অর্থনৈতিক বিপর্যয় হতে এবং ২০০৯ সালে বিশ্ব মন্দা হতে দেশকে রক্ষা করার জন্য। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত এই প্যাকেজ জিডিপি'র ৩.৭ শতাংশ এবং তা দক্ষিণ এশিয়ার সর্বোচ্চ।

০৭। দ্যা ইকোনমিস্ট ২ মে ২০২০ তারিখে গবেষণামূলক এক প্রতিবেদনে চারটি মানদন্ডের ভিত্তিতে যথা: জিডিপি শতাংশে সরকারি ঋণ, মোট বৈদেশিক ঋণ, ঋণের সুদ এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ভিত্তিতে ৬৬টি উদীয়মান সবল অর্থনীতির দেশের তালিকা প্রকাশ করেছে তাতে বাংলাদেশ ৯ম স্থানে অবস্থান করছে। এই যদিও তাদের হিসাবে এখনো আমরা অন্যদের তুলনায় ভাল অবস্থানে অবস্থান করছি, আর এজন্য জানাই মহান আল্লাহর দরবারে অশেষ শুকরিয়া।

মাননীয় স্পীকার, আমরা মনে করি আমাদের এসব অর্জন বা কৃতিত্ব প্রকাশের সময় এটা নয়, সময় এখন প্রাণঘাতি করোনা ভাইরাসের মোকাবেলা করে সুচিন্তিত পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের সকল মানুষকে সাথে নিয়ে দেশকে

এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ, তিনি নিরলসভাবে এই কাজটি অব্যাহত রেখেছেন।

করোনা দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রণোদনা প্যাকেজ

মাননীয় স্পীকার

০৮। আপনি জানেন যে, দেশে কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসের প্রাদূর্ভাব শুরুর সাথে সাথেই আমরা এ সংকট মোকাবিলায় নানাবিধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। অর্থনীতির উপর সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাব উত্তরণে আমরা একটি সামগ্রিক কর্মপন্থা নির্ধারণ করেছি যার মধ্যে কিছু কাজ আমরা অবিলম্বে বাস্তবায়ন করেছি, কিছু স্বল্পমেয়াদে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছি ও এবং কিছু কাজ দীর্ঘমেয়াদে বাস্তবায়ন করবো।

০৯। আমাদের এ কর্মপন্থার চারটি প্রধান কৌশলগত দিক রয়েছে। প্রথম কৌশলটি হল সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে কর্মসৃজনকে প্রাধান্য দেয়া এবং বিলাসী ব্যয় নিরুৎসাহিত করা। গত এক দশকের সুশৃঙ্খল মুদ্রানীতি ও রাজস্ব নীতি বাস্তবায়নের ফলে আমাদের ঋণের স্থিতি-জিডিপি'র অনুপাত অত্যন্ত কম (৩৪ শতাংশ) হওয়ায় প্রাদূর্ভাবজনিত কারণে সরকারি ব্যয় বড় আকারে বাড়ালেও তা সামষ্টিক অর্থনীতির উপর কোন নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে না। আমাদের দ্বিতীয় কৌশলটি হল ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বল্প সুদে কতিপয় ঋণ সুবিধা প্রবর্তন করা যাতে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পুনরুজ্জীবিত হয় এবং দেশে-বিদেশে উদ্যোক্তাদের প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তৃতীয় কৌশলটি হল হতদরিদ্র, কর্মহীন হয়ে পড়া নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠী এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত জনগণকে সুরক্ষা দিতে সরকারের সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতা বৃদ্ধি করা। চতুর্থ ও সবশেষ কৌশলটি হল বাজারে মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি করা। তবে, এ কৌশলটি আমরা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বাস্তবায়ন করছি যাতে মূল্যস্ফীতির নেতিবাচক প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

১০। আপনি জানেন যে, দেশে কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব শুরুর সাথে সাথেই সরকার এ সংকট মোকাবিলায় নানাবিধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। প্রাদুর্ভাব মোকাবিলায় জরুরি স্বাস্থ্যসেবা খাতের ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি কর্মসংস্থান টিকিয়ে রাখা এবং অর্থনৈতিক পূনরুদ্ধারে সরকার প্রায় ১ লক্ষ ৩ হাজার ১১৭ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। বক্তৃতার এ পর্যায়ে আমি এ বিষয়ে একটু বিস্তারিত উল্লেখ করতে চাইঃ

- করোনা প্রাদূর্ভাবের শুরুতেই ইউরোপ আমেরিকার বাজারে ধস নামে এবং এর ফলে আমাদের তৈরি পোষাকসহ রপ্তানিমুখী খাতে রপ্তানি আদেশ বাতিল ও স্থগিত হতে শুরু করে। এতে করে এ খাতের প্রায় ৫০ লক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থান হুমকির মধ্যে পড়ে। এ অবস্থায় রপ্তানিমুখী খাতের শ্রমিকদের বেতন-ভাতা অব্যাহত রাখার স্বার্থে আমরা ৫ হাজার কোটি টাকার একটি তহবিল ঘোষণা করি। সরকারের এ দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে বিপুল সংখ্যক শ্রমিক কর্মচারীর কর্মসংস্থান টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছে।
- মার্চের শেষ সপ্তাহ হতে মে মাস পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ছুটির কারনে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ব্যাপক স্থবিরতা দেখা দেয়। এ প্রেক্ষাপটে ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যবসায় টিকিয়ে রাখতে আমরা ৩০ হাজার কোটি টাকার স্বল্প সুদে ওয়ার্কিং ক্যাপিটেল ঋণ সুবিধা প্রণয়ন করেছি। একইভাবে কুটির শিল্পসহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্যও আমরা ২০ হাজার কোটি টাকার আরো একটি স্বল্প সুদের ওয়ার্কিং ক্যাপিটেল ঋণ সুবিধা চালু করেছি।
- ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের আওতায় কাঁচামাল আমদানির সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমরা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রবর্তিত এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ফান্ডের আকার ৩.৫ বিলিয়ন ডলার হতে ৫ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করেছি এবং এর সুদের হার হ্রাস করেছি।
- রপ্তানিকারকদের প্রি-শিপমেন্ট খাতের ব্যয় অর্থায়নের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে আমরা প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট রিফাইন্যান্স স্কিম নামে ৫

হাজার কোটি টাকার নতুন একটি ঋণ সুবিধা চালু করেছি যার ফলে রপ্তানিকারকদের রপ্তানির সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

- করোনা রোগীদের সেবা প্রদানের কাজে নিয়োজিত ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সকলকে আমরা দুই মাসের বেতনের সমপরিমাণ বিশেষ সম্মানী দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছি।
- রোগীদের সেবা প্রদানে সরাসরি নিয়োজিত ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীসহ এ সংক্রান্ত সরকার ঘোষিত নির্দেশনা বাস্তবায়নে মাঠ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, সশস্ত্র বাহিনী এবং প্রত্যক্ষভাবে নিয়োজিত প্রজাতন্ত্রের অন্যান্য কর্মচারী দায়িত্ব পালনকালে ভাইরাসে আক্রান্ত হলে বা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করলে তাদের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য আমরা উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।
- ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারনে হঠাৎ কর্মহীন হয়ে পড়া দরিদ্র মানুষের জন্য আমরা খাবারের ব্যবস্থা করেছি। এ লক্ষ্যে আমরা মানবিক সহায়তা হিসেবে দেশব্যাপী মোট ৪ লক্ষ মেট্রিক টন চাল ও ১ লক্ষ মেট্রিক টন গম বিনামূল্যে বিতরণ করেছি। পাশাপাশি, নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর মাঝে আমরা মাত্র ১০ টাকা কেজি দরে চাল বিক্রয় করেছি।
- ভাইরাসজনিত কারনে কর্মহীনতা ও আয়ের সুযোগ হ্রাসের কবল থেকে দেশের অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সুরক্ষা দিতে আমরা সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের আওতা বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছি। সারাদেশে নির্বাচিত ৫০ লক্ষ উপকারভোগী পরিবারের প্রত্যেককে ২,৫০০ টাকা করে অনুদান প্রদান করেছি। এর পাশাপাশি, দেশের অতি দরিদ্র ১০০টি উপজেলায় আমরা বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি, প্রতিবন্ধী ভাতা কর্মসূচী এবং বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা কর্মসূচির আওতা শতভাগে উন্নীত করেছি। প্রতিবন্ধী ভাতাসহ এই দুই ভাতার উপকারভোগীর সংখ্যা মোট ১১ লক্ষ বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া গৃহহীন মানুষের জন্য গৃহ নির্মাণে ২ হাজার ১৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

- করোনা ভাইরাস পরবর্তী অর্থনৈতিক পূনরূদ্ধারের জন্য আমাদের যে কর্মপরিকল্পনা তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার হলো কৃষিখাতের উৎপাদন অব্যাহত রাখা। দেশের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য কৃষি উৎপাদন স্বাভাবিক রাখতে আমরা বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নিয়েছি। কৃষি খাতে ভর্তুকির পরিমাণ বাড়িয়ে ৯ হাজার ৫০০ কোটি টাকা করা হয়েছে এবং কৃষি যান্ত্রিকীকরণে আমরা ২০০ কোটি টাকা প্রণোদনা দিয়েছি। এছাড়াও, কৃষকের উৎপাদিত ধান-চালের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি ও বাজারে চালের দাম স্থিতিশীল রাখতে ২০২০-২১ অর্থবছরে ধান-চালের সরকারি সংগ্রহ ও বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা আরো দুই লক্ষ টন বাড়িয়েছি। কৃষকের ঋণ প্রাপ্তি সহজ করার লক্ষ্যে আমরা ৫ হাজার কোটি টাকার একটি কৃষি রিফাইন্যান্স স্কিম গঠন করতে যাচ্ছি। এছাড়া নিম্ন আয়ের পেশাজীবি কৃষক/ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য ৩ হাজার কোটি টাকার পূন: অর্থায়ন স্কিম ঘোষণা করা হয়েছে।
- কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ও সেবা, ক্ষুদ্র ব্যবসা, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, ইত্যাদি খাতে গ্রামের দরিদ্র কৃষক, বিদেশফেরত প্রবাসী শ্রমিক এবং প্রশিক্ষিত তরুণ ও বেকার যুবাদের গ্রামীণ এলাকায় ব্যবসা ও আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজে স্বল্প সুদে ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে **পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)** প্রত্যেকের মাধ্যমে ৫০০ কোটি টাকা করে মোট ২,০০০ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ করা হবে।
- বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকের বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে এপ্রিল ও মে মাসের সুদ আদায় স্থগিত করার কারণে মোট সুদ ১৬ হাজার ৫৪৯ কোটি টাকার মধ্যে সরকার ২ হাজার কোটি টাকা বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে ভতুর্কি হিসেবে প্রদান করবে যা আনুপাতিক হারে ঋণ গ্রহীতাগণকে পরিশোধ করতে হবে না।

মাননীয় স্পীকার

১১। বাজেট প্রণয়নকালে আমরা প্রতিবছর অর্থনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, কৃষক, পেশাজীবি, গণমাধ্যমসহ বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করে থাকি। চলতি বছর করোনা সংকটের কারণে সরাসরি পরামর্শ সভা আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। তবে বিকল্প হিসেবে অর্থ বিভাগের ওয়েবসাইটে অনলাইনে নাগরিকদের মতামত/ পরামর্শ আহবান করি। অনেকেই এই ডিজিটাল মাধ্যমে তাদের মতামত/ পরামর্শ প্রদান করেছে যা আমরা এই বাজেট প্রণয়নকালে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সম্পূরক বাজেট

মাননীয় স্পীকার

১২। এ পর্যায়ে আমি চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরের সম্পূরক বাজেট ও ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট কাঠামোর উপর আলোকপাত করব।

চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরের সম্পূরক বাজেট

মাননীয় স্পীকার

১৩। দীর্ঘ প্রতীক্ষিত ভ্যাট আইন, ২০১২-এর সফল বাস্তবায়ন এবং দেশের অর্থনীতি সুদৃঢ় অবস্থানে থাকবে ধরে নিয়ে চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরের রাজস্ব আহরণ ও ব্যয়ের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হলেও বিশ্বব্যাপী মহামারী সৃষ্টিকারী কোভিড-১৯-এর প্রভাবে রাজস্ব আয় ও ব্যয় উভয়ই প্রত্যাশিত মাত্রার চেয়ে উল্লেখযোগ্য হারে কম হবে মর্মে প্রতীয়মান হচ্ছে। চলতি অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০২০ পর্যন্ত আহরিত রাজস্বের পরিমাণ ছিল মূল বাজেটের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার ৩৮.৩২ শতাংশ। একই সময়ে সরকারি ব্যয় হয় বার্ষিক বরাদ্দের ৩৫.৮৪ শতাংশ। বাজেট বাস্তবায়নের এই পরিস্থিতি বিবেচনায় ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটে যে সংশোধন ও সমন্বয় করতে হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ **পরিশিষ্ট ক: সারণি ৩ -তে** বিস্তারিত দেখানো হয়েছে।

১৪। **সংশোধিত রাজস্ব আয়:** ২০১৯-২০ অর্থবছরের মূল বাজেটে রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয় ৩ লক্ষ ৭৭ হাজার ৮১০ কোটি টাকা। অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে রাজস্ব আদায় পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ২৯ হাজার ৭৪৬ কোটি টাকা হ্রাস করে ৩ লক্ষ ৪৮ হাজার ৬৪ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

১৫। **সংশোধিত ব্যয়:** চলতি অর্থবছরের বাজেটে সর্বমোট সরকারি ব্যয়ের প্রাক্কলন করা হয় ৫ লক্ষ ২৩ হাজার ১৯০ কোটি টাকা। সংশোধিত বাজেটে এ ব্যয় ২১ হাজার ৬১৩ কোটি টাকা হ্রাস করে ৫ লক্ষ ০১ হাজার ৫৭৭ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার ২ লক্ষ ২ হাজার ৭২৭ কোটি টাকা হতে ৯ হাজার ৮০৬ কোটি টাকা হ্রাস করে ১ লক্ষ ৯২ হাজার ৯২১ কোটি টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে। অন্যদিকে, কোভিড-১৯ এর কারণে স্বাস্থ্য খাতে এবং বিভিন্ন প্রণোদনা বাস্তবায়নে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে কম গুরুত্বপূর্ণ খাতে ব্যয় সাশ্রয় করে পরিচালনসহ অন্যান্য ব্যয়ের প্রাক্কলন হ্রাস করা হয়েছে ১১ হাজার ৮১৩ কোটি টাকা।

১৬। **সংশোধিত বাজেট ঘাটতি ও অর্থায়ন:** চলতি অর্থবছরের বাজেটে ঘাটতি প্রাক্কলন করা হয়েছিল ১ লক্ষ ৪৫ হাজার ৩৮০ কোটি টাকা। সংশোধিত বাজেটে ঘাটতি নির্ধারণ করা হয়েছে ১ লক্ষ ৫৩ হাজার ৫১৩ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ৫.৫ শতাংশ। মূল বাজেটে ঘাটতির বিপরীতে বৈদেশিক উৎস হতে অর্থায়নের প্রাক্কলন ছিল ৬৮ হাজার ১৬ কোটি টাকা, যা সংশোধিত বাজেটে হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৫৬ হাজার ১৬৩ কোটি টাকায়। অভ্যন্তরীণ উৎসের মধ্যে ব্যাংক ব্যবস্থা হতে অর্থায়নের পরিমাণ ধরা হয়েছে ৮২ হাজার ৪২১ কোটি টাকা।

তৃতীয় অধ্যায়

আগামী ২০২০–২১ অর্থবছরের বাজেট কাঠামো

মাননীয় স্পীকার

১৭। বিশ্বব্যাপী মহামারী সৃষ্টিকারী নভেল করোনা ভাইরাসের প্রভাবে সমগ্র বিশ্বে মহামন্দার পূর্বাভাস রয়েছে। কোভিড-১৯ এর প্রভাবে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতে যে সাময়িক প্রয়োজন উদ্ভূত হয়েছে তা মেটানো এবং অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে যে ক্ষয়-ক্ষতি সৃষ্টি হবে তা পুনুরুদ্ধারের কৌশল বিবেচনায় নিয়ে ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেট প্রস্তুত করা হয়েছে। কোভিড-১৯ এর প্রভাব মোকাবেলায় প্রতিটি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের ব্যবস্থা প্রস্তাবিত বাজেটে রাখা হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার

১৮। এবার আমি আগামী ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রস্তাবিত আয় ও ব্যয়ের একটি চিত্র তুলে ধরছি যা **পরিশিষ্ট ‘ক’ সারণি ৪** এ বিস্তারিত দেয়া আছে।

১৯। বিগত অর্থবছরের বাজেট উপস্থাপনকালে আমি কর রাজস্ব ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বেশকিছু সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলেছিলাম। এ বছরে এ সকল সংস্কারমূলক পদক্ষেপ বাস্তবায়ন আমরা শুরু করেছি। কিন্তু অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধে কোভিড-১৯ এর প্রভাবে আমরা সেগুলো সফলভাবে শেষ করতে পারিনি। আমরা গৃহীত সকল সংস্কারমূলক কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে আগামী অর্থবছরে অব্যাহত রাখতে চাই।

২০। ভ্যাট আইন, ২০১২ আমরা বাস্তবায়ন শুরু করেছি। এই বাস্তবায়ন সফল করতে আগামী ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রয়োজনীয় জনবল বৃদ্ধি, সরঞ্জাম সংগ্রহ এবং দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়ে কার্যক্রম চলমান থাকবে। রাজস্ব আদায়ের সিংহভাগ

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মাধ্যমে আদায় করা হয়ে থাকে। তাই আগামী অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে।

২১। আমাদের জনসংখ্যার একটা বড় অংশ কর প্রদানে সমর্থ হলেও কর প্রদানকারির সংখ্যা মাত্র ২০-২২ লক্ষ। ফলে কর ফাঁকি রোধে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণসহ তাদেরকে কর জালের (Tax-net) আওতায় আনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আগামী বাজেটে থাকবে। তাছাড়া, আমাদের রাজস্ব জিডিপি'র অনুপাত অন্যান্য দেশের তুলনায় কম। ফলে রাজস্ব জিডিপি অনুপাত বর্তমানের যৌক্তিক পর্যায়ে বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

মাননীয় স্পীকার

২২। প্রস্তাবিত কাস্টমস আইন, ২০২০ মহান জাতীয় সংসদে অনুমোদিত হলে আগামী অর্থবছরে এই আইন কার্যকর করা হবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

২৩। উপরে বর্ণিত বাস্তবতা এবং আমাদের সকল পরিকল্পিত ও সংস্কারমূলক কর ব্যবস্থাপনার হাত ধরে ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট রাজস্ব আয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ৩ লক্ষ ৭৮ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড উৎস হতে ৩ লক্ষ ৩০ হাজার কোটি টাকা সংগ্রহ করা হবে। এনবিআর বহির্ভূত সূত্র হতে কর রাজস্ব প্রাক্কলন করা হয়েছে ১৫ হাজার কোটি টাকা। এছাড়া, কর-বহির্ভূত খাত থেকে রাজস্ব আহরিত হবে আরো ৩৩ হাজার কোটি টাকা।

মাননীয় স্পীকার

২৪। ২০২০-২১ অর্থবছরে বাজেটের আকার বা মোট ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ৫ লক্ষ ৬৮ হাজার কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ১৭.৯ শতাংশ। পরিচালনসহ অন্যান্য খাতে মোট বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৩ লক্ষ ৬২ হাজার ৮৫৫

কোটি টাকা এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ ধরা হয়েছে ২ লক্ষ ৫ হাজার ১৪৫ কোটি টাকা।

২৫। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ দেয়ার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য, কৃষি ও কর্মসৃজনকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। আগামী অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারি বরাদ্দ **পরিশিষ্ট 'ক' এর সারণি ৫** এ তুলে ধরা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মানবসম্পদ (শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য) খাতে ২৮.৫ শতাংশ, সার্বিক কৃষি খাতে (কৃষি, পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান, পানিসম্পদ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য) ২২.০ শতাংশ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ১৩.০ শতাংশ, যোগাযোগ (সড়ক, রেল, সেতু এবং যোগাযোগ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য) খাতে ২৫.৪ শতাংশ এবং অন্যান্য খাতে ১১.১ শতাংশ বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২৬। বাজেট ঘাটতি দাঁড়াবে ১ লক্ষ ৯০ হাজার কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ৬.০ শতাংশ। এখানে উল্লেখ্য, এই হার গত বাজেটে ছিল ৫.০ শতাংশ। ঘাটতি অর্থায়নে বৈদেশিক উৎস হতে ৮০ হাজার ১৭ কোটি টাকা এবং অভ্যন্তরীণ উৎস হতে ১ লক্ষ ৯ হাজার ৯৮৩ কোটি টাকা সংগ্রহ করা হবে। অভ্যন্তরীণ উৎসের মধ্যে ব্যাংক ব্যবস্থা হতে সংগৃহীত হবে ৮৪ হাজার ৯৮৩ কোটি টাকা এবং সঞ্চয়পত্র ও অন্যান্য ব্যাংক-বহির্ভূত খাত হতে আসবে ২৫ হাজার কোটি টাকা।

মাননীয় স্পীকার

২৭। **সামগ্রিক ব্যয় কাঠামো:** প্রস্তাবিত বাজেটের সামগ্রিক ব্যয় কাঠামো (উন্নয়ন ও পরিচালন ব্যয়) এখন তুলে ধরব। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সম্পাদিত কাজের শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী কাজগুলোকে ৩টি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয় যথা: সামাজিক অবকাঠামো, ভৌত অবকাঠামো ও সাধারণ সেবা খাত।

২৮। প্রস্তাবিত বাজেটে সামাজিক অবকাঠামো খাতে বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে ১ লক্ষ ৫৫ হাজার ৫৩৬ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ২৭.৩৮ শতাংশ;

এর মধ্যে মানবসম্পদ খাতে (শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য খাত) বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে ১ লক্ষ ৪০ হাজার ২২২ কোটি টাকা। ভৌত অবকাঠামো খাতে প্রস্তাব করা হয়েছে ১ লক্ষ ৬৭ হাজার ১১ কোটি টাকা বা ২৯.৪০ শতাংশ; যার মধ্যে সার্বিক কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন খাতে ৬৯ হাজার ৫৫৩ কোটি; বৃহত্তর যোগাযোগ খাতে ৬১ হাজার ৪৩৫ কোটি এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ২৬ হাজার ৭৫৮ কোটি টাকা। সাধারণ সেবা খাতে প্রস্তাব করা হয়েছে ১ লক্ষ ৪০ হাজার ২৬৫ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ২৪.৬৯ শতাংশ। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (PPP), বিভিন্ন শিল্পে আর্থিক সহায়তা, ভর্তুকি, রাষ্ট্রায়ত্ত, বাণিজ্যিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগের জন্য ব্যয় বাবদ বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে ৩৬ হাজার ৬১০ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ৬.৪৫ শতাংশ; সুদ পরিশোধ বাবদ প্রস্তাব করা হয়েছে ৬৩ হাজার ৮০১ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ১১.২৩ শতাংশ; নিট ঋণদান (Net lending) ও অন্যান্য ব্যয় খাতে প্রস্তাব করা হয়েছে ৪ হাজার ৭৭৭ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ০.৮৪ শতাংশ। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য **পরিশিষ্ট ‘ক’ এর সারণি ৬** এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব **পরিশিষ্ট ‘ক’ এর সারণি ৭** এ উপস্থাপন করা হলো।

চতুর্থ অধ্যায়

খাতভিত্তিক নীতি-কৌশল, কর্মপরিকল্পনা ও সম্পদ সঞ্চালন

মাননীয় স্পীকার

২৯। এখন আমি আগামী অর্থবছরসহ মধ্যমেয়াদে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ নীতি-কৌশল, কর্মপরিকল্পনা ও বাজেট বরাদ্দের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আপনার মাধ্যমে দেশবাসীর সামনে তুলে ধরতে চাই। করোনা ভাইরাস মহামারি মোকাবেলা, নির্বাচনী ইশতেহার, ২০১৮-এ বর্ণিত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন, ২য় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-৪১) এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও লক্ষ্যসমূহ অর্জনের প্রয়াস চালানো হবে এ বাজেটের মাধ্যমে। আগামী অর্থবছর ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম বছর, সুতরাং এ বাজেটে এর বাস্তবায়ন গুরুত্ব পাবে। অর্থনৈতিক পুনর্গঠন এবং করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় জীবন ও জীবিকা রক্ষার উপর প্রাধান্য দেয়া হবে।

মধ্যমেয়াদি নীতি-কৌশল

৩০। বিগত এক দশক ধরে আমাদের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ক্রমাগত হারে বেড়েছে। গত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৮.১৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে যা এশিয়ার সকল দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ। আমাদের প্রবৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি ছিল শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ চাহিদা। কিন্তু কোভিড-১৯ এর প্রভাবে বিশ্বব্যাপী দীর্ঘসময় ধরে চলা লকডাউনের কারনে রপ্তানি হ্রাস পাওয়ায় এবং প্রবাস আয়ে কাঙ্খিত প্রবৃদ্ধি অর্জিত না হওয়ায় চলতি অর্থবছরের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার সংশোধন করে ৫.২ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে কোভিড পরবর্তী উত্তরণের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আগামী ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার ৮.২ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়েছে। এসময়ে মূল্যস্ফীতি ৫.৪ শতাংশ হবে মর্মে আশা করছি।

মাননীয় স্পীকার

৩১। প্রাণঘাতি করোনা ভাইরাসকে সঠিকভাবে মোকাবেলা ও এর অর্থনৈতিক প্রভাব দৃঢ়তার সাথে কাটিয়ে ওঠার স্বার্থে আমরা গতানুগতিক বাজেট হতে এবার কিছুটা সরে এসেছি। সেকারণে এবারের বাজেটে সরকারের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে কাঠামোগত পরিবর্তন আনা হয়েছে। স্বাস্থ্য খাতকে এবার সর্বাপেক্ষা অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে, এবং করোনা ভাইরাস নিয়ন্ত্রণে এখাতে অতিরিক্ত বরাদ্দ, প্রণোদনা ও ক্ষতিপূরণ ইত্যাদির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কৃষি হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় সর্ব্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত। আমরা অধিক খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, সেচ ও বীজে প্রণোদনা, কৃষি পুনর্বাসনে জোর প্রদান এবং সারের উপর ভর্তুকি প্রদান অব্যাহত রাখবো। আমাদের তৃতীয় অগ্রাধিকার খাত হচ্ছে দীর্ঘ সাধারণ ছুটি ও লকডাউনজনিত কারনে দরিদ্র কর্মজীবি মানুষের কষ্ট লাঘবে সামাজিক নিরাপত্তার আওতা সম্প্রসারণ করা। আর সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড আংশিক বন্ধ থাকায় শিল্প উৎপাদন, এসএমই, সেবা খাত ও গ্রামীণ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মহীনতা এবং কর্মহীন হয়ে দেশে ফেরত আসা প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্য ব্যাপক কর্মসৃজন ও পল্লী উন্নয়ন হলো চতুর্থ অগ্রাধিকার খাত। এছাড়া, কোভিড-১৯ পরবর্তী অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা বজায় রাখার লক্ষ্যে বিভিন্ন আর্থিক ও প্রণোদনামূলক কার্যক্রমের উপর এবারের বাজেটে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। পাশাপাশি, শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নসহ সার্বিক মানবসম্পদ উন্নয়ন ও মুজিববর্ষের একটি প্রধান কার্যক্রম হিসেবে গৃহহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য গৃহনির্মাণকেও অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।

৩২। পরবর্তী অংশে খাতভিত্তিক সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরছি।

কর্মপরিকল্পনা ও সম্পদ সঞ্চালন

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ

মাননীয় স্পীকার

বৈশ্বিক মহামারী মোকাবেলা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ

৩৩। আমরা সবাই অবগত আছি যে, বর্তমান পৃথিবী কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারীর একটি সংকটময় সময় অতিক্রম করছে, বাংলাদেশও এর বাইরে নয়। এ ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও জনস্বাস্থ্য ও জনজীবন নানা সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। আমি আপনার মাধ্যমে দেশবাসীকে জানাতে চাই যে, গত মার্চ মাসে বাংলাদেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হওয়ার পূর্ব থেকেই কোভিড-১৯ মোকাবেলায় সরকার প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সার্বিক দিক-নির্দেশনায় এই রোগ প্রতিরোধ, সংক্রমণ হ্রাস ও চিকিৎসায় সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছি আমরা। এখন পর্যন্ত বিশ্বে এ রোগের কোন প্রতিষেধক আবিস্কার হয়নি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনা অনুযায়ী এ রোগের একমাত্র প্রতিষেধক হলো পরস্পরের সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখা। কোভিড-১৯-কে সংক্রামক রোগের অন্তর্গত করে সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮ অনুযায়ী সমগ্র বাংলাদেশকে সংক্রমণের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে। ভাইরাসের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে আমরা মার্চের মাঝামাঝি সময়ে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা এবং সব ধরনের গনজমায়েত ও গনসমাবেশ নিষিদ্ধ করেছি, যা সংক্রমণ হতে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে রক্ষার একমাত্র পন্থা। মার্চের শেষ সপ্তাহে আমরা দেশব্যাপী সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছি ও তা ৩০ মে পর্যন্ত কার্যকর রাখা হয়।

৩৪। কোভিড-১৯ মোকাবেলায় চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করে জনজীবনকে সুরক্ষার লক্ষ্যে ন্যাশনাল প্রিপেয়ার্ডনেস এন্ড রেসপন্স প্ল্যান প্রণয়ন করে তা

বাস্তবায়ন আরম্ভ করা হয়েছে। প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে বিশেষায়িত আইসোলেশন ইউনিট খোলা হয়েছে। কেন্দ্রীয়ভাবে রাজধানীতে ১৪টিসহ প্রতিটি জেলা শহরে করোনা আক্রান্তদের চিকিৎসায় কোভিড-১৯ ডেডিকেটেড হাসপাতাল স্থাপন ও চালু করা হয়েছে। করোনা রোগ নির্ণয়ের জন্য এ পর্যন্ত ৫৫টি ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানসমূহকে আধুনিকীকরণ ও উন্নততর সেবা প্রদান প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করা হচ্ছে। এর জন্য আমরা জরুরি ভিত্তিতে স্বাস্থ্য খাতে ৫২৯ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করেছি। কোভিড-১৯ মোকাবেলায় সেবা প্রদানকারীদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত সুরক্ষার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য খাতে অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রদান, প্রণোদনা এবং ক্ষতিপূরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি আমরা। করোনা মোকাবেলায় সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখাসহ দায়িত্ব পালনকালে ভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃত্যুজনিত কারণে বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাদের ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং চিকিৎসায় নিয়োজিত ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সম্মানী বাবদ মোট ৮৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

৩৫। ‘কোভিড-১৯’ পরিস্থিতি মোকাবেলার লক্ষ্যে এ ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার জন্য জরুরি ভিত্তিতে ২ হাজার ডাক্তার এবং ৬ হাজার নার্স নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে জরুরি ভিত্তিতে ৩৮৬ জন মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট, ২ হাজার ৬৫৪ জন ল্যাব এটেন্ডেন্টসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়া রাজস্ব খাতে ১২০০ মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট, ১৬৫০ মেডিক্যাল টেকনিশিয়ান এবং ১৫০ কার্ডিওগ্রাফার সর্বমোট ৩০০০ নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।

৩৬। প্রাতিষ্ঠানিক সেবা প্রদান ছাড়াও মোবাইল ফোনে কোভিড-১৯ এর স্বাস্থ্যসেবা প্রদান কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। কোভিড-১৯ সংক্রমণ যাচাইয়ের জন্য একটি স্ক্রিনিং অ্যাপ এবং এ ভাইরাসের কমিউনিটি সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ ও ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন জাতীয় কোভিড-১৯ ডিজিটাল সারভেইল্যান্স সিস্টেম প্রস্তুত করা হয়েছে। কোভিড-১৯ মোকাবেলায়

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক ২৯টি গাইডলাইন ও ১১টি জনসচেতনতামূলক উপকরণ প্রস্তুত করা হয়েছে।

৩৭। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, কোভিড-১৯ মহামারী মোকাবেলায় জরুরি পদক্ষেপ হিসেবে ২টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। একটি হচ্ছে বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় ১ হাজার ১২৭ কোটি টাকা ব্যয়ে COVID-19 Emergency Response and Pandemic Preparedness শীর্ষক প্রকল্প এবং অপরটি এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় ১ হাজার ৩৬৬ কোটি টাকা ব্যায়ে COVID-19 Response Emergency Assistance শীর্ষক প্রকল্প। এ দুটি প্রকল্পের বাস্তবায়ন ইতোমেধ্যে শুরু হয়েছে। ফলে কোভিড মোকাবেলায় আমাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া এশিয়ান ইনফ্রাস্টচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক (এআইআইবি), কোরিয়া সরকারসহ অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত সহায়তায় প্রকল্প চুড়ান্ত করা হচ্ছে।

৩৮। স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নে আমরা ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নিয়েছি। কোভিড-১৯ মোকাবেলায় স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের আওতায় বর্তমানে ৫ হাজার ৫০০ কোটি টাকার বিশেষ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ মহামারী মোকাবেলায় যা করণীয় তার সবকিছুই সরকার করবে। আগামী অর্থবছরে কোভিড-১৯ মোকাবেলায় যে কোন জরুরি চাহিদা মেটানোর জন্য ১০ হাজার কোটি টাকার থোক বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পীকার

সার্বিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ

৩৯। আমরা দেশের সকল নাগরিককে মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গত দশ বছরে সেক্টর কর্মসূচি ও প্রকল্পসহ স্বাস্থ্য খাতের বরাদ্দ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করেছি এবং ইতোপূর্বে চলমান সেক্টর কর্মসূচি ছাড়াও সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি এবং স্বাস্থ্য খাতের অবকাঠামো উন্নয়নে

বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি । এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে- কুষ্টিয়া, সিরাজগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, জামালপুর, পটুয়াখালী, টাঙ্গাইল ও সুনামগঞ্জে নতুন মেডিক্যাল কলেজ নির্মাণ; ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় ই-হেলথ এর উন্নয়ন; ৮টি উপজেলায় স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি (SSK) সম্প্রসারণ; জেলা, বিভাগীয় ও জাতীয় পর্যায়ে সেকেন্ডারি এবং টারশিয়ারি লেভেলের স্বাস্থ্য স্থাপনা নির্মাণ-এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা । ইতোমধ্যে যশোর, কক্সবাজার, পাবনা ও নোয়াখালী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে ও শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ।

৪০। এছাড়াও, হৃদরোগ, ক্যান্সার ও কিডনি চিকিৎসা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার জন্য বিভাগীয় শহরে সরকারী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ১০০ শয্যাবিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ ক্যান্সার চিকিৎসা ইউনিট স্থাপন; ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনে ১৫০ শয্যাবিশিষ্ট কার্ডিওভাস্কুলার ইউনিট স্থাপন; বিদ্যমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে কিডনি ডায়ালাইসিস সেন্টার সম্প্রসারণ ও জোরদারকরণ এবং সকল জেলা সদর হাসপাতালে নেফ্রোলজি ইউনিট ও কিডনি ডায়ালাইসিস সেন্টার স্থাপন' করা হবে।

৪১। দেশের সকল নাগরিকের মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমরা নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। স্বাস্থ্য খাতের জনববল বৃদ্ধিসহ দেশের হাসপাতালে শয্যা সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করা, তথ্য ব্যবস্থাপনাকে আধুনিক ও তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর করে গড়ে তোলা, ইলেকট্রনিক স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম চালুকরণ, 'স্বাস্থ্য বাতায়ন' নামে হেলথ কল সেন্টারের মাধ্যমে সেবা, স্বাস্থ্য কেন্দ্রে অটোমেশন কার্যক্রম সম্প্রসারণ, আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন, ২৪ ঘন্টাব্যাপী অনলাইন সেবা ইত্যাদি নানাবিধ কার্যক্রম আমরা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। ফলে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে আশাব্যাঞ্জক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্ত নির্ভর স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও লাভ করেছে। অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্রদানে বাংলাদেশ ৫৯ শতাংশ অগ্রগতি অর্জন করেছে, যা ২০১০ সালে ছিলো ৩৪ শতাংশ।

স্বাস্থ্য শিক্ষা খাতের উন্নয়ন

৪২। দেশের সকল বিভাগীয় শহরে পর্যায়ক্রমে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিষয়ে আমাদের বিগত বছরসমূহে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে চট্টগ্রাম, রাজশাহী এবং সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং পাশাপাশি এগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। অপর অন্যান্য মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কাজ ক্রমান্বয়ে শুরু করা হবে। চিকিৎসা শিক্ষার প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদান করে সরকার ইতোমধ্যে একটি স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর গঠন করেছে।

৪৩। কোভিড-১৯ মোকাবেলার অভিজ্ঞতা আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কিছু দুর্বলতা চিহ্নিত করেছে। এর ফলশ্রুতিতে স্বাস্থ্য খাতে আমাদের দীর্ঘদিনের অর্জনসমূহ টেকসই করা এবং ভবিষ্যতে মহামারি/মরণব্যাধির প্রাদুর্ভাব প্রতিরোধ ও মোকাবেলাসহ সামগ্রিকভাবে আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে উন্নত বিশ্বের কাতারে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। আজ সময় এসেছে উন্নত বিশ্বের স্বাস্থ্য-শিক্ষা ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তি আত্মীকরণের পাশাপাশি নিজস্ব গবেষণাভিত্তিক জনস্বাস্থ্য-চিকিৎসা-শিক্ষা-চিকিৎসাসেবার মেলবন্ধন ঘটিয়ে বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য একটি উন্নততর স্বাস্থ্যসেবা সুনিশ্চিত করা।

৪৪। করোনার মত ভবিষ্যতে অন্য মহামারী দেখা দিলে তা মোকাবেলার জন্য টেকসই পদ্ধতি আবিস্কার এবং রোগতত্ত্ব ও রোগ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে যথাযথ গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও গবেষণার কাজে আমাদের জোরালোভাবে সম্পৃক্ত হতে হবে। দেশ হিসেবে যদি আমরা উন্নত বিশ্বের পর্যায়ে পৌঁছাতে চাই, সমন্বিত স্বাস্থ্য-শিক্ষা এবং বিজ্ঞান-প্রযুক্তি গবেষণা নীতিমালা প্রণয়ন, তহবিল গঠন এবং এ খাতে ব্যয় বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। সরকারের নানা বিভাগের সমন্বয়ের মাধ্যমে নতুন নতুন পলিসি তৈরি বা সংশোধন করে দেশকে একটি গবেষণা সংস্কৃতি উপহার দেয়ার মাধ্যমে স্বাস্থ্য

খাতকে রূপান্তর করাই আমাদের সরকারের উদ্দেশ্য। স্বাস্থ্য-শিক্ষা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, এবং এর গবেষণার জন্য একটি সমন্বিত বিজ্ঞান গবেষণা ও উন্নয়ন পলিসি তৈরি করা প্রয়োজন। এই পলিসি বা নীতিমালার লক্ষ্য হবে স্বাস্থ্য-শিক্ষা ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তি গবেষণায় দেশকে ধীরে ধীরে উন্নত বিশ্বের সমকক্ষ করে তোলা।

৪৫। করোনা ভাইরাসের মত ভবিষ্যত মহামারীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করাসহ রোগের বিভিন্ন পর্যায়ে/পরিস্থিতিতে করণীয় ভিন্ন ভিন্ন কৌশল গ্রহণের পাশাপাশি স্বাস্থ্য খাতে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল তৈরীতে দেশে-বিদেশে বিভিন্ন সহযোগিতামূলক কর্মকান্ড বৃদ্ধি এবং সায়েন্স ডিপ্লোমেসি ও টেকনোলজি ডিপ্লোমেসির সুফল গ্রহণে আমরা অব্যাহতভাবে প্রয়াস চালিয়ে যাব। স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান গবেষণায় উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর সঙ্গে একত্রে কাজ করতে, নতুন প্রযুক্তি আমদানি বা গ্রহণ করতে, নিজস্ব প্রযুক্তি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে এই কূটনীতি সামনের দিনগুলোতে শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে কাজ করবে।

৪৬। স্বাস্থ্য-শিক্ষা ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তি খাতের গবেষণার উন্নয়নে আমি ১০০ কোটি টাকার একটি "**সমন্বিত স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান গবেষণা ও উন্নয়ন তহবিল**" গঠন করার প্রস্তাব করছি। এ গবেষণা তহবিল দক্ষ ও কার্যকরভাবে পরিচালনা জন্য স্বাস্থ্য খাতে অভিজ্ঞ গবেষক, পুষ্টি বিজ্ঞানী, জনস্বাস্থ্য, ও সমাজ বিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ, পরিবেশবিদ এবং সুশীল সমাজ ও অন্যান্য উপযুক্ত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করা হবে।

মাননীয় স্পীকার

৪৭। সকল নাগরিকের জন্য সহজলভ্য ও মানসম্মত স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসেবা নিশ্চিত করে সুস্থ, সমৃদ্ধশালী ও সুখী সমাজ গঠন করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন আমাদের সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার। বিশেষ করে, দরিদ্র এবং গ্রামীণ ও প্রান্তিক মানুষের দোরগোড়ায় মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেয়া

বর্তমান সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। সরকারের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে গত এক দশকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ খাতের বিভিন্ন সূচকে বিশেষ করে- মাতৃ, শিশু ও নবজাতক মৃত্যু হার হ্রাস, সার্বিক পুষ্টি উন্নয়ন, মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ খর্বতা, কম-ওজন ইত্যাদি হ্রাসে অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হয়েছে। ২০৩০সালের মধ্যে সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করাসহ এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ২০১৭-২২ মেয়াদে ১ লক্ষ ১৫ হাজার ৪০০ কোটি টাকা প্রক্কলিত ব্যায়ে ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচী (৪র্থ এইচপিএনএসপি) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে যার ৮৪ শতাংশ অর্থায়ন বাংলাদেশ সরকার করছে।

মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ ও কৈশোরকালীন স্বাস্থ্যসেবা প্রদান

৪৮। আমরা মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য নারী লক্ষ্যভিত্তিক প্রজনন স্বাস্থ্য উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছি এবং জাতীয় পুষ্টি কর্মসূচির (এনএনএস) আওতায় কমিউনিটি নিউট্রিশন প্রোগ্রাম সম্প্রসারণ করছি। শিশু ও মাতৃ স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং মেটারনাল, নিওনেটাল ও চাইল্ড এডোলসেন্ট হেলথ্ প্রকল্প দু'টি বাস্তবায়িত হচ্ছে। ইতোমধ্যে মোট ২৮৫৪টি ইউনিয়নে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে সার্বক্ষণিক নিরাপদ প্রসবসেবা এবং ৭২টি মা ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্রে জরুরি প্রসূতিসেবা চালু করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (৪০টি), ১০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র (২৫টি), ৩টি ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল, ৫০ শয্যা বিশিষ্ট ৩টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেক্স, কুমিল্লায় ১টি ১০০ শয্যা বিশিষ্ট শিশু হাসপাতাল নির্মাণ করা হবে।

তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান

৪৯। আমাদের অন্তর্ভূক্তিমূলক স্বাস্থ্যনীতি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে আমরা তৃণমূল পর্যায়ে সেবার পরিধি বৃদ্ধি করছি। ১০টি জেলা কার্যালয় ও স্টোরসহ ১৪৫টি উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় নির্মাণ করা হয়েছে। মোট ১৩

হাজার ৮১২টি কমিউনিটি ক্লিনিক চালু রয়েছে। ইউনিয়ন পর্যায়ে নতুন ১০ শয্যা বিশিষ্ট ৭০টি এমসিডব্লিউসি নির্মাণ ও আরো ২৫০টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ (পুনর্নির্মাণসহ), পুরাতন ২ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক আধুনিকায়ন, এবং নতুন ১ হাজার ২৯টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ করা হবে। কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ অনুমোদিত হয়েছে এবং একটি ট্রাস্ট গঠিত হয়েছে। ৬৫টি উপজেলা হাসপাতাল এবং ২৭টি জেলা হাসপাতালে টেলিমেডিসিন সেবা প্রদান করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে এর আওতা আরো বৃদ্ধি করা হবে।

মাননীয় স্পীকার

আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

৫০। ১৯৯৮ সালে চালু হওয়া প্রথম সেক্টর কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় বাস্তবায়নাধীন ৪র্থ সেক্টর কর্মসূচি ৪র্থ স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচি (৪র্থ এইচপিএনএসপি) এর অধীনে সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই)-এর কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ফলে ১৯৮৫ সালের ২ শতাংশ ইপিআই কাভারেজ বর্তমানে ৮৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ইপিআই কর্মসূচির এ সফল বাস্তবায়নের স্বীকৃতি স্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ২০১৯ সালে গ্যাভি সচিবালয় কর্তৃক ‘ভ্যাকসিন হিরো’ সম্মাননা প্রদান করা হয়। ২০১4 সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বাংলাদেশকে পোলিওমুক্ত দেশ হিসেবে ঘোষণা করে এবং এ অবস্থান বজায় রয়েছে।

মাননীয় স্পীকার

৫১। আগামী ২০২০-২১ অর্থবছরে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের জন্য মোট ২৯ হাজার ২৪৭ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি যা ২০১৯-২০ অর্থবছরে ছিল ২৫ হাজার ৭৩২ কোটি কোটি টাকা। উল্লেখ্য, কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ মোকাবেলায় গৃহীত কার্যক্রমসূহ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনায় নিয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ খাতের জন্য এ বাজেট প্রস্তাব

করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য করা প্রয়োজন যে, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ সংক্রান্ত কার্যক্রম ১৩টি মন্ত্রণালয়/ বিভাগ বাস্তবায়ন করছে। আগামী অর্থবছরে স্বাস্থ্য খাতে মোট বরাদ্দ ৪১ হাজার ২৭ কোটি টাকা প্রস্তাব করা হয়েছে যা জিডিপি'র ১.৩ শতাংশ এবং মোট বাজেট বরাদ্দের ৭.২ শতাংশ।

শিক্ষা

মাননীয় স্পীকার

৫২। আপনি জানেন যে, কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব মোকাবিলায় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার কৌশলের অংশ হিসেবে গত মার্চের মাঝামাঝি সময় হতে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়। এতে করে দেশের প্রায় চার কোটি শিক্ষার্থীর নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ছুটিকালীন সময়ে টেলিভিশন ও অনলাইনে দূরশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা হয়। শিক্ষা খাতে আমাদের আগামী অর্থবছরের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে এ দীর্ঘ ছুটির ক্ষতি পুষিয়ে নিয়ে পাঠ্যক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা। এ কাজের জন্য আগামী বছরের বাজেটে আমরা প্রয়োজনীয় সম্পদের যোগান রাখছি। আমরা গত বছরের বাজেট বক্তৃতায় উল্লেখ করেছিলাম যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা বিশেষ করে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবকে মাথায় রেখে আমরা শিক্ষা খাতের বিভিন্ন পরিকল্পনা সাজিয়েছি এবং সে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সমন্বয় করে শিক্ষা খাতে সম্পদ সঞ্চালনের উদ্যোগ নিয়েছি। আমি আপনার মাধ্যমে দেশবাসীকে জানাতে চাই যে, শিক্ষা খাতে আগামী অর্থবছরেও আমাদের এ উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে।

মাননীয় স্পীকার

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা

৫৩। অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসেবে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির ভিত্তি

হলো প্রাথমিক শিক্ষা। এজন্য প্রাথমিক শিক্ষাকে আমরা সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি এবং এ বছরেই সমাপ্ত হতে যাওয়া সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আমরা প্রাথমিক শিক্ষায় নীট ভর্তির হার, ৫ম গ্রেড পর্যন্ত অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর হার এবং সাত বছরের উপরে বয়সী সকল নাগরিকের সাক্ষরতার হারকে শতভাগে উন্নীত করার সাহসী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিলাম। আপনি জেনে খুশি হবেন যে, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা খাতে গত কয়েক বছরে আমাদের নিরলস উদ্যোগের ফলে আমরা এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের কাছাকাছি পৌঁছেছি। এ সাফল্যের ধারা অব্যাহত রেখে সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুনগত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করাই হবে আগামী অর্থবছরে আমাদের এ খাতের মূল কৌশল।

৫৪। বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ, নতুন জাতীয়করণকৃত ও বিদ্যমান প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নয়ন, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ এবং আইসিটি-সহ শিক্ষা সহায়ক বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ আমরা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। আমরা জাতীয় স্কুল মিল নীতি ২০১৯ মন্ত্রিসভায় অনুমোদন করেছি এবং এ নীতির আলোকে দেশের সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নিয়েছি। ৫০৩টি মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইন্টারঅ্যাকটিভ ক্লাসরুম তৈরির কাজ চলমান আছে এবং অচিরেই আমরা সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুইটি করে ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরসহ ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করতে যাচ্ছি। শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তিমূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আমরা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য অ্যাসিসটিভ ডিভাইস তথা হুইল চেয়ার, ক্রাচ ও হিয়ারিং এইড সরবরাহ করছি। পাশাপাশি, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিশুদের নিজস্ব বর্ণমালায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন এবং সংশ্লিষ্ট ভাষা জ্ঞানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। এসবের পাশাপাশি, দারিদ্রপীড়িত এলাকায় বিশেষ স্কুল ফিডিং, শিক্ষার্থীদের প্রোফাইল প্রণয়ন, বিদ্যালয়গুলোতে আইসিটি ল্যাব স্থাপন ও কাব স্কাউটিং সম্প্রসারণের মতো ব্যতিক্রমধর্মী কার্যক্রমও আমরা শুরু করেছি, যা আগামী ২০২০-২১ অর্থবছরেও অব্যাহত থাকবে।

৫৫। আগামী ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষায় ২৪ হাজার ৯৪০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি, যা বর্তমান ২০১৯-২০ অর্থবছরে ছিল ২৪ হাজার ৪০ কোটি টাকা।

মাননীয় স্পীকার

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা

৫৬। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার প্রসারে সরকার গত এক দশকে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। শিক্ষার হার বৃদ্ধি ও শিক্ষাব্যবস্থায় লিঙ্গবৈষম্য দূরীকরণে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের সকল উন্নয়নশীল দেশের রোলমডেল। সরকার ইতোমধ্যে শিক্ষক প্রশিক্ষণ, অনগ্রসর এলাকায় স্কুলভবন ও আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসহ শ্রেণিকক্ষ স্থাপন, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিও-ভূক্তকরণ, বেসরকারি স্কুল সরকারিকরণ, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, আই.সি.টি. বিষয়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালন করে আসছে। তবে, শিক্ষার উন্নয়নকে আরো বেগবান করতে আমরা এখন জোর দিচ্ছি শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন ও উচ্চশিক্ষার গবেষণার উপরে।

৫৭। শিক্ষার সুযোগবঞ্চিত দরিদ্র মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগে আমরা প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করেছিলাম। এ ট্রাস্ট থেকে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে উপবৃত্তি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাঝে টিউশন ফি'র অর্থ প্রদান করা হচ্ছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মাধ্যমিক স্তরে ৫.৫৭ লক্ষ ছাত্র, ১০.৯৫ লক্ষ ছাত্রী, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ১.১৬ লক্ষ ছাত্র, ৪.৬২ লক্ষ ছাত্রী, এবং ডিগ্রী স্তরে ৫০ হাজার ছাত্র ও ১.৫০ লক্ষ ছাত্রীকে উপবৃত্তি দেয়া হবে। পাশাপাশি, পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ইতোমধ্যে প্রায় ৬ লক্ষ শিক্ষার্থীকে মেধাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরে আরো ১ লক্ষ ৮৭ হাজার শিক্ষার্থীকে মেধাবৃত্তি প্রদান করা হবে। এছাড়াও, সৃজনশীল মেধা

অন্বেষণ কার্যক্রম আয়োজনের মাধ্যমে সেরা প্রতিভাদের স্বীকৃতি দেয়ার ধারাও আমরা অব্যাহত রেখেছি।

৫৮। শিক্ষক ও শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় জড়িত কর্মচারিদের আর্থিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্যও আমরা সচেষ্ট আছি। উপযুক্ত আর্থিক সুবিধা এবং আধুনিক প্রশিক্ষণকে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসঙ্গ হিসেবে আমরা বিবেচনা করছি। পাশাপাশি, আমরা প্রতিবছর জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ পালন করে আসছি যেখানে প্রতিটি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তাদের সম্মানিত করে আসছি। শিক্ষা খাতে ইনোভেশনের মাধ্যমে শিক্ষার মানোয়ন্নকেও আমরা উৎসাহিত করে যাচ্ছি। উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ভৌত অবকাঠামো ও অন্যান্য সুবিধাদি সৃষ্টির জন্য ৪২টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট তিন হাজার দুইশত কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। এর মধ্য হতে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন শীর্ষক ৫টি প্রকল্পের মাধ্যমে ৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাস স্থাপন করা হচ্ছে। অবশিষ্ট ৩৭টি চলমান প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অবকাঠামো উন্নয়ন ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সরবরাহের কাজ চলমান রয়েছে। আগামী ২০২০-২১ অর্থছরে আমরা এ কাজগুলো সমাপ্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের সংস্থান রাখবো।

৫৯। আগামী ২০২০-২১ অর্থবছরে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা খাতে ৩৩ হাজার ১১৭ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রস্তাব করছি, যা বর্তমান ২০১৯-২০ অর্থবছরে ছিল ২৯ হাজার ৬২৪ কোটি টাকা।

মাননীয় স্পীকার

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং মাদ্রাসা শিক্ষা

৬০। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য আমরা মানসম্পন্ন কারিগরি শিক্ষা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবকে মাথায় রেখে উপযুক্ত প্রযুক্তি ও উপযুক্ত স্কিলসমূহকে চিহ্নিত করা এবং সে অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের সঠিকভাবে প্রশিক্ষিত করে তুলতে আমরা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি। সরকারি ও বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত পাঠ্যক্রমের পাশাপাশি সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ কোর্স বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বাড়ার সাথে সাথে শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান কার্যক্রমের মাধ্যমে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতি সাধারণ জনগোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমান হারে আগ্রহ সৃষ্টি হচ্ছে।

৬১। শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য দুরীকরণের লক্ষ্যে দাখিল, কারিগরি ও এবতেদায়ী স্তরে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হচ্ছে। ইংরেজি ও গণিত শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা প্রসার ও আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানী উপযোগী দক্ষ জনশক্তি তৈরীর উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। এ লক্ষ্যে কম্পিউটার/কারিগরি শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ৬ষ্ঠ শ্রেণি হতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) নামে পাঠ্যপুস্তক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আমরা দেশব্যাপী স্কিলস কম্পিটিশন এর আয়োজন করেছি। ভবিষ্যতে বিজ্ঞানমুখী শিক্ষা প্রসারে এরূপ প্রতিযোগিতা আরো কার্যকর ভূমিকা রাখতে সহায়ক হবে। দেশের নির্বাচিত ১০০টি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ (টিএসসি) স্থাপনের কাজ এগিয়ে চলছে এবং অবশিষ্ট ৩২৯টি উপজেলায় একটি করে টিএসসি স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। অধিকন্তু, ৪টি বিভাগীয় (সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর) শহরে ১টি করে মহিলা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট স্থাপন, ২৩টি জেলায় পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট স্থাপন এবং ৪টি বিভাগে (চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী ও রংপুর) ১টি

করে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন এবং ৪টি ভূমি জরিপ ইন্সটিটিউট স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এর ফলে, কারিগরি শিক্ষার সুযোগ দেশব্যাপী বিস্তৃত হবে।

মাননীয় স্পীকার

৬২। আপনি জানেন যে, আমাদের দেশে মাদ্রাসাগুলোর একটা বড় অংশ নিয়মিত স্কুল-কলেজগুলোর চাইতে অবকাঠামোর দিক থেকে অনেকটা পিছিয়ে। এ অবস্থা হতে উত্তরণের জন্য আমরা দেশব্যাপী ১,৮০০টি মাদ্রাসায় নতুন ভবন নির্মাণ করছি এবং বিদ্যমান ৬৫৩টি মাদ্রাসায় আধুনিক মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করছি।

৬৩। কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য ২০২০-২১ অর্থবছরে ৮ হাজার ৩৪৪ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রস্তাব করছি, যা ২০১৯-২০ অর্থবছরে ছিল ৭ হাজার ৪৫০ কোটি টাকা।

কৃষি খাত

মাননীয় স্পীকার

৬৪। করোনা উত্তর বিশ্বে দূর্ভিক্ষের যে পূর্বাভাস রয়েছে তার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তাসহ কৃষিখাতের সাথে জড়িত কৃষক, কৃষি শ্রমিক ও অন্যান্য সংশ্লিষ্টদের জীবন ও জীবিকা নিশ্চিত করাই বর্তমানে আমাদের কৃষিখাতের অন্যতম চ্যালেঞ্জ। বর্তমান কৃষি বান্ধব সরকারের নিরলস প্রচেষ্টা এবং গৃহীত নানাবিধ কার্যক্রমের ফলে কৃষিতে উচ্চ মাত্রার প্রবৃদ্ধি ধরে রাখাসহ চাল উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা ধরে রাখতে পেরেছি। আসন্ন চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলায় কৃষির উৎপাদন, বাজারজাতকরণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে যাতে করে খাদ্য সংকট সহজে মোকাবেলা করা যায়। **মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা প্রদান করেছেন যে, করোনা**

পরবর্তী পরিস্থিতিতে কোনভাবেই যাতে খাদ্য সংকট সৃষ্টি না হয়। সে জন্য এক ইঞ্চি অবাদি জমিও ফেলে রাখা যাবে না। কৃষি মন্ত্রণালয় ও তার সকল সহযোগী সংস্থা এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

৬৫। বিশ্বব্যাপী মহামারী সৃষ্টিকারী করোনার প্রভাব বাংলাদেশের কৃষিতেও পড়েছে। করোনার প্রভাবে বিশ্বব্যাপী আমদানি, রপ্তানি ও সরবরাহ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হয়েছে। এর ফলে আমাদের দেশের অভ্যন্তরিণ ক্ষেত্রে সৃষ্ট প্রভাব মোকাবেলায় সর্বোচ্চ জোর দিতে হবে। আমাদের কৃষির ক্ষেত্রে আমন ফসলের উৎপাদন ভাল হয়েছে। এবছর বোরো ফসলের উৎপাদন ভাল হলেও তা কর্তনের ক্ষেত্রে শ্রমিক সংকটের কারণে সৃষ্ট অনিশ্চয়তা মোকাবেলা করা হয়েছে। আমাদের গমের উৎপাদন কম হওয়াতে বরাবরই আমাদানি নির্ভরতা থেকে যায়। বিশ্ব পরিস্থিতিতে গম আমদানির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বর্তমানে সবজি জাতীয় ফসলের ভাল ফলন হলেও করোনা পরিস্থিতির কারণে সরবরাহ বিঘ্নিত হচ্ছে। ফলে সবজি ফসলের বাজারজাতকরণে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহ প্রদান অব্যাহত রাখা হচ্ছে।

৬৬। করোনার প্রভাব মোকাবেলায় বিগত বছরসমূহের ন্যায় কৃষি খাতে ভর্তুকি, সার-বীজসহ অন্যান্য কৃষি উপকরণ প্রণোদনা ও সহায়তা কার্ড, কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা, স্বল্প সুদে ও সহজ শর্তে বিশেষ কৃষি ঋণ সুবিধা প্রদান ইত্যাদি সফল কার্যক্রমসমূহ আমরা এ বছরও প্রয়োজনীয় মাত্রায় অব্যাহত রাখবো। এ ছাড়াও ফসল কর্তন কার্যক্রমে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ক্রয়ে কৃষককে ভর্তুকি প্রদান অব্যাহত থাকবে। বর্তমানে কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ডধারী কৃষকের সংখ্যা ২ কোটি ৮ লক্ষ ১৩ হাজার ৪৭৭ জন।

৬৭। টেকসই কৃষির জন্য জলবায়ু সহনশীল বিভিন্ন ফসলের জাত উদ্ভাবন কার্যক্রম অব্যাহত আছে। বিগত ২০০৯ সাল হতে বিভিন্ন ফসলের বৈরি পরিবেশে সহনশীল সর্বমোট ১০৯টি উন্নত/ উচ্চ উৎপাদনশীল জাত উদ্ভাবন করা

হয়েছে। আগামী অর্থবছরে প্রায়োগিক গবেষণার জোরদারকরণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনে সহনশীল বিভিন্ন ফসলের জাত উদ্ভাবন কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। শস্যের বহুমুখীকরণ ও ফসলের সংগ্রহোত্তর ক্ষতি কমানো কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং খামার যান্ত্রিকীকরণ জোরদার করা হবে। মানসম্পন্ন পাটবীজ উৎপাদন ও বহুমুখী পাট পণ্য উদ্ভাবনের গবেষণা কার্যক্রম চলমান থাকবে।

৬৮। আগামীতে কৃষি খামার যান্ত্রিকীকরণে ৩ হাজার ১৯৮ কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। আগামী অর্থবছরে কৃষি ভর্তুকি ৯ হাজার ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে কৃষি পুন: অর্থায়ন স্কীম এ ৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হবে। বিগত বছরসমূহের ন্যায় আমদানি খরচ যাই হোক না কেন, আগামী অর্থবছরেও রাসায়নিক সারের বিক্রয়মূল্য অপরিবর্তিত রাখা হবে ও কৃষি প্রণোদনা অব্যাহত থাকবে।

মাননীয় স্পীকার

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

৬৯। বাংলাদেশের মৎস সম্পদ অভ্যন্তরীণ আমিষের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি দেশের জিডিপিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। বাংলাদেশ মাছ ও মাংস উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে এবং ডিম ও দুধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মৎস্য উৎপাদনে বাংলাদেশের সাফল্য আজ বিশ্ব পরিমণ্ডলেও স্বীকৃত। সম্প্রতি করোনা সংকটে দীর্ঘ লক ডাউনে সৃষ্ট সরবরাহ জটিলতার কারণে মাছের বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ দেখা দিয়েছে। এ সংকট মোকাবেলায় সরকার প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান অব্যাহত রেখেছে। করোনা পরবর্তীতে মৎস্য খাত যাতে পূর্বের ধারাবাহিকতায় ফিরে আসতে পারে সেলক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় বিশেষ উদ্যোগ বাস্তবায়ন করবে। আগামী অর্থবছরে মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে মিঠা পানির মাছের নতুন জাত উদ্ভাবনে গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং সামুদ্রিক

মৎস্য সম্পদ আহরণে নতুন নতুন প্রযুক্তি উন্নয়নের বিষয়ে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণ

৭০। বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ আহরণের অপার সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ আহরণের সুযোগকে সঠিকভাবে ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সরকার আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করছে। ইতোমধ্যে 'সামুদ্রিক মৎস্য আইন-২০২০' চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য মহান জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হয়েছে। অগভীর সমুদ্রে বাংলাদেশের মৎস্যজীবিগণ দীর্ঘদিন ধরেই মৎস্য আহরণে নিয়োজিত। কিন্তু গভীর সমুদ্রে আমাদের মৎস্য আহরণ শুরু করা যায়নি। গভীর সমুদ্রে রয়েছে আমাদের টুনা মাছসহ অন্যান্য মৎস্য সম্পদের অপার সম্ভাবনা। সরকার গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণের উপযোগী জাহাজ সংগ্রহের জন্য প্রকল্প হাতে নিয়েছে। বেসরকারি খাতেও গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণের সক্ষমতা তৈরীর জন্য সরকার পৃষ্ঠপোষকতা করবে।

৭১। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ বিশেষ করে গরু, ছাগল, হাঁস মুরগী, ইত্যাদি পালনে প্রায় সাম্প্রতিক সময়ে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধন করেছে। এ খাতে চলমান গবেষণা কার্যক্রম এ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জনে অবদান রাখছে। প্রাণিসম্পদের উন্নয়নে বাংলাদেশে এখন উন্নতমানের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিদেশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথেও যৌথভাবে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। কিন্তু সম্প্রতি করোনার দীর্ঘ লকডাউনে পোল্ট্রি এবং ডেইরি বিশেষ করে ডিম ও দুধের বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে মারাত্মক সমস্যা দেখা দেওয়ায় সরকার এ সমস্যা মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ এবং সহায়তা প্রদান অব্যাহত রেখেছে।

৭২। আগামী অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ খাতের যথাযথ উন্নয়নে তিনটি প্রযুক্তি

উদ্ভাবন, তিনটি প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং বিভিন্ন বিষয়ে ৪০টি গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। এছাড়া গবাদিপশুর জাত উন্নয়নে সিমেন উৎপাদন, কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ, প্রাণিখাদ্য সংরক্ষণে ডোল পদ্ধতির সম্প্রসারণ এবং দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদানের কর্মপরিকল্পনা রয়েছে।

খাদ্য নিরাপত্তা

৭৩। বিশ্বব্যাপী করোনা দূর্যোগের কারণে খাদ্যশস্য উৎপাদন, আমদানি-রপ্তানি, সরবরাহ পরিস্থিতির উপর ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে। সরকার এ বিষয়ে অত্যন্ত সজাগ এবং দেশে পর্যাপ্ত খাদ্য মওজুদ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সরকার আমন ফসল হতে ৭.৯৮ লক্ষ মে. টন সংগ্রহ করেছে। চলতি বোরো ফসল হতে ৮.০ লক্ষ মে. টন ধান এবং ১১.৫০ লক্ষ মে. টন চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে যা গতবারের তুলনায় দুই গুণ। এটি পূর্ণমাত্রায় সংগ্রহ করে দেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। করোনা পরিস্থিতির প্রভাব মোকাবেলায় বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে দু:স্থদের খাদ্য সহায়তা প্রদান, খাদ্য বান্ধব কর্মসূচী, খোলা বাজারে চাল বিক্রয় অব্যাহত আছে। তাছাড়া, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সরকার খাদ্য সংরক্ষনের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

৭৪। আগামী অর্থবছরে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ এবং খাদ্য নিরাপত্তা খাতে ২২ হাজার ৪৮৯ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি যা ২০১৯-২০ অর্থবছরে ছিল ২১ হাজার ৪৮৪ কোটি টাকা।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি

মাননীয় স্পীকার

৭৫। বাংলাদেশের সামনে জনমিতিক লভ্যাংশের সুবর্ণ সুযোগ বিদ্যমান থাকায় শ্রমবাজারে বিপুল কর্মক্ষম জনশক্তির আগমন ঘটছে, কিন্তু একই সময়ে

আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে শ্রমিকের চাহিদাও কমে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবজনিত কারণে দেশব্যাপী সাধারণ ছুটি, কলকারখানা বন্ধ থাকা এবং সর্বোপরি ব্যবসা বাণিজ্য স্থবির থাকায় দেশে বিপুল সংখ্যক মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়ে। এডিবি'র সাময়িক হিসাব অনুযায়ী এ সংখ্যা ১৪ লক্ষে দাঁড়াতে পারে।

৭৬। করোনাভাইরাসের অর্থনৈতিক প্রভাব কার্যকরভাবে মোকাবেলা করার জন্য সরকার যে বৃহৎ প্রণোদনা গৌষনা করেছে তার একটি প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে অর্থনৈতিক কার্যক্রমে গতিসঞ্চারের মাধ্যমে সাময়িক কর্মহীনতা দূরীকরণ। তৈরি পোষাকসহ রপ্তানিমুখী শিল্পের শ্রমিকদের বেতন-ভাতা প্রদানের লক্ষ্যে আমরা ৫ হাজার কোটি টাকার একটি ঋণ তহবিল গঠন করেছি। ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের জন্য ৩০ হাজার কোটি টাকার এবং কুটির শিল্পসহ এসএমই প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ২০ হাজার কোটি টাকার দুইটি আলাদা স্বল্প সুদের ওয়ার্কিং ক্যাপিটেল ঋণ সুবিধা চালু করেছি। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রবর্তিত ইডিএফ (Export Development Fund)-এর পরিমাণ ৩.৫ বিলিয়ন ডলার হতে ৫.০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করেছি এবং এ ঋণের সুদের হার কমিয়েছি। পাশাপাশি, Pre-Shipment Credit Refinance Scheme নামে ৫ হাজার কোটি টাকার একটি নতুন ঋণ সুবিধা চালু করেছি।

৭৭। কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ও সেবা, ক্ষুদ্র ব্যবসা, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, ইত্যাদি খাতে গ্রামের দরিদ্র কৃষক, বিদেশফেরত প্রবাসী শ্রমিক এবং প্রশিক্ষিত তরুণ ও বেকার যুবাদের গ্রামীণ এলাকায় ব্যবসা ও আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজে স্বল্প সুদে ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করা হবে। এ কাজে **পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)** -এর মাধ্যমে মোট ২,০০০ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ করা হবে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে সরকার এ লক্ষ্যে ৫০০ কোটি টাকা করে মূলধন প্রদান করবে, যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানগুলো সুনির্দিষ্ট প্রোগ্রামের আওতায় উপযুক্ত উদ্যোক্তাদের নিকট স্বল্প সুদে ঋণ বিতরণ করবে। এসবের পাশাপাশি,

শিল্পখাতে কর্মসৃজনের গতি বাড়ানোর লক্ষ্যে ব্যবসা ও বিনিয়োগ পরিবেশ আধুনিকায়ন, শ্রমিকের সুরক্ষা জোরদার করা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। যেমন, প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন জেলায় নতুন নতুন কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

মাননীয় স্পীকার

দক্ষতা উন্নয়ন

৭৮। দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা ও মজুরি বাড়ানো সম্ভব হয় বিধায় দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। Skills for Employment Investment Program এর আওতায় ১৫ লক্ষ মানুষকে প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, যার আওতায় এযাবৎ ৪ লক্ষ ২৮ হাজার জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। শিক্ষিত বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে ‘ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি’ বাস্তবায়ন করছে, যার অধীনে ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত ১২৮টি উপজেলার মাধ্যমে ২ লক্ষ ২৯ হাজার ৭৩৭ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও ২ লক্ষ ২৭ হাজার ৪০২ জনের অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হয়েছে। দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমকে সমন্বিত আকারে পরিচালনার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (NSDA) গঠিত হয়েছে এবং এটিকে কার্যকর করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিধিমালা, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন নীতিমালা এবং জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা প্রণীত হয়েছে এবং এর জনবল কাঠামো অনুমোদিত হয়েছে। কর্মক্ষম জনগণের দক্ষতা উন্নয়ন পদ্ধতি উদ্ভাবন, কারিকুলাম প্রণয়ন এবং প্রশিক্ষণের মান বজায় রাখার মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ কর্তৃপক্ষ কাজ করছে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান

৭৯। প্রবাসী বাংলাদেশীদের সামগ্রিক কল্যাণ ও সুযোগের সমতা নিশ্চিতকরণ, কূটনৈতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে নতুন নতুন শ্রমবাজার সৃষ্টি ও উক্ত বাজারের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি, বৈদেশিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে বেকারত্ব হ্রাস এবং প্রবাস আয়ের প্রবাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে বিশ্বের ১৭৪টি দেশে এক কোটি বিশ লাখের অধিক অভিবাসী কর্মী কর্মরত রয়েছে। বিগত দশ বছরে পেশাজীবি, দক্ষ, আধা দক্ষ ও স্বল্প দক্ষ ক্যাটাগরিতে সর্বমোট ৬৬ লক্ষ ৩৩ হাজারের অধিক বৈদেশিক কর্মসংস্থান হয়েছে, যা এ পর্যন্ত মোট কর্মসংস্থানের প্রায় ৬০ শতাংশ। তন্মধ্যে ২০১৯ সালে ৭ লক্ষের অধিক জনের বৈদেশিক কর্মসংস্থান হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফল কূটনৈতিক তৎপরতায় ২০১৯ সালে জাপান সরকারের সাথে বাংলাদেশ সরকারের একটি নতুন শ্রম বিষয়ক চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে, যার ফলে বাংলাদেশ এখন জাপানে দক্ষ জনবল প্রেরণের জন্য ৯ম দেশ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। নারীর ক্ষমতায়নকে অগ্রাধিকার বিবেচনায় নারীকর্মীর বৈদেশিক কর্মসংস্থানের প্রচেষ্টার কারণে এ সরকারের বিগত দশ বছরে সর্বমোট ৭ লক্ষ ৭৮ হাজারের অধিক নারীকর্মী বিভিন্ন পেশায় চাকুরী নিয়ে বিদেশ গমন করেছেন।

৮০। নিরাপদ অভিবাসন প্রক্রিয়া ও প্রবাসীদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণে নানামুখী উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। অভিবাসন ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটাইজেশন করায় বিদেশে কর্মী প্রেরণ প্রক্রিয়ায় অধিকতর গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা আনয়ন সম্ভবপর হয়েছে এবং অভিবাসন ব্যয় হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে বিদেশগামী প্রত্যেক কর্মীর মাইক্রো চিপস সম্বলিত স্মার্ট কার্ড/বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদান করা হচ্ছে। বিদেশগামী কর্মীদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট কার্যক্রম স্ব স্ব জেলায় বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে। পুনরায়, মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে ভিসা যাচাই (সৌদি আরব, সিঙ্গাপুর, বাহরাইন, কাতার, মালয়েশিয়া ও ওমান) উদ্ভাবনের ফলে বিদেশগামী কর্মীগণ সহজেই ভিসা যাচাই করতে

পারছেন। এছাড়া, অভিবাসন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, বৈধ রিক্রুটিং এজেন্টগণের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আইনি কাঠামোতে সংস্কার আনা হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০১৭' , 'ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০১৮' ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (রিক্রুটিং এজেন্ট লাইসেন্স ও আচরণ) বিধিমালা ২০১৯ প্রণয়ণ এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (রিক্রুটিং এজেন্ট শ্রেণীবিভাগ) বিধিমালা ২০২০ চূড়ান্ত করা হয়েছে।

প্রবাস আয় বৃদ্ধি

৮১। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিগত অর্থবছরের বাজেটে প্রবাস আয় প্রেরণে ২ শতাংশ হারে প্রণোদনা প্রদানের ঘোষণা দিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, রেমিট্যান্স প্রেরণে বর্ধিত ব্যয় লাঘব করা এবং বৈধ পথে অর্থ প্রেরণ উৎসাহিত করা। এই পদক্ষেপের কারণে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১ মাস বাকী থাকতে রেকর্ড ১৬.৫৬ বিলিয়ন ডলার প্রবাস আয় অর্জিত হয়েছে, যা দেশের অর্থনৈতিক চালিকাশক্তি হিসেবে বিশেষ অবদান রাখছে। তবে প্রধান প্রধান শ্রমবাজারে করোনা ভাইরাসের ব্যাপক প্রাদুর্ভাবজনিত কারণে এবং বিশ্বব্যাপী জ্বালানি তেলের মূল্য হ্রাসের কারণে আগামী অর্থবছরে প্রবাস আয়ের প্রবৃদ্ধি শ্লথ হতে পারে। আগামী অর্থবছরেও এখাতে ২ শতাংশ হারে প্রণোদনা দেওয়া হবে।

দারিদ্র্য দূরীকরণ ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি

সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম

৮২। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে সাধারণ ছুটি ঘোষণা, লকডাউন, শিল্প কারখানা ও ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ থাকার কারণে সাধারণ মানুষের আয় কমে দারিদ্র নিরাপত্তায় আমাদের অর্জন ঝুঁকির মুখে পড়েছে। এ অবস্থা থেকে উত্তোরণে সরকার চলতি অর্থবছরে দরিদ্র কর্মজীবি মানুয়ের কষ্ট লাঘবে ৫০ লক্ষ জনকে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আগামী

অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা খাতের নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে আওতা বাড়ানোর প্রস্তাব করছি:

- ✓ করোনা মহামারীর কারণে সর্বাধিক দারিদ্র্যপ্রবণ ১০০টি উপজেলায় বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী সকল দরিদ্র প্রবীণ ব্যক্তিকে বয়স্ক ভাতার আওতায় আনা হবে। এতে করে ৫ লক্ষ জন নতুন উপকারভোগী যোগ হবে এবং এ খাতে ৩০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রদান করা হবে;
- ✓ করোনা মহামারীর কারণে সর্বাধিক দারিদ্র্যপ্রবণ ১০০টি উপজেলায় বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী সকল বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা নারীকে বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা ভাতার আওতায় আনা হবে। এতে করে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার জন নতুন উপকারভোগী যোগ হবে এবং এ খাতে ২১০ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রদান করা হবে;
- ✓ সর্বশেষ প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ অনুযায়ি ২ লক্ষ ৫৫ হাজার জন নতুন ভাতাভোগী যুক্ত করে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা ভোগীর সংখ্যা ১৮ লক্ষ জনে বৃদ্ধি করা হবে এবং এ বাবদ ২২৯ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রয়োজন হবে।

৮৩। এছাড়াও দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা, কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা, ভিজিডি কার্যক্রম, মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা, অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ ভাতা, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে শিক্ষা উপবৃত্তি ও প্রশিক্ষণ, ক্যান্সার, কিডনী ও লিভার সিরোসিস রোগীদের সহায়তা, চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি, ইত্যাদি কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

৮৪। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে গ্রামীন দারিদ্র্য বিমোচণের কৌশল হিসেবে তৎকালীন ১৯টি থানায় 'পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম' শুরু করেন। এ কার্যক্রমের সফলতার কারণে বর্তমানে দেশের সকল জেলায় প্রত্যেক উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে এ কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

আশা করা যায়, এ প্রণোদনার মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিতে নতুন গতিসঞ্চার করে প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। করোনাজনিত আর্থিক ক্ষতি কাটিয়ে গ্রামীণ অর্থনীতিকে সচল করা এবং গ্রামে বসবাসরত দরিদ্র, দুস্থ ও অসহায় মানুষের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম এর জন্য ১০০ কোটি টাকা প্রণোদনা প্রদানের ঘোষণা করছি।

৮৫। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র, ২০১৫ এর আলোকে করোনা পরিস্থিতি হতে দরিদ্র অসহায় মানুষের অবস্থা উত্তোরণের জন্য বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হবে। দরিদ্র জনগণের অবস্থা উন্নয়নে আমরা সামাজিক নিরাপত্তা খাতে প্রতিবছর বরাদ্দ বৃদ্ধি করে চলছি। বর্তমানে দেশের প্রায় এক-চতুর্থাংশ পরিবারকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় নিয়ে এসেছি।

৮৬। আগামী ২০২০-২১ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে মোট ৯৫ হাজার ৫৭৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে যা বাজেটের ১৬.৮৩ শতাংশ এবং জিডিপির ৩.০১ শতাংশ। চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দ ছিল ৮১ হাজার ৮৬৫ কোটি টাকা।

স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন

মাননীয় স্পীকার

আমার গ্রাম-আমার শহর

৮৭। বাংলাদেশের গ্রামীণ উন্নয়ন ভাবনা স্বাধীনতার অন্যতম চালিকাশক্তি। গ্রামকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির কেন্দ্রীয় দর্শন হিসেবেই বিবেচনা করতেন। তাই, বঙ্গবন্ধু স্বাধীন দেশের সংবিধানের ১৬ নং অনুচ্ছেদে নগর ও গ্রামের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করার উদ্দেশ্যে কৃষি

বিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিকরণের ব্যবস্থা, কুটিরশিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ, শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তর সাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে অঙ্গীকার যুক্ত করেছিলেন।

৮৮। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রূপকল্পে দেশের সব গ্রাম হবে পরিকল্পিত, সাজানো। জীববৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক পরিবেশ অক্ষুন্ন রেখে গ্রামে নাগরিক সুবিধাসমূহ সম্প্রসারণ করতে হবে। গ্রামের প্রাকৃতিক সম্পদ, অবকাঠামোগত সম্পদ আর মানবসম্পদের সুষ্ঠু সমন্বিত ব্যবহারে গ্রাম হবে প্রাচুর্যময়, দারিদ্র্যমুক্ত, জলবায়ু পরিবর্তনে সহনশীল, টেকসই এবং গতিশীল অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দু।

৮৯। এ সকল ভাবনাকে সামনে রেখে ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে সরকার দেশের প্রতিটি গ্রামে নাগরিক সুবিধা সম্প্রসারণ এবং বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গঠনের লক্ষ্যে 'আমার গ্রাম- আমার শহর' নির্বাচনী অঙ্গীকার ব্যক্ত করে । দেশের সকল গ্রামে নাগরিক সেবা সম্প্রসারণ করে ' আমার গ্রাম- আমার শহর' অঙ্গীকার বাস্তবায়নের অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে । এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে দেশব্যাপী পরিকল্পিতভাবে ' আমার গ্রাম- আমার শহর' অঙ্গীকার বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার বিভাগ একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করেছে যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনুমোদন করেছেন। এ কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রমশ: দেশব্যাপী 'আমার গ্রাম-আমার শহর' বাস্তবায়নের কাজ চলমান থাকবে ।

পল্লী সড়ক উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা

৯০। পল্লী সড়ক হলো পল্লী জনগোষ্ঠীর ভিত্তি অবকাঠামো যাকে কেন্দ্র করে প্রতিটি গ্রাম পর্যন্ত পল্লি অর্থনীতির সঞ্চালন এবং পল্লি জনজীবনের অনেক সুযোগ সুবিধা ধারাবাহিকভাবে বিকশিত হয়। টেকসই পল্লি সড়ক থাকলে অন্য সকল আর্থ-সামাজিক সুবিধা যেমন শিক্ষায়-স্বাস্থ্যে প্রবেশগম্যতা, কর্মসংস্থান,

দারিদ্র্যমুক্তি, নারী উন্নয়ন ও ব্যবসা উদ্যোগ ইত্যাদি সহজ হয়ে যায়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে গ্রামাঞ্চলে সড়ক নেটওয়ার্ক কভারেজ ৩৫ শতাংশ থেকে ৩৫.৭৫ শতাংশে উন্নীত করার প্রতিশ্রুতি শতভাগ বাস্তবায়িত হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, বিগত এগার বছরে জানুয়ারি ২০০৯ সাল থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২০ সাল পর্যন্ত সারা দেশে মোট ৬২,১৪৯ কিলোমিটার গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। এতে দেশের মোট উপজেলা সড়কের ৯৩.৮৪% এবং মোট ইউনিয়ন সড়কের ৭৯.৩২% এবং গ্রামসড়ক সমূহের ২০% নির্মাণ করা হয়েছে। গ্রাম সড়কের এই নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের ফলে গ্রামীণ অর্থনীতি দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। গ্রামীণ সড়কের ক্ষেত্রে এখন অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয় হলো, দ্রুত সম্প্রসারণশীল গ্রামীণ অর্থনীতির উপযোগী অবকাঠামো নির্মাণের জন্য নির্মিত ব্যস্ত গ্রামীণ সড়কসমূহ ডাবল লেনে পরিণত করে আপগ্রেডেশন করা এবং নির্মিত অবকাঠামোসমূহের টেকসই রক্ষণাবেক্ষণ এবং সড়ক যোগাযোগবিহীন গ্রামসমূহে দ্রুত যোগাযোগ স্থাপন।

৯১। বিগত এগার বছরে এ সরকার গ্রামীণ জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নে উল্লেখিত সড়ক উন্নয়নের পাশাপাশি ৩,৫০,৩৯৬ মিটার ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ করেছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে উন্নয়নের সুফল দ্রুত পৌঁছে দিতে গত এগার বছরে পাঁচশ মিটারের উর্দ্ধে ২০টি সেতু এবং একশ থেকে পাঁচশ মিটারের মধ্যে ৪৮০টি সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে পাঁচশ মিটারের উর্ধ্বে ৪০টি সেতু এবং একশ থেকে পাঁচশ মিটারের মধ্যে আরো ২২০টি দীর্ঘ সেতু নির্মাণ কাজ সারা দেশে চলমান রয়েছে। সড়ক অবকাঠামো ছাড়াও গ্রামীণ জনগণের কাছে সরকারী সেবা পৌঁছে দেয়ার জন্য বিগত এগার বছরে ১,৬৫১টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ, ২২৫টি উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ/সম্প্রসারণ, ২,২৮৭টি গ্রোথ সেন্টার ও হাট-বাজার উন্নয়ন এবং ৮৮১টি সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ করা হয়েছে।

৯২। আগামী ২০২০-২১ অর্থবছরে পল্লী সেক্টরে জলবায়ু সহনশীল মধ্যআয়ের অর্থনীতি ধারণের উপযোগী কোর রোড নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণসহ

মোট ৫ হাজার ৫৫০ কিলোমিটার নতুন সড়ক নির্মাণ এবং এ সকল সড়কে ৩১ হাজার মিটার ব্রিজ/কালভার্ট সম্প্রসারণ/ নির্মাণ করা হবে। নির্মিত গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো টেকসই করার জন্য ১৩,৫০০ কিলোমিটার পাকা সড়ক এবং ৩,৮০০ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে। এ ছাড়া গ্রামীণ অর্থনীতি সঞ্চালন, দ্রুত বিকাশ, কর্মসংস্থান তৈরি এবং সাপ্লাই চেইনকে প্রভাবিত করে কৃষি-অকৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য ১৯৫টি গ্রোথসেন্টার/হাট বাজার উন্নয়ন করা হবে। স্থানীয় সরকারের কার্যক্রম শক্তিশালী করার জন্য ৬৫টি উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ/সম্প্রসারণ এবং ১০০টি ইউনিয়ন পরিষদ ভবন নির্মাণ করা হবে । উপকূলীয় এলাকায় ১৪০টি সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ করা হবে। সড়ক উন্নয়নের ফলে, দেশের সড়ক নেটওয়ার্ক কভারেজ ৩৫.৭৫% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৬.৭৫% এ উন্নীত হবে। পল্লী অঞ্চলে এসব উন্নয়নের পাশাপাশি ছোট বড় নগরগুলিতে ৮৩০ কিলোমিটার রাস্তা ও ফুটপাত নির্মাণ, ২৫০ কিলেমিটার ড্রেন নির্মাণ, ৩ হাজার মিটার ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ সকল অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আগামী ২০২০-২১ অর্থবছরে ১২ কোটি জনদিবস প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান এবং অবকাঠামো তৈরীর ফলাফল হিসাবে পরোক্ষ কর্মসংস্থান তৈরির বিশাল সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৯৩। আগামী অর্থবছরে স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন খাতে ৩৯ হাজার ৫৭৩ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি যা ২০১৯-২০ অর্থবছরে ছিল ৩৭ হাজার ৮৮৬ কোটি টাকা।

শিল্পায়ন ও বাণিজ্য

মাননীয় স্পীকার

ক্লাস্টারভিত্তিক এসএমই উন্নয়ন

৯৪। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে ক্ষুদ্র ও মাঝারি (এসএমই) শিল্প প্রতিষ্ঠান এর গুরুত্বপূর্ণ অবদান অনস্বীকার্য। শিল্পক্ষেত্রে এসএমই খাতের অবদান বৃদ্ধি এবং

এখাতে সবার জন্য সমান সুযোগ তৈরি ও নারীর ক্রমবর্ধিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের উপর গুরুত্ব দিয়ে জাতীয় এসএমই নীতিমালা ২০১৯ প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমানে দেশে ৭৮ লক্ষ ১৩ হাজার ৩১৫টি এসএমই প্রতিষ্ঠান রয়েছে, জিডিপিতে যাদের অবদান ২৫ শতাংশ। এসএমই খাতের এই অবদান ২০২৪ সালের মধ্যে ৩২ শতাংশে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে সরকার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সেলক্ষ্যে সারাদেশে ১৭৭টি ক্লাস্টার চিহ্নিত করে ক্লাস্টারভিত্তিক এসএমই উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করা হচ্ছে। অন্যদিকে, করোনাভাইরাসের অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবেলায় ক্ষতিগ্রস্ত কুটির শিল্পসহ এসএমই প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ২০ হাজার কোটি টাকার দুইটি আলাদা স্বল্প সুদের ওয়ার্কিং ক্যাপিটেল ঋণ সুবিধা চালু করেছি।

মাননীয় স্পীকার

রপ্তানি বহুমুখীকরণ ও রপ্তানি পণ্যের মান উন্নয়ন

৯৫। রপ্তানি বাণিজ্যে গতিশীলতা আনয়ন ও প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব বাণিজ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সুদৃঢ়করণের লক্ষ্যে সরকার রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণ ও রপ্তানি পণ্যের মান উন্নয়নে সচেষ্ট রয়েছে। এ উদ্দেশ্যে সরকার কতিপয় রপ্তানি সম্ভাবনাময় পণ্যকে চিহ্নিত করেছে, যার মধ্যে রয়েছে জাহাজ, ঔষধ, ফার্নিচার, বহুমুখী পাট পণ্য, ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড হোম এ্যাপ্লায়েন্স, এগ্রোপ্রসেস সামগ্রী, কাগজ, প্রিন্টেড ও প্যাকেজিং সামগ্রী, আইসিটি, রাবার, পাদুকা, কাট ও পলিশড ডায়মন্ড ইত্যাদি। রপ্তানি পণ্যের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্লাস্টিক ও লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং খাতে কমপ্লায়েন্স হ্যান্ডবুক প্রণীত হয়েছে। রপ্তানি পদ্ধতি সহজিকরণের লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরে Registered Exporter System (REX) চালু করা হয়েছে, যার ফলে ইউরোপীয় ইউনিয়নে রপ্তানির ক্ষেত্রে রপ্তানিকারকগণ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর পরিবর্তে নিজেরাই পণ্যের উৎস বিষয়ে statement of origin জারি করতে পারছেন। উল্লেখ্য, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) মতে সেবাখাতে বিশ্ববাণিজ্য ক্রমাগত বৃদ্ধি হচ্ছে এবং ২০৪০

সাল নাগাদ সেবাখাতে বিশ্ববাণিজ্যের শেয়ার ৫০ শতাংশে পৌঁছতে পারে। সে কারণে আমরা পণ্যের পাশাপাশি সেবা রপ্তানি বৃদ্ধির উপরও জোর দিচ্ছি।

৯৬। রপ্তানি সম্ভাবনা রয়েছে এমন পণ্যকে সরকার নগদ সহায়তা/ প্রণোদনা প্রদান করছে যাতে এ সকল পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে। চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ৩৭ ধরনের পণ্য রপ্তানির বিপরীতে এরুপ প্রণোদনা প্রদান করা হচ্ছে এবং এখাতে ৬ হাজার ৮২৫ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ রয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রদত্ত রপ্তানি প্রণোদনার পরিমাণ ছিল ৪ হাজার কোটি টাকা।

স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তোরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা

৯৭। WTO-তে চলমান বিভিন্ন আলোচনায় স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তোরণের পরও স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে প্রযোজ্য সুবিধাসমূহ একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অব্যাহত রাখার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছি। এছাড়া, স্বল্পোন্নোত দেশ থেকে উত্তরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন দেশের সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক উন্নয়ন ও রপ্তানি বৃদ্ধির অভিপ্রায়ে দ্বি-পাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) ও অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (PTA) স্বাক্ষরের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ যাবৎ ১১টি দেশের সাথে FTA স্বাক্ষরের সম্ভাব্যতা যাচাই সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া, নেপাল, ইন্দোনেশিয়া ও ভুটানের সাথে PTA স্বাক্ষরের বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। শীঘ্রই চুক্তি স্বাক্ষর করা সম্ভব হবে মর্মে আশা করা যায়।

চামড়া ও পাদুকা শিল্প

৯৮। আপনি জানেন, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য শিল্পে প্রত্যক্ষভাবে ৬ লক্ষ ও পরোক্ষভাবে আরো ৩ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান জড়িত এবং এ খাতটি দেশের রপ্তানি আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস। এ খাতের উৎপাদন সক্ষমতা অর্জনের পাশাপাশি রপ্তানি সম্প্রসারণের জন্য ‘চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য

উন্নয়ন নীতিমালা ২০১৯' প্রণয়ন করা হয়েছে। পাশাপাশি, 'চামড়া খাতে রপ্তানি রুপরেখা' প্রণয়নে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, চামড়া, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকাখাতে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক বাজারে বাংলাদেশকে ক্রমান্বয়ে আরো বৃহত্তর পরিসরে অঙ্গীভূত (Value chain integration) করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সাভার চামড়া শিল্পনগরীর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে Dhaka Tannery Industrial Estate নামে একটি কোম্পানি গঠন করা হয়েছে।

পাট শিল্পে সুদিন

৯৯। দেশের শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান ও রপ্তানিতে পাট খাতের সম্ভাবনাকে পূর্ণ কাজে লাগানোর লক্ষ্যে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। পাটজাত পণ্যের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ বাজারে খাদ্যশস্যসহ ১৯টি পণ্যে পাটজাত মোড়কের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ফলে দেশে প্রতিবছর ১৬০ কোটি পাটের বস্তার বাজার সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া, পরিবেশের উপর প্লাষ্টিক পণ্যের ক্ষতিকর প্রভাব বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির কারণে বিকল্প হিসেবে বিশ্বব্যাপী পাটপণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় এখাতে বাংলাদেশের রপ্তানি ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। চলতি অর্থবছরের মার্চ পর্যন্ত পাট ও পাটজাত পণ্যের রপ্তানি বিগত অর্থবছরের তুলনায় ২৩.৪৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ প্রবণতা অব্যাহত থাকলে আগামীতে পাটের সুদিন ফিরে আসবে বলে আমরা আশাবাদী।

তৈরী পোশাক শিল্পে করোনার প্রভাব

মাননীয় স্পীকার

১০০। দেশের প্রধান রপ্তানি খাত হিসেবে তৈরি পোশাক শিল্পের জন্য সরকার নগদ প্রণোদনাসহ সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা অব্যাহত রেখেছে। এছাড়া, ২০১৯-২০ অর্থবছর হতে তৈরি পোশাক রপ্তানির সকল ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ১ শতাংশ হারে রপ্তানি প্রণোদনা প্রদান করা হচ্ছে। তবে ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য

উত্তেজনা এবং বিশ্ব অর্থনীতির মন্দা জনিত কারণে ২০২০ সালে বিশ্ব পণ্যবাণিজ্য হ্রাসের পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে। ফলে বাংলাদেশেও তৈরী পোশাকসহ সার্বিক রপ্তানি ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। উন্নত বিশ্বে চাহিদা হ্রাসজনিত কারণে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের তুলনায় সাম্প্রতিক সময়ে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে ঋণাত্নক ধারা পরিলক্ষিত হচ্ছে। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে বিশ্বব্যাপী লকডাউনের কারণে সামনের দিনগুলোতে এ রপ্তানি আরো কমবে। তবে আশা করা যায়, করোনার প্রভাব মোকাবেলায় সরকার প্রদত্ত আর্থিক প্রণোদনার সুবিধা নিয়ে বস্ত্র ও তৈরি পোশাক শিল্প ঘুরে দাঁড়াবে এবং আগামী ২০২০-২১ অর্থবছরে রপ্তানি প্রবৃদ্ধির কাঙ্খিত ধারায় ফিরতে পারবে। বিদ্যমান অন্যান্য প্রণোদনার সাথে আমি ১ শতাংশ হারে এই অতিরিক্ত রপ্তানি প্রণোদনাও অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করছি।

পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন

১০১। পর্যটন শিল্পকে অর্থনৈতিক খাত হিসেবে উন্নত ও সমৃদ্ধ করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। যেমন, দেশের পর্যটন সম্ভাবনাময় স্থানসমূহে কেবলমাত্র বিদেশী পর্যটকদের জন্য স্বতন্ত্র পর্যটন এলাকা স্থাপন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অক্ষুন্ন রেখে ইকো-ট্যুরিজম পার্ক, দ্বীপভিত্তিক পর্যটন পার্ক ও হোটেল নির্মান এবং আগত পর্যটকদের বিনোদনসহ যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন আন্তর্জাতিকমানের পর্যটনকেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের বিদ্যমান স্থাপনাসমূহের আধুনিকায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নতুন নতুন স্থানে আধুনিক পর্যটন সুবিধা সম্প্রসারণের জন্য প্রকল্প হাতে নেয়া হচ্ছে। কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবে দেশের পর্যটন শিল্প যে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে, তা থেকে দ্রুত পুনরুদ্ধারে সরকার সক্রিয় প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে।

বিপুল সম্ভাবনাময় সুনীল অর্থনীতি

১০২। বাংলাদেশের রয়েছে বিপুল সম্ভাবনাময় সুনীল অর্থনীতি। বঙ্গোপসাগরের ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে থাকা বিশাল এই সমুদ্র সম্পদের সামান্যতম অংশ উত্তোলন এবং আহরণ করা সম্ভবপর হলে আমাদের অর্থনীতিতে উহার অবদান হবে ব্যাপক। সেজন্যে ‘রূপকল্প ২০৪১’-তে বঙ্গোপসাগরের সম্পদ অনুসন্ধান, আহরণ এবং তার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের উপর জোর দেয়া হয়েছে। গভীর সমুদ্রে মৎস্য ও অন্যান্য সম্পদের তথ্য সংগ্রহে আধুনিক জরীপ পরিচালনা করা হচ্ছে, যা সম্পন্ন হলে দেশের সমুদ্র সম্পদ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে। সুনীল অর্থনীতির সম্ভাবনা কাজে লাগানোর জন্য অনুরুপ ক্ষেত্রে সফলতা পাওয়া দেশসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি ও সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর সরকারের সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আমাদের গৃহীত পদক্ষেপের কারণে অচিরেই খুলে যাবে সুনীল অর্থনীতির সম্ভাবনার সকল দুয়ার।

ভৌত অবকাঠামো

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

মাননীয় স্পীকার

১০৩। বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ খাতের সমন্বিত উন্নয়নের মাধ্যমে মুজিব শতবর্ষে সবার জন্য মানসম্মত নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার প্রত্যয়ে এবং “শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ” অঙ্গীকারকে সামনে রেখে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। ২০৪১ সালের মধ্যে ৬০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের মহাপরিকল্পনার অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে বিদ্যুতের উৎপাদন ক্ষমতা ২৪ হাজার মেগাওয়াটে (ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎসহ) উন্নীত করেছি, দেশের ৯৬ শতাংশ জনগোষ্ঠীকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনতে সক্ষম হয়েছি এবং মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ৫১০ কিলোওয়াট-আওয়ারে উন্নীত করেছি। বর্তমানে ১৬ হাজার ৮৭৫ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৪৮টি

বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণাধীন, ২ হাজার ৭৮৫ মেগাওয়াট ক্ষমতার ১২টি বিদ্যুৎকেন্দ্রের চুক্তি স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন (LOI এবং NOA প্রদান করা হয়েছে)। তাছাড়া, ৬৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৬টি বিদ্যুৎকেন্দ্রের দরপত্র প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে আরো ১৯ হাজার ১০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার ১৬টি বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি।

১০৪। পায়রা, মহেশখালী ও মাতারবাড়ি এলাকাকে পাওয়ার হাব হিসেবে চিহ্নিত করে সরকার বিদ্যুৎ খাতে বেশকিছু মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এগুলোর মধ্যে কয়লাভিত্তিক রামপাল ১ হাজার ৩২০ মেগাওয়াট মৈত্রী সুপার থার্মাল প্রজেক্ট, মাতারবাড়ি ১ হাজার ২০০ মেগাওয়াট আল্ট্রাসুপার ক্রিটিক্যাল কোল প্রজেক্ট এবং পায়রা ১ হাজার ৩২০ মেগাওয়াট থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রকল্প স্থাপনের কার্যক্রম পুরোদমে এগিয়ে চলছে। যৌথ বিনিয়োগে মহেশখালীতে ১০ হাজার মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিদ্যুতের জ্বালানি হিসেবে গ্যাসের সংকট মোকাবেলায় তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) ভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। রাশিয়ার সহায়তায় রূপপুরে ২ হাজার ৪০০ মেগাওয়াট পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ দ্রুতগতিতে চলমান রয়েছে।

১০৫। আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা কার্যক্রমের আওতায় জ্বালানী সংযোগ (energy connectivity) এর অংশ হিসেবে বর্তমানে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত হতে ১ হাজার ১৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা হচ্ছে। নেপালের সাথে দ্বিপক্ষীয় বিদ্যুৎ বাণিজ্যের জন্য সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং একটি আইপিপি হতে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির জন্য নেগোসিয়েশন চূড়ান্ত করা হয়েছে। ভুটান হতে জলবিদ্যুৎ আমদানির বিষয়ে ত্রিদেশীয় সমঝোতা স্বাক্ষর চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। মায়ানমার ও ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে জলবিদ্যুৎ আমদানির লক্ষ্যে আলোচনা অব্যাহত আছে।

১০৬। নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন মোট উৎপাদনের ১০

শতাংশে উন্নীত করার প্রয়াসে আমরা সৌরবিদ্যুৎ ভিত্তিক বিদ্যুতের উপর গুরুত্বারোপ করছি। এর ধারাবাহিকতায় এ পর্যন্ত নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে ৬২৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে এবং ১ হাজার ২২১ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণাধীন/পরিকল্পনাধীন রয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ব্যবহারকে টেকসই করার লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাদে সৌর বিদ্যুতের প্যানেল স্থাপনের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। এছাড়া, ৫৮ লক্ষ সোলার হোম সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে অফ-গ্রিড এলাকার মানুষের জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

১০৭। বিদ্যুৎ খাতে আমাদের সরকারের ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণের ফলে বর্তমানে দেশে মোট সঞ্চালন লাইনের পরিমাণ ১১ হাজার ১১৯ সার্কিট কিলোমিটার এবং বিতরণ লাইন পরিমাণ ৫ লক্ষ ৬০ হাজার কিলোমিটারে উন্নীত হয়েছে। তাছাড়া ডিসেম্বর ২০২০ এর মধ্যে দেশের সকল উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করছি। ইতোমধ্যে ২৫৭টি উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছে এবং আরো ১৫৩টি উপজেলা শতভাগ বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম উদ্বোধনের অপেক্ষায় আছে।

মাননীয় স্পীকার

১০৮। দেশে গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থলভাগ এবং সমুদ্র এলাকায় স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী অনুসন্ধানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে বর্তমানে দেশে গ্যাস উৎপাদন প্রায় ২ হাজার ৫২২ মিলিয়ন ঘনফুটে উন্নীত হয়েছে। ক্রমবর্ধমান গ্যাসের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে ২০২১ সালের মধ্যে বাপেক্স কর্তৃক ১০৮টি কূপ খনন করার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে ২৯টি কূপের খনন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। নতুন সমুদ্রসীমা অর্জনের ফলে বাংলাদেশের অনশোর ও অফশোর এলাকায় নতুন বিডিং রাউন্ড আহ্বান করার লক্ষ্যে অনশোর মডেল পিএসসি ২০১৯ এবং অফশোর মডেল পিএসসি ২০১৯ প্রণয়ন

করা হয়েছে। প্রি-পেইড গ্যাস মিটার স্থাপনের মাধ্যমে গ্যাসের অপচয় রোধ, জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধি ও তদারকি ব্যয় হ্রাসের লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরী এবং চট্টগ্রাম এলাকায় ২ লক্ষ ৬০ হাজারটি প্রি-পেইড গ্যাস মিটার স্থাপন করা হয়েছে।

১০৯। দেশীয় প্রাকৃতিক গ্যাস দিয়ে ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা মেটানো সম্ভব নয় বলে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানির লক্ষ্যে মহেশখালীতে দৈনিক প্রায় ১ হাজার মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতা সম্পন্ন দুটি ভাসমান সংরক্ষণাগার ও পুনঃগ্যাসায়ন ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে যার মাধ্যমে দৈনিক গড়ে ৫৬০ মিলিয়ন ঘনফুট এলএনজি জাতীয় গ্যাস গ্রিডে যুক্ত হচ্ছে। এছাড়া, মাতারবাড়িতে দৈনিক ১ হাজার মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ল্যান্ড-বেইজড এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণের লক্ষ্যে Feasibility Study ও Terminal Developer Selection কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১১০। আগামী ২০২০-২১ অর্থবছরে বিদ্যুৎ বিভাগ এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের জন্য ২৬ হাজার ৭৫৮ কোটি কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি, যা বর্তমান ২০১৯-২০ অর্থবছরে ছিল ২৮ হাজার ৫১ কোটি টাকা।

যোগাযোগ অবকাঠামো

মাননীয় স্পীকার

১১১। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশের মর্যাদায় উন্নীত করার লক্ষ্যে আধুনিক, নিরাপদ এবং পরিবেশ-বান্ধব পরিবহন ও যোগাযোগ অবকাঠামো নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সে লক্ষ্যে সরকার দেশের সড়কপথ, সেতু, রেলপথ, নৌ-পথ এবং আকাশপথের সমন্বয়ে সামগ্রীক যোগাযোগ অবকাঠামো খাতে বিপুল বিনিয়োগ এর মাধ্যমে একটি সমন্বিত যোগাযোগ নেটওয়ার্ক তৈরির উপর গুরুত্বারোপ করছে।

আধুনিক সড়ক-মহাসড়ক নেটওয়ার্ক নির্মাণ

১১২। সড়ক পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও মানসম্মত সড়ক যোগাযোগ অবকাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশের গুরুত্বপূর্ণ ১ হাজার ১৪০ কিলোমিটার আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং জেলা মহাসড়ক যথাযথ মানে উন্নীতকরণের জন্য গুচ্ছ-প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। এছাড়া, দেশব্যাপী জাতীয় মহাসড়ক ৪ বা তদুর্ধ্ব লেনে উন্নীতকরণ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এলেঙ্গা-হাটিকুমরুল-রংপুর মহাসড়ক উভয় পাশে সার্ভিসলেনসহ ৪ লেনে উন্নীতকরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিবহন নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে গৃহীত সাসেক রোড কানেক্টিভিটি প্রজেক্ট এর বাস্তব অগ্রগতি ৭৫.৪৮ শতাংশ। ঢাকার যাত্রাবাড়ী ইন্টারসেকশন থেকে মাওয়া পর্যন্ত এবং পাঁচ্চর-ভাঙ্গা অংশ ধীরগতির যানবাহনের জন্য উভয় পার্শ্বে পৃথক লেনসহ ৪ লেনে উন্নীত করে যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে, যা বাংলাদেশের প্রথম এক্সপ্রেসওয়ে। আগামী ২০২০-২১ অর্থবছরে ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক উভয় পাশে সার্ভিস লেনসহ ৪ লেনে উন্নীতকরণ, রংপুর-বুড়িমারী জাতীয় মহাসড়ক ৪ লেনে উন্নীতকরণ, মংলা চ্যানেলের উপর সেতু নির্মাণ, ময়মনসিংহে ব্রম্মপুত্র নদীর উপর কেওয়াটখালী সেতু নির্মাণ এবং সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক ৪ লেনে উন্নীতকরণ কার্যক্রম শুরু করা হবে।

১১৩। ঢাকা মহানগরীসহ ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য পরিকল্পিত ও সমন্বিত আধুনিক গণপরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে Revised Strategic Transport Plan (2015-35) বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে। এর আওতায় উত্তরা হতে মতিঝিল পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রথম মেট্রোরেল নেটওয়ার্ক (MRT Line - ৬) এবং হযরত শাহজালাল বিমান বন্দর হতে গাজীপুর পর্যন্ত বাস র‌্যাপিড ট্রানজিট বা বিআরটি-৩ নির্মাণের কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলছে। আরো দুটো মেট্রোরেল নেটওয়ার্ক (MRT Line – ১ ও ৫) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মূল নির্মাণকাজ আগামী অর্থবছরে শুরু হবে। এছাড়া, সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ২ হাজার ৫৫০ কিলোমিটার মহাসড়ক মার্কিংকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং ১ হাজার ৯৫০ কিলোমিটার মহাসড়কের আন্তঃবাঁকে

দৃষ্টি প্রতিবন্ধক স্থাপনা/বৃক্ষ অপসারণ পরিকল্পনাধীন রয়েছে। সড়ক নিরাপত্তায় জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার ২২ অক্টোবর তারিখকে 'জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেছে।

নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপনে সেতু-টানেল নির্মাণ

১১৪। দেশে একটি সমন্বিত ও নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপনে পদ্মা বহুমুখী সেতু, কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব টানেল এবং হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালি পর্যন্ত ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণসহ অনেক বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। নিজস্ব অর্থায়নে নির্মাণাধীন পদ্মা সেতুর নির্মাণ কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। ইতোমধ্যে মাওয়া ও জাজিরা সংযোগ সড়ক ও সার্ভিস এরিয়া-২ এর নির্মাণ কাজ শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে। মে ২০২০ পর্যন্ত পদ্মা সেতু প্রকল্পের সার্বিক ভৌত অগ্রগতি ৭৯.০ শতাংশ; দৃশ্যমান হয়েছে প্রায় ৪.৫ কিলোমিটার। কর্ণফুলী নদীর তলদেশে ৩.৩২ কি.মি. দীর্ঘ টানেল নির্মাণকাজের ৫১.০ শতাংশ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া, ২৪ কি.মি. দীর্ঘ ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণকাজ খুব শীঘ্র শুরু হবে মর্মে আশা করা যায়। গাইবান্ধা এবং জামালপুর জেলার সংযোগকারী যমুনা নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। দেশের দক্ষিণাঞ্চলে পটুয়াখালী-আমতলী-বরগুনা সড়কে পায়রা নদীর উপর, ভুলতা-আড়াইহাজার-নবীনগর সড়কে মেঘনা নদীর উপর, বরিশাল-ভোলার সংযোগ স্থাপনে তেতুলিয়া ও কালাবদর নদীর উপর এবং বরগুনা-পাথরঘাটা সড়কে বীষখালি নদীর উপর ৫টি বৃহৎ সেতু নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে এবং নির্মাণকাজ বাস্তবায়নে অর্থায়ন প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হচ্ছে।

মাননীয় স্পীকার

রেলপথ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ

১১৫। স্বল্প খরচে ও নিরাপদে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে রেলওয়ের জনবান্ধব ভূমিকা বিবেচনায় নিয়ে সরকার এ খাতের সার্বিক উন্নয়নে বহুমূখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ২০১৬-২০৪৫ মেয়াদে ৫ লক্ষ ৫৩ হাজার ৬৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে সরকার কর্তৃক গৃহীত ৩০ বছরব্যাপী 'রেলওয়ে মহাপরিকল্পনা' বাস্তবায়নে কাজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। রেলপথ সম্প্রসারণ, নতুন রেলপথ নির্মাণ ও সংস্কার, রেলপথকে ডুয়েলগেজে রূপান্তরকরণ, নতুন ও বন্ধ রেল স্টেশন চালু করা, নতুন ট্রেন চালু ও ট্রেনের সার্ভিস বৃদ্ধি করা, ট্রেনের কোচ সংগ্রহ ইত্যাদি কাজ অব্যাহত রয়েছে। চলতি অর্থবছরে ২৫ কি.মি. নতুন রেললাইন নির্মাণ, ২৫ কি.মি. পুরাতন লাইন পুনঃনির্মাণ, ৩০টি নতুন রেল সেতু নির্মাণ, ১৪টি রেল সেতু পুনঃনির্মাণ, ১৩৬টি যাত্রীবাহী ক্যারেজ সংগ্রহ, ৬টি নতুন ট্রেন চালুকরণ (বেনাপোল এক্সপ্রেস, কুড়িগ্রাম এক্সপ্রেস, জামালপুর এক্সপ্রেস) এবং ৪টি বিদ্যমান ট্রেন সার্ভিস বর্ধিতকরণ (রাজবাড়ি এক্সপ্রেস ও ঢালারচর এক্সপ্রেস) সম্পন্ন হয়েছে। ঢাকা হতে পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। আগামী অর্থবছরে ৯ শত কি.মি. ডুয়েলগেজ ডাবল রেল ট্র্যাক নির্মাণ, ১ হাজার ৫৮১ কি.মি. নতুন রেল ট্র্যাক নির্মাণ, ১ হাজার ৫২৭ কি.মি. রেল ট্র্যাক পুনর্বাসন, ৩১টি লোকোমোটিভ সংগ্রহ, ১০০টি যাত্রীবাহী কোচ পুনর্বাসন এবং ২২২টি স্টেশনের সিগন্যালিং ব্যবস্থার মানোন্নয়ন করা হবে। এছাড়া, কুমিল্লা/লাকসাম হয়ে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত ডাবল ট্র্যাক দ্রুতগতির রেল লাইন নির্মাণ, ভাঙ্গা জংশন (ফরিদপুর) হতে বরিশাল হয়ে পায়রা বন্দর পর্যন্ত রেললাইন নির্মাণ, নাভারণ থেকে সাতক্ষীরা পর্যন্ত এবং সাতক্ষীরা থেকে মুন্সিগঞ্জ পর্যন্ত ব্রডগেজ রেললাইন নির্মাণ এবং ঢাকা শহরের চারিদিকে বৃত্তাকার রেল লাইন নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

নৌ-পথ উন্নয়ন ও সমুদ্র-নদী-স্থল বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধি

১১৬। উন্নততর প্রযুক্তি ও যান্ত্রিক উপকরণ ব্যবহার করে আমাদের সমুদ্র, নদী ও স্থলবন্দরসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ

বাণিজ্য সহজতর তথা প্রতিযোগিতামূলক করার জন্য সরকার ব্যাপক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের ৫৩টি রুটে ক্যাপিটাল ড্রেজিং ও অন্যান্য নাব্যতা উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের সমুদ্রবন্দরসমূহের পণ্য হ্যান্ডলিং সক্ষমতা বৃদ্ধি ও মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে নতুন কন্টেইনার টার্মিনাল, ওভারফ্লো কন্টেইনার ইয়ার্ড, বে-টার্মিনাল, বাল্ক টার্মিনাল নির্মাণ ও জলযান সংগ্রহের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, বন্দর সংযোগকারী নদী চ্যানেলসমূহ ড্রেজিং এবং রাস্তাসমূহ ৬ লেন ও ৪ লেনে উন্নীতকরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। নদী-বন্দরসমূহের পণ্য হ্যান্ডলিং সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার নৌ-বন্দর স্থাপন, নদীর তীরভূমিতে পিলার স্থাপন, তীররক্ষা, ওয়াকওয়ে ও জেটিসহ আনুষংগিক অবকাঠামো নির্মাণ এবং নদীর তলদেশ হতে বর্জ্য অপসারণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বেনাপোল স্থলবন্দরে আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল, মালামাল সংরক্ষণে আধুনিক ওয়্যারহাউজ, ইয়ার্ড, ট্রান্সশিপমেন্ট শেড, ওয়েব্রীজ স্কেলসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। আমরা বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন ও বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশনের আধুনিকায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য পদক্ষেপ নিয়েছি।

আকাশপথের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ

১১৭। নিরাপদ, দক্ষ ও নির্ভরযোগ্য দ্রুতগতির যাত্রী ও পণ্য পরিবহন সুবিধাদি নিশ্চিতকরণে বিশ্বমানের বেসামরিক বিমান পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সরকার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। দেশের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসমূহের যাত্রী ও কার্গো হ্যান্ডলিং সক্ষমতার মান ও পরিধি বৃদ্ধির অংশ হিসেবে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তৃতীয় টার্মিনাল নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে এবং কক্সবাজার ও সৈয়দপুর বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উন্নীতকরণের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। বাগেরহাট জেলায় খানজাহান আলী বিমানবন্দর নির্মাণসহ যশোর, সৈয়দপুর ও বরিশাল বিমানবন্দর এবং রাজশাহীর শাহ মখদুম বিমানবন্দরের সম্প্রসারণ ও

নবরূপায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, দেশে একটি আন্তর্জাতিক মানের সিভিল এভিয়েশন ইনস্টিটিউট নির্মানসহ রাষ্ট্রীয় পতাকাবাহী বাংলাদেশ বিমানের বিমান বহর সম্প্রসারণ, লাভজনক বিভিন্ন গন্তব্যে সাপ্তাহিক ফ্রিকোয়েন্সী বৃদ্ধি এবং উচ্চ চাহিদা সম্পন্ন গন্তব্য যেমন গুয়াংজু, চেন্নাই, কলম্বো, টোকিও, টরন্টো, বাহরাইন, শারজাহ, নিউইয়র্ক এবং ছালালাহতে সার্ভিস সম্প্রসারণ অথবা পুণঃপ্রবর্তনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

১১৮। পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতে আমি আগামী ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ৬৪ হাজার ৫৮০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি যা বর্তমান ২০১৯-২০ অর্থবছরে ছিল ৬৪ হাজার ৮২১ কোটি টাকা।

ডিজিটাল বাংলাদেশ

মাননীয় স্পীকার

১১৯। একবিংশ শতাব্দীর তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর বৈশ্বিক উন্নয়নের ধারায় বাংলাদেশকে যুক্ত করতে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ঘোষিত রূপকল্প:২০২১ বাস্তবায়নে বিগত এক দশকে দারিদ্র্য বিমোচনসহ কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এক অনুকরণীয় সাফল্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এ সাফল্যের ধারাবাহিকতা জুন ২০১৯ পর্যন্ত ইন্টারনেট নিশ্চিতে সারাদেশে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত ১৮ হাজার ৯৭৫ কি.মি.অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল স্থাপন, ২ হাজার ৪টি ইউনিয়নে WiFi Router স্থাপন এবং ১ হাজার ৪৮৩টি ইউনিয়ন নেটওয়ার্ক মনিটরিং সিস্টেমে সংযুক্ত করা হয়েছে। ডিজিটাল অসমতা হ্রাসে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তির সুবিধা পৌঁছে দেয়ার লক্ষে ইউনিয়ন, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন এবং শিল্পাঞ্চলে ৫ হাজার ৮৭৫টি ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে এবং ১৫০টি বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সেবা এসব সেন্টারের মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে।

১২০। প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে সারাদেশে ৪ হাজার ১৮৪টি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপনসহ বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে আইটি ও আইটিএস বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ই-গভর্নমেন্ট বাস্তবায়নে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার মধ্যে তথ্য-উপাত্ত ইলেকট্রনিক উপায়ে আদান প্রদানের নিমিত্ত বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি এবং রোডম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। আইসিটি শিল্পের বিকাশে দেশের বিভিন্ন স্থানে ২৮টি হাই-টেক পার্ক/সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক/ আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ যার মধ্যে ০৩টি পার্কের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং বাকিগুলোর নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। এছাড়াও সারাবিশ্বে সাইবার ঝুঁকি ক্রমবৃদ্ধির প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিত ও সুরক্ষিত করার লক্ষে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ প্রণয়ন এবং উক্ত আইনের নির্দেশনানুযায়ী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতায় নতুন সংস্থা হিসেবে ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি গঠন করা হয়েছে। সর্বোপরি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে যেখানে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সরকারি, বেসরকারি এবং অ্যাকাডেমিয়া- এ তিন ক্ষেত্রের মিথস্ক্রিয়ায় বিশদ সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা বিধৃত করা হয়েছে।

তথ্য প্রযুক্তির অবকাঠামো উন্নয়ন: ই-গভর্নেন্স

১২১। আইটি শিল্পের উন্নয়ন:বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ দেশের বিভিন্ন স্থানে ২৮টি হাই-টেক পার্ক/সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপন করছে। এছাড়াও দেশের ১২টি জেলায় হাই-টেক/আইটি পার্ক স্থাপন এবং ০৮টি স্থানে শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া, বঙ্গাবন্ধু হাই-টেক সিটি, কালিয়াকৈর; বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, সিলেট; বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, রাজশাহী; বিজনেস ইনকিউবেশন সেন্টার, চুয়েট; আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার, কুয়েট’ নির্মাণ এবং চট্টগ্রামে সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপনের কাজ চলমান

রয়েছে।

১২২। মানব সম্পদ উন্নয়ন: বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইটি ইন্ডাস্ট্রির জনবলের চাহিদার দিক বিবেচনা করে আগামী ২০২৩ সালের মধ্যে ৪০ হাজার তরুণ-তরুণীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির আওতায় ১৮ হাজার-এর অধিক জনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্মাণাধীন পার্কসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে আগামী ২০২৩ সালের মধ্যে ৫০ হাজার তরুণ-তরুণীর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। ইতোমধ্যে চালু হওয়া হাই-টেক পার্ক ও সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কসমূহে ১৪ হাজার জনের কর্মসংস্থান হয়েছে।

১২৩। সাউথ-সাউথ এন্ড ট্রায়েঙ্গুলার কো-অপারেশন: দক্ষিণের দেশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় সহজতর করার লক্ষ্যে ২০১৭ সালের নভেম্বরে তুরস্কের আন্তালিয়ায় সাউথ সাউথ নেটওয়ার্ক ফর পাবলিক সার্ভিস ইনোভেশন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সাউথ-সাউথ এন্ড ট্রায়েংগুলার কো-অপারেশন নেটওয়ার্ক গঠনের আওতায় পাঁচটি বেস্ট প্র্যাকটিস চিহ্নিত করা হয়েছে। বেস্ট প্র্যাকটিসগুলো হচ্ছে ডিজিটাল সেন্টার, সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ড, এ্যাম্পেথি ট্রেনিং, টিসিভি এবং এসডিজি ট্র্যাকার। Center for Excellence গড়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে যেখানে Robotic, Block chain, Internet of Things (IOT), Big Data, Data Analytics, Maching Learning, Deep Learning, 3-D Printing সহ চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের জন্যে লাগসই প্রযুক্তি সমূহের বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

১২৪। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইটি ইন্ডাস্ট্রি ও একাডেমিয়ার মধ্যে সেতু-বন্ধন তৈরির জন্য এবং এ খাতের গবেষণার সুযোগ তৈরির জন্য দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ২৩টি বিশেষায়িত ল্যাব স্থাপন করেছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আরো ১৫টি ল্যাব স্থাপনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

- সরকারি পর্যায়ে আইটি এবং উদ্ভাবনী সেক্টরে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের সংখ্যা ২৪ হাজার জন।
- আইটি সেক্টরে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের মধ্যে প্রাপ্ত কর্মসংস্থানের সংখ্যা ২৬ হাজার জন।
- প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের মধ্যে উদ্যোক্তার সংখ্যা ১০ হাজার জন।
- শিক্ষকদের জন্য ICT in Education Literacy, Troubleshooting and Maintenance বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হবে ৩৬ হাজার ২০ জনকে।

১২৫। ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি অর্জনের জন্য সঠিক নীতি নির্ধারণ এবং সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন নিশ্চিত করতে এবং তথ্যনির্ভর নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপযোগী হালনাগাদ তথ্যভিত্তিক অনলাইন ডাটাবেইস নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তৈরি করা হয়েছে এসডিজি ট্র্যাকার। সরকারী মহলে প্রশংসিত এই ট্র্যাকার এসডিজি অর্জনে বাংলাদেশ সরকারকে সার্বিকভাবে সহায়তা করছে। এসডিজি ট্র্যাকারকে আরো বেশি জনবান্ধব করা এবং ট্র্যাকারে ইন্ডিকেটর অনুযায়ী ডাটা হালনাগাদ রাখার লক্ষ্যে এসডিজি বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়, বিবিএস ও সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি)সহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে কর্মশালা গৃহীত হয়েছে। এসডিজি ট্র্যাকারে বর্তমানে ৬১টি ইন্ডিকেটরের উপাত্ত সন্নিবেশিত রয়েছে। ১৭টি গোলের জন্য ২৩২টি সূচক সেট করা হয়েছে। তাছাড়া, মেন্যুফেস্ট কর্নার যোগ করা হয়েছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ ব্যবস্থাপনা

মাননীয় স্পীকার

১২৬। আপনি নিশ্চই অবগত আছেন যে, বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারনে আমরা প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকিতে

পৃথিবীর প্রথম সারির দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। বিগত কয়েক বছরে আমরা প্রথাগত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা থেকে বেরিয়ে এসে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি সহনশীলতা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করে আসছিলাম। তবে, সাম্প্রতিক কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের প্রেক্ষিতে দুর্যোগকালীন সময়ে মানবিক সহায়তা কার্যক্রম সম্প্রসারিত করতে আমরা দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছি।

১২৭। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে গিয়ে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সংকুচিত হয়ে আসায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অনেকেই কর্মহীন হয়ে পড়ে। এর প্রেক্ষিতে আমরা সারাদেশে বিনামূল্যে খাদ্য সহায়তা কার্যক্রম শুরু করেছি। পাশাপাশি, দেশব্যাপী ওএমএস-এর মাধ্যমে অতিরিক্ত চাল বিক্রয় শুরু করেছি এবং এপ্রিল মাসের শুরুতেই ওএমএস চালের বিক্রয়মূল্য কেজিপ্রতি ৩০ টাকা হতে কমিয়ে ১০ টাকায় নির্ধারণ করেছি। একইসাথে আমরা চাল ছাড়াও অন্যান্য খাদ্যপণ্য, বিশেষ করে শিশুখাদ্য ক্রয় করে দরিদ্রদের মাঝে তা বিনামূল্যে বিতরণ করে আসছি। করোনা প্রাদুর্ভাবের শুরুতে সরকারি খাদ্যগুদামগুলোতে পর্যাপ্ত চাল-গম মজুদ থাকায় দুর্যোগকালীন সময়ে দেশের মানুষ অনাহারে থাকেনি, যা আমাদের একটি বড় সাফল্য। এ সাফল্যকে ধরে রাখতে আগামী ২০২০-২১ অর্থবছরে আমরা স্বাভাবিকের তুলনায় আরো দুই লক্ষ মেট্রিক টন ধান ও চাল অতিরিক্ত ক্রয় করবো।

১২৮। তৃণমূল পর্যায়ে কার্যকর ও দ্রুততার সাথে সকলের সমন্বয়ে পূর্ব সতর্কীকরণ ও দুর্যোগ সম্পর্কিত তথ্য সকলকে অবহিত করার জন্য আমরা জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্র (এনডিআরসিসি) স্থাপন করেছি। আপদকালীন সময়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় স্বেচ্ছাসেবকদের সম্পৃক্ততা বাংলাদেশের একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য। ইতোমধ্যে ৫৬,০০০ স্বেচ্ছাসেবককে প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় উদ্ধার সরঞ্জাম প্রদান করা হয়েছে এবং তাঁদের ডাটাবেইজ তৈরি করা হয়েছে। নগর এলাকায় ঝুঁকিতে সাড়াদানের জন্য প্রায় ৩৫,০০০ জন নগর স্বেচ্ছাসেবককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সচেতনতামূলক কর্মসূচির আওতায় ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড় ও অগ্নিকান্ড সংক্রান্ত

প্রস্তুতিমূলক মহড়া নিয়মিত করা হচ্ছে। প্রায় ১১ লক্ষাধিক বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, চিকিৎসাসহ অন্যান্য সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশ মানবিক সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে সারা বিশ্বে একটি রোলমডেল হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। সামনের বছরেও আমরা এ সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখবো।

১২৯। সম্প্রতি আমাদেরকে আম্পান ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলা করতে হয়েছে। উল্লেখ্য, আম্পান মোকাবেলায় আমাদের যথেষ্ট প্রস্তুতি ছিল। সেকারণে দ্রুত ত্রাণ তৎপরতা শুরু করা এবং উক্ত ঘূর্ণিঝড় দক্ষতার সাথে মোকাবেলা করা সম্ভবপর হয়েছে।

১৩০। আগামী ২০২০-২১ অর্থবছরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রমের জন্য ৯ হাজার ৮৩৬ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি, যা বর্তমান ২০১৯-২০ অর্থবছরে ছিল ৯ হাজার ৮৭২ কোটি টাকা।

নারীর ক্ষমতায়ন

মাননীয় স্পীকার

১৩১। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নারীর সমঅধিকার ও ক্ষমতায়ন সংহতকরণে স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানে জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নারীদের অংশগ্রহণ এবং নারী-পুরুষ সমান মর্যাদার নিশ্চয়তা দেন। আমি আপনাকে অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, নারীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ ও সময়োপযোগী পদক্ষেপের ফলে জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আজ নারীর অগ্রগতি দৃশ্যমান হচ্ছে। এখন শিক্ষার সকল স্তরে মেয়েদের অংশগ্রহণ ছেলেদের তুলনার বেশি। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে দেশের সব অঞ্চলে নারী-পুরুষের সমতা অর্জিত হয়েছে। শিক্ষায় নারীদের এগিয়ে যাওয়ার বিষয়টি কর্মক্ষেত্রেও নারীর অধিকহারে অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করেছে যা বাংলাদেশ

সিভিল সার্ভিসে নিয়োগের গত পাঁচটি ফলাফলে প্রকাশ পেয়েছে। এছাড়া, দেশে কৃষির বাইরে উপার্জনশীল শ্রমশক্তির ৪১ শতাংশই নারী। উল্লেখ্য জেন্ডার বৈষম্য হ্রাসে বাংলাদেশ ১৫৩টি দেশের মধ্যে ৫০তম স্থান নিয়ে দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষ অবস্থানে আছে।

১৩২। সরকার কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানো এবং উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীর অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করতে মহিলাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন ঘটাতে সুবিধা বঞ্চিত নারীদের তথ্য প্রযুক্তিতে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে ‘তথ্য আপা’ শীর্ষক প্রকল্পের কাজ চলমান আছে। এছাড়া, গ্রামীণ দুঃস্থ ও অসহায় মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদান কার্যক্রমকে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে শক্তিশালী করা হয়েছে। সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে দেশে বাল্যবিবাহ সম্পূর্ণ নির্মূল করতে বদ্ধপরিকর। সরকার নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের দ্রুত ও ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরি ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে। এছাড়া শিশু কল্যাণ নিশ্চিত করতে শিশু অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা, সকল জেলায় শিশু কমপ্লেক্স নির্মাণ, সকল উপজেলায় শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা ও পরিবেশ সংরক্ষণ

১৩৩। বিশ্বব্যাপি পরিবেশের অবক্ষয় এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিরূপ প্রভাবের উপর গুরুত্বারোপ করে বাংলাদেশের মহান জাতীয় সংসদে Planetary Emergency নামে একটি Motion গৃহীত হয়েছে। ‘জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮’ বাস্তবায়নের মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ, দুষণ নিয়ন্ত্রন, জীববৈচিত্র সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা করা হচ্ছে। এই নীতিমালায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও দপ্তর সংস্থার কার্যক্রম নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও ঝুঁকি

নিরূপনের লক্ষ্যে ‘Assessment of Sea Level Rise and Vulnerability in the Coastal Zone of Bangladesh through Trend Analysis’ শীর্ষক একটি গবেষনা সম্পন্ন হয়েছে। ‘ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৯ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বায়ুদূষণ কমানোর প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

পঞ্চম অধ্যায়

সংস্কার ও সুশাসন

মাননীয় স্পীকার

১৩৪। সুশাসন নিশ্চিতকরণ এবং বিনিয়োগ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিবেশের উন্নয়নে সরকার সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার দিয়েছে। বিগত বছরগুলোতে আমরা বিভিন্ন সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছি। তারই ধারাবাহিকতায় আমি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারের গৃহীত সংস্কারমূলক পদক্ষেপের বিষয়ে আলোকপাত করতে চাই।

১৩৫। বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সারা দেশে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, যেখানে আনুমানিক এক কোটি লোকের কর্মসংস্থান হবে। ইতোমধ্যে ৯৩টি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের অনুমোদন প্রদত্ত হয়েছে। তন্মধ্যে ১১টি অর্থনৈতিক অঞ্চলকে বেসরকারি খাতে স্থাপনের অনুমতি দেয়া হয়েছে, যার মধ্যে ৮টি ইতোমধ্যে চালু হয়েছে। সরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে প্রায় ১ হাজার ৭ শত কোটি টাকার উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সরকারি খাতের অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে “বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর” , যা দেশের সর্ববৃহৎ পরিকল্পিত ও আধুনিক শিল্পাঞ্চল হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে এ পর্যন্ত ২০.২৫ বিলিয়ন (সরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চলে ১৭ বিলিয়ন ও বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চলে ৩.২৫ বিলিয়ন) মার্কিন ডলার বিনিয়োগ প্রস্তাব পাওয়া গেছে।

১৩৬। পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) এর অধীনে বর্তমানে ৬টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। দেশের অবকাঠামো উন্নতিতে পিপিপি কার্যক্রম বাড়ানোর উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব আইন, ২০১৫ সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। রপ্তানিমূখি শিল্পখাতের উৎপাদন কার্যক্রমে

গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে বন্ডেড ওয়্যারহাউজ ব্যবস্থাপনাকে অটোমেশন শুরু করা হবে।

ব্যবসায় সহজীকরণ সূচকের উন্নয়ন

১৩৭। ব্যবসা-বাণিজ্যের খরচ যৌক্তিকভাবে কমিয়ে আনার মাধ্যমে দ্রুত শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব। তাছাড়া, ব্যবসা সহজীকরণে উৎকৃষ্ট অবস্থান বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করাতেও ভূমিকা রাখে। আমাদের লক্ষ্য ব্যবসায় সহজীকরণ সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান দুই অংকের মধ্যে নামিয়ে আনা। সেকারণে ব্যবসায় সহজীকরণের জন্য আমরা নানাবিধ সংস্কার কার্যক্রম গ্রহন করেছি। উল্লেখ্য, কোম্পানি আইন সংশোধন করে ব্যবসায় পরিবেশ উন্নয়নে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। যেমন, কোম্পানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিভিন্ন প্রকার রেজিস্ট্রেশন ফি উল্লেখযোগ্য হারে কমানো হয়েছে এবং ৫০ হাজার টাকার নিম্ন মূলধনসম্পন্ন কোম্পানির ক্ষেত্রে তা শূন্য করা হয়েছে। বাণিজ্য ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে পণ্যের ত্বড়িৎ খালাস ও শুল্ক ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নের উদ্যেশ্যে নতুন কাস্টমস আইন প্রণীত হয়েছে।

১৩৮। বিনিয়োগ সংক্রান্ত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সেবাসমূহ দ্রুত এবং সহজলভ্য করার জন্য ওয়ান স্টপ সার্ভিস (OSS) ব্যবস্থা কার্যকর করে তোলার জন্য ওয়ান ষ্টপ সার্ভিস বিধিমালা জারী করা হয়েছে। এটি অপরারেশনালাইজ করার জন্য সম্পূর্ণ ইন্টারনেট ভিত্তিক অনলাইন ওয়ান স্টপ সার্ভিস (OSS) প্লাটফর্ম চালু করা হয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্য সহজীকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসহ ৪টি সংস্থার ১৮টি বিনিয়োগ সেবা সরলীকরণ (streamline) করা হয়েছে এবং উক্ত সরলীকৃত সেবাকে OSS প্লাটফর্মে ব্যবহারযোগ্য করা হয়েছে। সরকার কর্তৃক গৃহীত এসব পদক্ষেপের ফলে ব্যবসায় সহজীকরণ সূচকে আমাদের অবস্থান ১৭৬ হতে এক লাফে ১৬৮ তে উন্নীত হয়েছে, যা আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের ব্যবসায় পরিবেশ সম্পর্কে ইতিবাচক ধারনার সৃষ্টি করবে। সরকারের লক্ষ্য আগামী বছরগুলোতে ৩৫টি সংস্থার ১৫০টি বিনিয়োগ

সেবা সরলীকরণ করা এবং OSS পোর্টালের মাধ্যমে অনলাইনে প্রদান করা। আগামী বছরে ব্যবসায় সহজীকরণ সূচকে আমাদের অবস্থানে আরো উন্নতি ঘটবে বলে আমি আশাবাদী।

দেশব্যাপী ই-মিউটেশন বাস্তবায়ন

১৩৯। ভূমি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ভূমি সংস্কার বোর্ড, আইসিটি বিভাগ এবং এটুআই প্রকল্পের সহায়তায় নামজারির প্রচলিত পদ্ধতির পরিবর্তে ই-নামজারি পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ভূমি মন্ত্রণালয় গত ১ জুলাই ২০১৯ হতে তিনটি পার্বত্য জেলা ব্যতীত সারাদেশে একযোগে শতভাগ ই-নামজারি বাস্তবায়ন শুরু করেছে। বর্তমানে ৪৮৫টি উপজেলা ভূমি অফিস ও সার্কেল অফিসে এবং ৩,৬১৭টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস ই-নামজারি বাস্তবায়ন হচ্ছে। মুজিব শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে বিশেষ সেবাধর্মী কার্যক্রম হিসেবে গত ১৭ মার্চ ২০২০ হতে ম্যানুয়াল আবেদন গ্রহণ বন্ধ করা হয়েছে। পূর্বের প্রচলন অনুযায়ী জনগণকে ভূমি অফিসে গিয়ে মিউটেশন করতে হতো যাতে বারবার ভূমি অফিসে যাতায়াতে অনেক সময় ও অর্থ ব্যয় হতো। ভূমি মন্ত্রণালয়ের স্লোগান ‘‘হাতের মুঠোয় ভূমিসেবা’’ এর ধারাবাহিকতায় জনগণ বর্তমানে ই-নামজারি পদ্ধতিতে ৪৫ কার্যদিবসের পরিবর্তে সর্বোচ্চ ২৮ দিনের মধ্যে ঘরে বসেই মিউটেশন সেবা পাচ্ছেন। ভূমি মন্ত্রণালয়ের ই-মিউটেশন কার্যক্রমটি দেশে-বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এ কাজের স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো Developing Transparent and Accountable Public Institutions ক্যাটাগরিতে জাতিসংঘের মর্যাদাপূর্ণ United Nations Public Service Award-2020 অর্জন করেছে যা আমাদের দেশের জন্য একটি অত্যন্ত গৌরবের বিষয়।

ই-জুডিসিয়ারি বাস্তবায়ন

১৪০। দেশের অধস্তন আদালতসমূহকে আইসিটি নেটওয়ার্কের আওতায়

আনার লক্ষ্যে ই-জুডিসিয়ারি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রতিটি আদালতকে ই-কোর্ট রুমে পরিণত করা হবে। প্রতিটি আদালত এবং বিচারকার্যের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন দপ্তর যেমন থানা, হাসপাতাল, কারাগার এবং সম্পৃক্ত ব্যক্তি যেমন তদন্তকারী, সাক্ষী, আইনজীবি, আসামী ইত্যাদি সেন্ট্রাল নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত থাকবে বিধায় মামলা ব্যবস্থাপনা দক্ষ হবে। এতে বিচারপ্রার্থী জনগণের সময় ও অর্থ সাশ্রয় হবে। এটি বাস্তবায়িত হলে বিচারপ্রার্থীগণ শীঘ্রই এর সুফল ভোগ করতে পারবেন।

১৪১। ভূমি নিবন্ধন প্রক্রিয়াকে আরো সহজ ও স্বচ্ছ করার লক্ষ্যে আইসিটি নির্ভর করা হবে। বিভিন্ন দপ্তরের সাথে আন্ত:পরিবাহিতা (ই-সার্ভিস বাস) বা লিংকেজ স্থাপনের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে ভূমি অফিস, সেটেলমেন্ট অফিসসমূহ, সাব-রেজিষ্ট্রি অফিস ও জেলা রেজিষ্ট্রি অফিস, নিবন্ধন অধিদপ্তর, ভূমি সংক্রান্ত অন্যান্য অফিস, নির্বাচন কমিশন, পাসপোর্ট অধিদপ্তর এবং জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন অধিদপ্তরের সাথে নিরাপদ আন্ত:যোগাযোগ ও তথ্যের আদান প্রদানের জন্য সহায়ক হবে। এর ফলে ভূমি নিবন্ধনে নাগরিকগণ ইলেক্ট্রোনিক পদ্ধতিতে সেবা পাবেন।

দুর্নীতি দমন

১৪২। সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে চলতি অর্থবছরে অনেকগুলো অভিযান পরিচালিত হয়েছে যা সর্বমহলে সমাদৃত হয়েছে। দুর্নীতির বিষবৃক্ষ সম্পূর্ণ উপড়ে ফেলে দেশের প্রকৃত আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য একটি সুশাসন-ভিত্তিক প্রশাসনিক কাঠামো তৈরী করতে দুর্নীতি দমন কমিশন কাজ করছে। কমিশনের কাজ গতিশীল ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে জুন, ২০১৯ সালে ‘দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা’ সংশোধন করা হয়েছে। দুর্নীতি দমনে সরকার কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রাখবে।

আর্থিক খাতে সংস্কার

১৪৩। ব্যাংক, পুঁজিবাজার, বীমা ও অন্যান্য আর্থিক খাতের সংস্কার ও উন্নয়নে সরকার নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে।

১৪৪। আর্থিক অন্তর্ভূক্তির গুরুত্ব বিবেচনা করে বাংলাদেশ ব্যাংক শহর ও পল্লী অঞ্চলের সুবিধা বঞ্চিত মানুষের কাছে আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং সুবিধা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। দেশে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে মোবাইল ব্যাংকিং সেবা বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছ। করোনা মহামারির মত দুর্যোগকালীন সময়ে মোবাইল ব্যাংকিং এর উপযোগীতা নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ ব্যবস্থাকে গতিশীল করার লক্ষ্যে সরকার 'ন্যাশনাল ফাইনান্সিয়াল ইনক্লুশন ষ্ট্র্যাটেজী - বাংলাদেশ' প্রণয়ন করছে। এছাড়া, ব্যাংকিং সেবাকে নিরাপদ ও সাশ্রয়ীভাবে গ্রামীন অঞ্চলে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত প্রায় ৮ হাজার এজেন্ট এর আওতায় ১১ হাজার ৩২০টি আউটলেটের মাধ্যম এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। অর্থবাজারকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ফিনটেক তথা আর্থিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও সৃজনশীল আর্থিক প্রযুক্তিগত উদ্যোগকে বাণিজ্যিকভাবে সফল করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কাজ করছে।

সুদের হার এক অংকে (single digit) নামিয়ে আনা

১৪৫। শিল্প ও ব্যবসা খাতকে প্রতিযোগিতা সক্ষম করার লক্ষ্যে আমরা ব্যাংক ঋণের উপর সুদের হার এক অংকের (single digit) মধ্যে নিয়ে এসেছি। বিগত এপ্রিল ২০২০ হতে এই নতুন সুদ হার (ঋণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৯%) কার্যকর হয়েছে।

ঋণ পুণঃতফশীলীকরণ

১৪৬। ২ শতাংশ ডাউনপেমেন্ট করার মাধ্যমে শ্রেনীবিন্যাসকৃত ঋণকে ১

বছরের গ্রেস পিরিয়ডসহ মোট ১০ বছর মেয়াদে পুণ:তফশীলীকরণের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে মোট ঋণের মধ্যে শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ জুন ২০১৯ এর ১১.৬৯ শতাংশ হতে হ্রাস পেয়ে ডিসেম্বর ২০১৯ এ ৯.৩২ শতাংশে দাড়িয়েছে।

১৪৭। দেশে উন্নত ঋণ সংস্কৃতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে ঋণগ্রহীতাগণ যাতে নির্ধারিত সময়ে ঋণ পরিশোধে সক্ষম হয়, সেলক্ষ্যে সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বৃহৎ ঋণগুলোকে আরো নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ঋণ মনিটরিং ব্যবস্থাকে জোরদার করার লক্ষ্যে সেন্ট্রাল ডাটাবেস ফর লার্জ ক্রেডিট (সিডিএলসি) গঠন হয়েছে। আর্থিক খাতে স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরনে আগামীতে যে সকল উদ্যোগ নেয়া হবে, তার মধ্যে রয়েছে ম্যাক্রোপ্রুডেন্সিয়াল পলিসি বিষয়ে কনসেপ্ট পেপার প্রণয়ন, আন্তর্জাতিক উত্তম-চর্চা বিবেচনায় নিয়ে ফাইনান্সিয়াল ষ্ট্যাবিলিটি ম্যাপ প্রণয়ন, এবং সিস্টেমিক ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে ষ্ট্রেস টেষ্টিং গাইডলাইন প্রণয়ন।

১৪৮। কোম্পানি আইন-এ প্রয়োজনীয় সংশোধন আনয়নকরত: ব্যবসা-বাণিজ্য সহজীকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে কোম্পানি রেজিষ্ট্রেশনের ক্ষেত্রে ‘কোম্পানি সিল’ ব্যবহারের বাধ্যতামূলক শর্তটি প্রত্যাহার করা হয়েছে। এ অর্থবছরে আরো সংশোধন আনা হবে, যাতে করে এক ব্যক্তি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান (One Person Company) কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধনের আওতায় আসতে পারে। এছাড়া, দ্রুত ব্যবসায় নিবন্ধন, বিরোধ নিষ্পত্তি, ইত্যাদি বিষয়ে আইনি সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

কোভিড-১৯ পরবর্তী তারল্য ব্যবস্থাপনা

১৪৯। করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব পরিস্থিতিতে সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নে মুদ্রাবাজারে তারল্য ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠু রাখার স্বার্থে বাংলাদেশ ব্যাংক সম্প্রতি রেপোর সুদহার এবং বাধ্যতামূলক নগদ জমার হার

(সিআরআর) হ্রাস করেছে। তন্মধ্যে রেপোর হার ৬ শতাংশ থেকে দুই দফায় কমিয়ে আনা হয়েছে ৫ দশমিক ২৫ শতাংশে। এছাড়া, মেয়াদ বাড়িয়ে ৩৬০ দিন মেয়াদি বিশেষ রেপোর প্রচলন করা হয়েছে ও একই সঙ্গে পূর্বের ১ দিন, ১৪ দিন ও ২৮ দিন মেয়াদি রেপো চালু রাখা হয়েছে। পাশাপাশি, তফশীলি ব্যাংকের বাধ্যতামূলক জমার হার বা সিআরআর মাসিক ভিত্তিতে ৫.৫ শতাংশ হতে দুই দফায় হ্রাস করে ৪ শতাংশে কমিয়ে আনা হয়েছে। এছাড়াও এ্যাডভান্স ডিপোজিট (AD) রেশিও ৮৫ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে ৮৭ শতাংশে উন্নীত করা হয়েছে।

শেয়ার বাজার উজ্জীবিতকরণ

১৫০। সরকার পুঁজিবাজারকে গতিশীল ও উজ্জীবিতকরণের লক্ষ্যে ৬টি স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এগুলো হচ্ছে - পুঁজিবাজারে ব্যাংক ও ব্যাংকবহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ বাড়ানো, মার্চেন্ট ব্যাংকার ও প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের জন্য সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা পর্যালোচনা, আইসিবি'র বিনিয়োগ সক্ষমতা বাড়ানো, পুঁজিবাজারে আস্থা বাড়াতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া, প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ বাড়ানোর লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ এবং বাজারে মানসম্পন্ন আইপিও বাড়াতে বহুজাতিক ও সরকারি মালিকানাধীন কোম্পানি তালিকাভুক্ত করার উদ্যোগ নেয়া। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে সোনালী, জনতা, অগ্রণী ও রূপালি এই ৪টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। পুনরায়, পুঁজিবাজারে তারল্য সংকট দূর করতে বেসরকারি ব্যাংকের বিনিয়োগ বাড়াতে প্রতিটি তফশীলি ব্যাংক কর্তৃক ২০০ কোটি টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগকে পুঁজিবাজারে ব্যাংকের মোট বিনিয়োগ হিসাবায়নের আওতা বহির্ভূত রাখার বিধান করা হয়েছে।

১৫১। চলতি অর্থবছরে পুঁজিবাজারকে উৎসাহ প্রদানের জন্য কিছু কর সুবিধা প্রদত্ত হয়েছে। যেমন, পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহের জন্য ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত লভ্যাংশ আয় করমুক্ত করা হয়েছে, এবং পুঁজিবাজারে

তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার হতে প্রাপ্ত লভ্যাংশের উপর দ্বৈত কর পরিহার করা হয়েছে। মুনাফার কমপক্ষে ৫০ শতাংশ নগদ ডিভিডেন্ড ঘোষনা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা

মাননীয় স্পীকার

উদ্বৃত্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমাকরণ

১৫২। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উদ্বৃত্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করার নিমিত্ত 'স্বায়ত্বশাসিত, আধা-স্বায়ত্বশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, পাবলিক নন-ফাইন্যানশিয়াল কর্পোরেশনসহ স্ব-শাসিত সংস্থাসমূহের উদ্বৃত্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান আইন, ২০২০' প্রনয়ন করা হয়েছে। এ আইনের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১০টি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান মোট ১৬ হাজার ৪৬ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দিয়েছে।

১৫৩। বিগত অর্থবছর থেকে নতুন বাজেট ও হিসাবরক্ষণ শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি চালুর মাধ্যমে আমাদের সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনাকে আন্তজার্তিক মানে উন্নীত করা হয়েছে। দেশীয় বিশেষজ্ঞদের দ্বারা তৈরী আইবাস++ (সমন্বিত বাজেট ও হিসাব পদ্ধতি) সফটওয়্যার-এর মাধ্যমে সিভিল হিসাবরক্ষণ কার্যালয়ের পাশাপাশি প্রতিরক্ষা হিসাবরক্ষণ কার্যালয় এবং রেলওয়েতেও সরকারের বাজেট প্রণয়ন ও হিসাব প্রক্রিয়াকরণের কাজ বর্তমান অর্থবছরে চালু করা হয়েছে। এ ব্যবস্থাকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে তাদের মধ্যে কনসলিডেশন এবং ইন্টিগেশন এর জন্য আগামী অর্থবছরে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

১৫৪। উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থ ছাড়ের প্রক্রিয়া সহজতর করার লক্ষ্যে চলতি অর্থবছরে অনুমোদিত সরকারি প্রকল্পের অর্থ ব্যবহারের ক্ষমতা প্রকল্প

পরিচালকের হাতে ন্যাস্ত করা হয়েছে। ফলে অর্থ ছাড়ের জন্য ইতোপূর্বে যে এক থেকে দুই মাস সময়ের প্রয়োজন হতো তা বেঁচে যাবে। এর ফলে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের গতি ত্বরান্বিত হয়েছে।

১৫৫। সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের স্বচ্ছতা আনয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সামাজিক নিরাপত্তা বাজেট এমআইএস এর মাধ্যমে জাতীয় পরিচয়পত্র সার্ভার হতে তথ্য যাচাই করে সঠিক উপকারভোগী নির্বাচনের পথ সুগম হয়েছে। এটি ব্যবহার করে উপকারভোগীদের ব্যাংক অথবা মোবাইল ব্যাংক হিসেবে সরাসরি সরকারি কোষাগার হতে জিটুপি পদ্ধতিতে অর্থ প্রেরণ করা হচ্ছে। সকল নগদ হস্তান্তর জি-টু-পি পদ্ধতির অধীনে আনয়ন করার লক্ষ্যে ১০টি বৃহৎ কর্মসূচীতে এ ডিজিটাল পদ্ধতি ইতোমধ্যে চালু করা হয়েছে।

সঞ্চয়পত্র ব্যবস্থাপনার ডিজিটালাইজেশন

১৫৬। সঞ্চয়পত্র ক্রয়-বিক্রয় ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে অর্থবিভাগের উদ্যোগে 'জাতীয় সঞ্চয়স্কীম অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' চালুর মাধ্যমে জাতীয় সঞ্চয় স্কিমসমূহের বিক্রয়, মুনাফা, নগদায়ন ইত্যাদি ডিজিটাইজেশন করা হয়েছে। এছাড়াও পোস্টাল সঞ্চয় ও পোস্টাল ব্যাংকিং ব্যাবস্থা অটোমেশনের আওতায় আনা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রাজস্ব আহরণ কার্যক্রম

মাননীয় স্পীকার

১৫৭। এ পর্যন্ত আমি সরকারের ব্যয়ের বিষয়গুলো উল্লেখ করেছি। এবার আসব ব্যয় সংস্থানের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে। প্রতিবারের ন্যায় এবারও ব্যয়ের সিংহভাগ যোগান আসবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ সম্পদ থেকে। ব্যয় বাজেটের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়ে থাকে। রাজস্বকে সাধারণভাবে দুই ভাগে ভাগ করা যায়ঃ এনবিআরভূক্ত রাজস্ব এবং এনবিআর বহির্ভূত রাজস্ব। আমাদের মোট রাজস্বের প্রায় ৮৫ শতাংশ আহরণ করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। তবে এটাও সত্যি যে দেশের জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ, ব্যবসায়ের ক্ষেত্র বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ সাম্য ও ন্যায্য সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আয়কর, শুল্ক ও মূসকে বিভিন্ন ধরনের কর অব্যাহতি বা হ্রাসকৃত হারে কর সুবিধা দেয়া আছে। এই অব্যাহতি সরকারের বিভিন্ন কল্যাণমূলক ব্যয়, প্রণোদনা বা আর্থিক সুবিধার অতিরিক্ত - যা প্রায়শ:ই রাজস্ব হিসেবের বাইরে থাকে। এবারও এ ধরনের সুবিধা অব্যাহত এবং সম্প্রসারণের প্রস্তাব করা হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার

১৫৮। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে রাজস্ব প্রবৃদ্ধি ছিল ৮.২৬ শতাংশ। ২০১৯-২০ অর্থবছরের রাজস্ব আহরণ প্রক্রিয়া এখনো চলমান রয়েছে। তবে করোনা পরিস্থিতির প্রভাবে রাজস্ব প্রবৃদ্ধি কিছুটা হ্রাস পাবে। করোনা (কোভিড-১৯) প্রকোপ সহজে দূর হবে না এবং আগামী অর্থবছরেও দেশের অর্থনীতি স্বাভাবিক হবে না মর্মে অনেকেই অভিমত পোষণ করেন। অনেকে আশঙ্কা করছেন করোনার প্রাদুর্ভাবে অর্থনীতি গতি হারাবে এবং জিডিপির প্রবৃদ্ধি কাংখিত মাত্রায় হবে না। এই আশঙ্কার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়েই আমরা এবার রাজস্ব

নীতি সাজিয়েছি। পূর্বের বছরগুলোর ন্যায় অর্থনীতি ও জিডিপি বৃদ্ধির ধারাবাহিক গতি যাতে ধরে রাখা যায়, সে লক্ষ্যে রাজস্ব আহরণের পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্যের গতি বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দিয়ে বাজেটে নানামূখী প্রস্তাবনা রাখা হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার

১৫৯। দেশের সম্মানিত করদাতা, ব্যবসায়ী ও সর্বোপরি জনগণের আস্থা অর্জনের লক্ষ্যে আমরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের বিভিন্ন সংস্কারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। আয়কর, মূসক ও শুল্ক বিভাগকে আরো Automated এবং Digitized করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া কর প্রদান সহজীকরণের জন্য আয়কর, মূসক ও কাস্টমস বিভাগে ই-পেমেন্ট ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

১৬০। নতুন আয়কর আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে আয়কর আইনকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার কার্যক্রম চলছে। করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধিকল্পে আয়কর বিভাগ নিয়মিতভাবে জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং নতুন ৫ লক্ষ করদাতা সনাক্ত করেছে। BITAX প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বর্তমানে করদাতারা অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে পারছেন। মোবাইল এ্যাপের মাধ্যমে অনলাইনে স্থলপথে ভ্রমণ কর পরিশোধ করতে পারছেন। ফলে কর পরিশোধ প্রক্রিয়া পূর্বের তুলনায় সহজ হয়েছে। কর ব্যবস্থাপনা আরো বিনিয়োগ ও ব্যবসাবান্ধব করা, কর নেট সম্প্রসারণসহ কর বিভাগকে আধুনিক করার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনাসমূহ বাজেট বক্তৃতার পরবর্তী অংশে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার

১৬১। অধিকতর কার্যকরভাবে মূসক আদায়ের উদ্দেশ্যে অনলাইন ভিত্তিক তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর মূসক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য VAT Online প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে; এর ফলে ব্যবসায়ীগণ ঘরে বসেই ভ্যাট প্রদান করতে পারবেন। ভ্যাট

আহরণ সহজ, স্বচ্ছ ও হয়রানিমুক্ত করার লক্ষ্যে সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে Electronic Fiscal Device (EFD) স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

১৬২। কাস্টমস সেবাকে আধুনিকায়নের জন্য নানামূখী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য সহজীকরণের জন্য Customs Modernization Strategic Action Plan 2019-2022 প্রণয়ন করা হয়েছে। শুল্ক বন্দর ও শুল্ক স্টেশনে আধুনিক স্ক্যানিং সিস্টেম স্থাপন করা হচ্ছে। সকল অংশীজনকে একই প্লাটফরমে আনার জন্য National Single Window (NSW) প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে যা আমদানি রপ্তানি কার্যক্রমে ওয়ানস্টপ সার্ভিস সুবিধা প্রদান করবে। আধুনিক ও প্রযুক্তি নির্ভর NSW প্রকল্পটি পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়িত হলে বাণিজ্যের গতি বাড়বে এবং ব্যবসায় পরিচালন ব্যয় হ্রাস পাবে। পাশাপাশি Cross-border Paperless Trade বাস্তবায়নে এটি হবে অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ অগ্রগতি। Advance Ruling কার্যক্রম চালু করার ফলে পণ্য আমদানির পূর্বেই আমদানিকারকগণ বা নতুন উদ্যোক্তাগণ পণ্যের HS Code এবং Rules of Origin সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারছেন। দ্রুত পণ্য খালাস নিশ্চিত করতে Authorized Economic Operator (AEO) পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। এর ফলে ব্যবসায়ীগণ Fast Track সুবিধা পাবেন। এছাড়া, তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (Risk Management) এবং পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে শুধুমাত্র ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ব্যতিত অন্য সকলের পণ্য চালান খালাস দ্রুত হবে।

মাননীয় স্পীকার

১৬৩। রাজস্ব প্রশাসনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্যও আমরা বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আওতাধীন প্রশিক্ষণ একাডেমিগুলোর আধুনিকায়ন করা হচ্ছে। মূসক প্রশাসনে কর্মকর্তাদের মধ্য হতে TOT পদ্ধতিতে প্রশিক্ষক তৈরি করা হচ্ছে। রাজস্ব সংগ্রহের অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়ে টেকসই উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। সেবার মান

উন্নয়ন এবং করের আওতা বৃদ্ধির জন্য রাজস্ব প্রশাসনের সম্প্রসারণ কার্যক্রম বিবেচনাধীন রয়েছে। আশা করা যায় এসকল প্রযুক্তি নির্ভর যুগোপযোগী কার্যক্রমের ফলে মানুষ কর প্রদানে উৎসাহিত হবে, কর প্রদানকে গর্বের বিষয় মনে করবে যা প্রকারান্তরে দেশের রাজস্ব প্রবাহ বৃদ্ধি করবে।

সপ্তম অধ্যায়

আয়কর, মূল্য সংযোজন কর এবং আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক

প্রত্যক্ষ কর: আয়কর

মাননীয় স্পীকার

১৬৪। প্রত্যক্ষ কর তথা আয়কর অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের একটি অন্যতম খাত। বর্তমানে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আহরিত মোট রাজস্বে আয়করের অবদান শতকরা প্রায় ৩৫ ভাগ। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আয়কর খাতে রাজস্ব আহরণের গড় প্রবৃদ্ধি ১৫ শতাংশের অধিক। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনায় কোন দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অনুসঙ্গ হিসেবে নাগরিকদের মাঝে আয়ের অসমতা (Income inequality) বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত রাজস্ব যোগান, সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা, আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা এবং সার্বিকভাবে একটি কল্যাণমূখী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সম্পদের পূনর্বণ্টনের (Redistribution of wealth) মাধ্যমে আয়ের অসমতা হ্রাস এবং সাম্য ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা আয়কর আরোপনের অন্যতম লক্ষ্য। আমাদের সরকারের বিগত বার বছরের সফল রাষ্ট্র পরিচালনায় বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক সূচকে আমরা যে অগ্রগতি অর্জন করেছি তা বিশ্বে রোল মডেল হিসেবে প্রশংসিত হয়েছে। বিগত বার বছরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির ফলে আমাদের জনগোষ্ঠির একটি বিরাট অংশ আয়কর প্রদানে সক্ষমতা অর্জন করেছে। যার ফলে আয়কর খাতে আমাদের রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির অপার সম্ভাবনা ও সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের উন্নয়ন ও অগ্রগতির সুফল যাতে কতিপয় ভাগ্যবানের মাঝে সীমাবদ্ধ না থাকে, দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অনুসঙ্গ হিসেবে যাতে নাগরিকদের মাঝে আয়ের অসমতা বৃদ্ধি না পায়, দেশের প্রতিটি নাগরিক যাতে আমাদের উন্নয়ন ও অগ্রগতির সুফল ভোগ করতে

পারে এবং সর্বোপরি মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম চেতনা সামাজিক ন্যায় বিচার নিশ্চিতকরণ ও একটি সমতাভিত্তিক, কল্যাণমূখী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আয়কর ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী ও গতিশীল করতে হবে। আয়কর সংক্রান্ত সার্বিক কার্যক্রম অত্যন্ত নিবিড়ভাবে তথ্যনির্ভর বিধায় বর্তমান সময়ের তথ্যপ্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নয়ন ও বিকাশ এ ক্ষেত্রে আমাদের জন্য বিশাল সুযোগ এনে দিয়েছে।

মাননীয় স্পীকার

১৬৫। বিশ্বায়ন এবং তথ্যপ্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নয়ন ও বিকাশের ফলে বিনিয়োগ, ব্যবসা বাণিজ্য মডেল এবং অর্থনৈতিক লেনদেনের প্রেক্ষাপট ও গতিপ্রকৃতি প্রতিনিয়ত দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। তথ্য বাতায়নের অবারিত সুযোগে ভার্চুয়াল ইকোনোমির ব্যাপক প্রসারের কারণে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড এখন আর শুধু দেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকছে না। এ প্রেক্ষাপটে আয়কর আহরণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক কর প্রতিনিয়ত প্রাধান্য পাচ্ছে এবং দিন দিন এর গুরুত্ব বাড়ছে। ভিশন ২০২১ এর সফল বাস্তবায়ন ও দেশকে মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের বিকল্প নেই। এছাড়াও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ অর্জনেও আয়কর আহরণ বৃদ্ধি করতে হবে। তাই, আয়কর ব্যবস্থার বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় আয়কর বিভাগের সংস্কার ও পুনর্গঠনের পাশাপাশি তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর একটি আধুনিক আয়কর ব্যবস্থা আমাদেরকে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করতে হবে। এ লক্ষ্যে আয়কর সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম, যথা: আয়কর রিটার্ন দাখিল, রিটার্ন প্রক্রিয়াকরণ, মোট আয় নির্ধারণ, কর নিরুপণ এবং কর প্রদানসহ যাবতীয় কার্যক্রমে তথ্যপ্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। উৎসে আয়কর কর্তন সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম অটোমেশনের আওতায় আনতে হবে। আন্তর্জাতিক কর এবং অডিট সংক্রান্ত বিষয়ে আয়কর বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

মাননীয় স্পীকার

১৬৬। দেশের বিনিয়োগ ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমরা বহুকাল যাবত কর অব্যাহতি সুবিধা প্রদান করে আসছি। বর্তমানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ খাত সম্পূর্ণ কর অব্যাহতি সুবিধা ভোগ করছে এবং অনেক খাত অত্যন্ত হ্রাসকৃত হারে আয়কর প্রদান করছে। এর ফলে কর ভিত্তি সংকুচিত হলেও বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

মাননীয় স্পীকার

১৬৭। আমি এ পর্যায়ে ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেট কার্যক্রমের মাধ্যমে আনীত আয়কর সংক্রান্ত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব আপনার মাধ্যমে এ মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করছি:

১৬৮। কোম্পানি ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ব্যতীত অন্যান্য শ্রেণীর করদাতা বিশেষ করে ব্যক্তিশ্রেণীর করদাতাদের করমুক্ত আয়সীমা, করহার এবং করধাপ ২০১৫-১৬ অর্থবছর হতে অপরিবর্তিত আছে। মুদ্রাস্ফীতির কারণে সম্মানিত করদাতাগণের প্রকৃত আয় (Real Income) হ্রাস পাওয়ায় এবং অন্য দিকে করমুক্ত আয়সীমা অপরিবর্তিত থাকায় প্রকৃতপক্ষে সম্মানিত করদাতাগণ কর প্রদানে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন না। এ বছর বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে সম্মানিত করদাতাগণ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন। এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে এবং মুজিব বর্ষের উপহার হিসেবে আমি কোম্পানি ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ব্যতীত অন্যান্য শ্রেণীর করদাতা বিশেষ করে ব্যক্তিশ্রেণীর করদাতাগণের করমুক্ত আয়সীমা কিছুটা বৃদ্ধি এবং করহার হ্রাসের প্রস্তাব করছি। এতে করে ব্যক্তি করদাতাদের করভার লাঘবের ফলে জীবনযাত্রায় কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে আসবে এবং করদাতারা নিয়মিতভাবে কর পরিশোধে উৎসাহিত হবেন বলে আশা করা যায়। পুরুষ করদাতাদের করমুক্ত আয়সীমা ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৩ লক্ষ টাকা এবং মহিলা করদাতা এবং ৬৫ বছরের বেশি বয়সি করদাতাদের করমুক্ত আয়সীমা ৩ লক্ষ টাকা থেকে

বৃদ্ধি করে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা প্রস্তাব করছি। একই সাথে সর্বনিম্ন করহার ১০ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ৫ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ করহার ৩০ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ২৫ শতাংশে নির্ধারণের প্রস্তাব করছি। নিম্নের সারণীতে কোম্পানি ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ব্যতীত অন্যান্য শ্রেণীর করদাতাদের করমুক্ত আয়সীমা, করহার এবং করধাপ উপস্থাপন করা হলো:

মোট আয়	হার
(ক) প্রথম ৩,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --	শূন্য
(খ) পরবর্তী ১,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --	৫%
(গ) পরবর্তী ৩,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --	১০%
(ঘ) পরবর্তী ৪,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --	১৫%
(ঙ) পরবর্তী ৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর--	২০%
(চ) অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর --	২৫%

মাননীয় স্পীকার

১৬৯। আয়কর বিভাগের ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশনের উপর আমরা সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছি। আমি আশা করি দ্রুততম সময়ের মধ্যে আয়কর বিভাগে এ ট্রান্সফরমেশন সম্পন্ন করতে আমরা সক্ষম হবো এবং এর ফলে সম্মানিত করদাতাগণ অতি সহজে অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিল ও কর প্রদান করতে পারবেন। অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিল এবং কর প্রদানের বিষয়টিকে জনপ্রিয় করার জন্য যে সকল করদাতা প্রথমবারের মত অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিল করবেন তাদেরকে ২ হাজার টাকা কর রেয়াত প্রদানের প্রস্তাব করছি। আমি আশা করি সম্মানিত করদাতাগণ কর রেয়াতের এ সুযোগ গ্রহণ করে অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে উৎসাহিত হবেন যা আয়কর বিভাগের ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করবে।

মাননীয় স্পীকার

১৭০। বর্তমানে ব্যাংক, লিজিং, বীমাসহ সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান, মোবাইল ফোন কোম্পানি এবং সিগারেট প্রস্তুতকারী কোম্পানি ব্যতিত পুঁজিবাজারে তালিকাভূক্ত কোম্পানির করহার ২৫ শতাংশ এবং পুঁজিবাজারের তালিকাভূক্ত নয় এরূপ কোম্পানির করহার ৩৫ শতাংশ, যা ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে অপরিবর্তিত আছে। করোনা ভাইরাস প্রাদূর্ভাবের প্রেক্ষিতে করদাতাদের করভার লাঘবের লক্ষ্যে পুঁজিবাজারে তালিকাভূক্ত নয় এরূপ কোম্পানির করহার ৩৫ শতাংশ থেকে ২.৫ শতাংশ হ্রাস করে ৩২.৫ শতাংশে নির্ধারণের প্রস্তাব করছি। বর্তমানে গ্রীন বিল্ডিং সার্টিফিকেশন আছে এরূপ তৈরিপোশাক প্রতিষ্ঠানের করহার ১০ শতাংশ এবং গ্রীন বিল্ডিং সার্টিফিকেশন নেই এরূপ তৈরি পোশাক প্রতিষ্ঠানের করহার ১২ শতাংশ। এই করহার সংক্রান্ত এস.আর.ও এর মেয়াদ ৩০ জুন, ২০২০ এ শেষ হবে। আমি উক্ত এস.আর.ও এর মেয়াদ আরো দুই বছর বৃদ্ধির প্রস্তাব করছি। আমি আশা করি তৈরিপোশাক খাতে নিয়োজিত করদাতাগণ করহার হ্রাসের ফলে উপকৃত হবেন।

মাননীয় স্পীকার

১৭১। মহামারী করোনাভাইরাসের কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে ব্যবসায়ীদের হাতে চলতি পূঁজির ঘাটতি লাঘবকল্পে এবং উৎসে করহার যৌক্তিকীকরণের লক্ষ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসহ কতিপয় পণ্যে আমি উৎসে আয়কর কর্তনের হার কমানোর প্রস্তাব করছি। বর্তমানে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য যেমন, চাল, আটা, আলু, পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি স্থানীয় পর্যায়ে সরবরাহের ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর কর্তনের সর্বোচ্চ হার ৫ শতাংশ, যা ভিত্তি মূল্য নির্বিশেষে ২ শতাংশে নির্ধারণের প্রস্তাব করছি। বর্তমানে স্থানীয়ভাবে সংগৃহিত এম এস স্ক্রাপ সরবরাহের উপর উৎসে আয়কর কর্তনের সর্বোচ্চ হার ৫ শতাংশ। স্থানীয়ভাবে সংগৃহিত এম এস স্ক্রাপ সরবরাহকারী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগণের আর্থিক সক্ষমতার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে এবং লৌহ উৎপাদন শিল্পের বিকাশের

লক্ষ্যে আমি স্থানীয়ভাবে সংগৃহিত এম এস স্ক্রাপের সরবরাহের উপর উৎসে আয়কর কর্তনের হার ভিত্তিমূল্য নির্বিশেষে ০.৫ শতাংশ নির্ধারণের প্রস্তাব করছি। বর্তমানে রসুন ও চিনি আমদানি পর্যায়ে ৫ শতাংশ অগ্রিম আয়কর সংগ্রহ করা হয়। আমি এই হার ৫ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ২ শতাংশে নির্ধারণের প্রস্তাব করছি। এ ছাড়া বর্তমানে হাঁস মুরগীর খাদ্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত কাঁচামাল আমদানি পর্যায়ে ৫ শতাংশ অগ্রিম আয়কর আরোপ করা হয়। পোল্ট্রি শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে আমি এই অগ্রিম আয়কর আরোপ ৫ শতাংশের পরিবর্তে ২ শতাংশ প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পীকার

১৭২। বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি খাত তৈরি পোশাকসহ সকল ধরনের পণ্য ও সেবা রপ্তানি কোভিড-১৯ এর কারণে বাঁধাগ্রস্ত হয়েছে। তাই রপ্তানি খাতকে সার্বিক সহায়তা করার অংশ হিসেবে আয়কর অধ্যাদেশে উল্লেখিত উৎসে কর হার কমানোর প্রস্তাব করছি। আয়কর অধ্যাদেশে তৈরিপোশাকসহ সকল ধরনের পণ্যের রপ্তানি মূল্যের উপর ১ শতাংশ হারে উৎসে কর কর্তনের বিধান রয়েছে। এস.আর.ও জারির মাধ্যমে এ হার হ্রাস করা হয়েছে যা ৩০ জুন, ২০২০ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। আমি আয়কর অধ্যাদেশে তৈরি পোশাকসহ সকল ধরনের পণ্যের রপ্তানি মূল্যের উপর উৎসে কর কর্তনের হার ১ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ০.৫ শতাংশ নির্ধারণের প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পীকার

১৭৩। দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের লক্ষ্যে দেশে একটি শক্তিশালী বন্ড মার্কেট বিকাশের জন্য আমরা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। দেশে বন্ড মার্কেট বিকশিত হলে সরকারি ও বেসরকারি খাতে বৃহৎ প্রকল্পে অর্থায়নের নতুন ক্ষেত্র এবং সুযোগ সৃষ্টি হবে। এর ফলে সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতে অর্থায়ন ব্যয় হ্রাস পাবে বলে আশা করা যায়। বিশেষ করে এর ফলে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের

স্থিতিপত্রের অসামঞ্জস্য (Balance sheet mismatch) অর্থাৎ দীর্ঘ মেয়াদী সম্পদের বিপরীতে স্বল্প মেয়াদী দায় জনিত অসুবিধা লাঘব হবে। এ প্রেক্ষিতে বিনিয়োগকারীদের নিকট বন্ড মার্কেট আরো আকর্ষণীয় করার লক্ষ্যে আমি বন্ডের সুদ ও বাট্টা (Discount) এর উপর বর্তমান বিধান অনুযায়ী আগাম (Upfront) উৎসে কর কর্তনের বিধান রহিত করে সুদ ও বাট্টা (Discount) পরিশোধকালে উৎসে কর কর্তনের বিধান প্রস্তাব করছি। এ ছাড়া বন্ড লেনদেনের জন্য বর্তমান বিধান অনুযায়ী লেনদেন মূল্যের উপর উৎসে কর কর্তনের পরিবর্তে লেনদেনের জন্য পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রনকারী সংস্থা সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত কমিশনের উপর উৎসে কর কর্তনের বিধান প্রস্তাব করছি। আমি আশা করি এর ফলে পুঁজিবাজারে বন্ডের লেনদেন বৃদ্ধি পাবে এবং দেশে একটি শক্তিশালী বন্ড মার্কেট বিকশিত হবে।

মাননীয় স্পীকার

১৭৪। কেবল রাজস্ব আহরণই নয় বরং করোনাভাইরাস জনিত চলমান সংকটের কারণে পরিবর্তিত অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে অর্থনীতিকে মূলধারায় ফিরিয়ে আনা এবং মানুষকে নতুনভাবে সক্রিয় হয়ে উঠার সুযোগ সৃষ্টি করা সময়ের দাবী। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দারও পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে। এ অবস্থায় আগামী অর্থবছরে আমাদের অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও দূরদর্শীতার সাথে রাজস্ব নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হবে। অর্থনীতিতে কার্যকর চাহিদা সৃষ্টি এবং তা বজায় রাখার নিমিত্ত পর্যাপ্ত সরকারি ব্যয় নির্বাহের জন্য একদিকে আমাদেরকে অধিক পরিমাণে রাজস্ব যোগান দিতে হবে এবং অন্যদিকে বেসরকারি খাতেও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড গতিশীল রাখতে হবে। Extraordinary time requires extraordinary measures। তাছাড়া কোন কোন ক্ষেত্রে করদাতার রিটার্ন দাখিলে অজ্ঞতার কারনে তাদের কিছু অর্জিত সম্পদ প্রদর্শনে ত্রুটি বিচ্যুতি থাকতে পারে। এ অবস্থায় করদাতাদের আয়কর রিটার্নের এই ক্রটি সংশোধনের সুযোগ প্রদান এবং অর্থনীতির মূল

স্রোতে অর্থ প্রবাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমি আয়কর অধ্যাদেশে আয়কর প্রণোদনা সংক্রান্ত দুটি ধারা সংযোজনের প্রস্তাব করছি। প্রথমত, দেশের প্রচলিত আইনে যা'ই থাকুক না কেন আগামী ১লা জুলাই, ২০২০ থেকে ৩০ জুন, ২০২১ এর মধ্যে ব্যক্তিশ্রেণীর করদাতাগণ আয়কর রিটার্নে অপ্রদর্শিত জমি, বিল্ডিং, ফ্ল্যাট ও এপার্টমেন্ট এর প্রতি বর্গমিটারের উপর নির্দিষ্ট হারে এবং নগদ অর্থ, ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, সঞ্চয়পত্র, শেয়ার, বন্ড বা অন্য কোন সিকিউরিটিজ এর উপর ১০ শতাংশ কর প্রদান করে আয়কর রিটার্নে প্রদর্শন করলে আয়কর কর্তৃপক্ষসহ অন্য কোন কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারবে না। দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অন্যতম চালিকাশক্তি পুঁজিবাজারকে গতিশীল করার লক্ষ্যে তিন বছর লক-ইনসহ কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে আগামী ১লা জুলাই, ২০২০ থেকে ৩০ জুন, ২০২১ এর মধ্যে ব্যক্তিশ্রেণীর করদাতাগণ পুঁজিবাজারে অর্থ বিনিয়োগ করলে এবং উক্ত বিনিয়োগের উপর ১০ শতাংশ কর প্রদান করলে আয়কর কর্তৃপক্ষসহ অন্য কোন কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারবে না। প্রস্তাবিত বিধানসমূহ কার্যকর হলে অর্থনীতির মূল স্রোতে অর্থ প্রবাহ বাড়বে, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে, এবং আয়কর রাজস্ব আহরণ বাড়বে বলে আমি আশা করছি।

মাননীয় স্পীকার

১৭৫। আন্ডার ইনভয়েসিং, ওভার ইনভয়েসিং ও ভুয়া বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থ পাচার ও কর ফাঁকির অভিযোগ রয়েছে। এ ধরনের অর্থ পাচার ও কর ফাঁকির বিষয়ে সরকারের অবস্থান কঠোর। এ প্রবণতা রোধকল্পে বিদ্যমান অন্যান্য সকল বিধানাবলীর পাশাপাশি আয়কর অধ্যাদেশে একটি নতুন ধারা সংযোজনের প্রস্তাব করছি। প্রস্তাবিত বিধান অনুযায়ী যে পরিমাণ অর্থ আন্ডার ইনভয়েসিং ও ওভার ইনভয়েসিং করে পাচার হয়েছে এবং যে পরিমাণ প্রদর্শিত বিনিয়োগ ভুয়া হিসেবে প্রমাণিত হবে তার উপর ৫০ শতাংশ হারে কর আরোপিত হবে। আন্ডার ইনভয়েসিং, ওভার ইনভয়েসিং ও ভুয়া বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থ পাচার ও কর ফাঁকি রোধে প্রস্তাবিত বিধান অত্যন্ত ফলপ্রসূ হবে

বলে আমি আশা করি।

মাননীয় স্পীকার

১৭৬। আমি আগেই বলেছি আমাদের সরকারের বিগত এক যুগ সফলভাবে দেশ পরিচালনায় বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক সূচকে অগ্রগতির পাশাপাশি আমাদের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে অনেক নাগরিক আয়কর প্রদানে সক্ষমতা অর্জন করেছেন। বর্তমানে আইনী বাধ্যবাধকতা না থাকার কারণে টিআইএনধারীর অর্ধেকেরও কম আয়কর রিটার্ন দাখিল করে থাকেন। ফলে অনেক টিআইএনধারীর ক্ষেত্রে করযোগ্য আয় থাকা সত্ত্বেও আয়কর রিটার্ন দাখিল না করে কর পরিশোধ এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে। তাই আমি যৌক্তিক কয়েকটি ক্ষেত্র ব্যতীত সকল টিআইএন গ্রহণকারীর জন্য আয়কর রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামুলক করার বিধান প্রস্তাব করছি। প্রস্তাবিত বিধান কার্যকর হলে আয়কর রিটার্ন দাখিলকারীর সংখ্যা বাড়বে এবং করফাঁকির সুযোগ বন্ধ হবে। আয়কর প্রদানে সক্ষম সকল নাগরিক যাতে অতি সহজে আয়কর রিটার্ন দাখিল এবং আয়কর প্রদান করতে পারেন সে জন্য আয়কর রিটার্ন ফরমের সহজীকরণ প্রয়োজন। তাই, প্রান্তিক করদাতাবৃন্দের আয়কর রিটার্ন দাখিল সহজ করার লক্ষ্যে বিদ্যমান আয়কর রিটার্ন ফরমসমূহের পাশাপাশি এক পৃষ্ঠার একটি নতুন আয়কর রিটার্ন ফরমের প্রস্তাব করছি। আমি আশা করি সহজীকৃত ফরমে করদাতাগণ সহজেই আয়কর রিটার্ন দাখিল ও আয়কর প্রদান করে একজন নাগরিক হিসেবে দেশের উন্নয়নে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়ে গর্ববোধ করবেন।

মাননীয় স্পীকার

১৭৭। ভিশন ২০৪১ এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ অর্জনে অধিকতর রাজস্ব আহরণ ও আর্থিক শৃংখলা বজায় রাখতে দেশে একটি শক্তিশালী এবং স্বচ্ছ কর বিভাগের বিকল্প নেই। বক্তব্যের প্রারম্ভে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর কর

ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা এবং কর ব্যবস্থাপনার সংস্কার ও পুনর্গঠনের উপর আমি গুরুত্ব আরোপ করেছি। আয়কর বিভাগের অনলাইন রিটার্ন দাখিল ও কর পরিশোধসহ BITAX System কে আধুনিকীকরণ করে প্রকৃত ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন প্রসেসকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। System integration and system interoperability এর মাধ্যমে কর বিভাগকে দেশের অন্যান্য সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ডাটাবেজে এক্সেস প্রদান করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। Virtual economy, international taxation এবং audit কার্যক্রমের উপর বিশেষ জোর দেয়া হবে। চলমান জরিপ কার্যক্রমকে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর করে আরো বেগবান করার মাধ্যমে করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা রয়েছে। কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশে একটি আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন কর একাডেমি প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নেয়া হয়ছে। আয়কর আইনকে যুগোপযোগী করে ব্যবসা ও উন্নয়ন বান্ধব করার লক্ষ্যে নতুন আইন প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং আয়কর বিধানাবলী পরিপালনে সর্বাত্মক প্রচার প্রচারণার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। নতুন করদাতা ও রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধিসহ কর্মক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শনকারী কর কর্মকর্তাগণকে বিশেষ প্রণোদনাসহ তাদের কাজের পৃথক মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি প্রদানের নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে। আশা করা যায়, এ সকল কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়ন এবং প্রস্তাবিত আইনি পরিবর্তনের ফলে কর বিভাগ তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে অধিকতর সক্ষম হবে। ফলে রাজস্ব আহরণের চলমান ধারা আরো বেগবান হবে এবং সার্বিকভাবে উন্নয়নের অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে তা ইতিবাচক ও বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে।

মূল্য সংযোজন কর

মাননীয় স্পীকার

১৭৮। মূল্য সংযোজন কর (মূসক) একটি আধুনিক পরোক্ষ কর (indirect tax) ব্যবস্থা। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আহরিত রাজস্বের মধ্যে মূসকের

অবদান সবচেয়ে বেশী। জনবান্ধব, রাজস্ববান্ধব ও উন্নয়নবান্ধব একটি মূসক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২০১৯ সালের ১ জুলাই থেকে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ কার্যকর করা হয়। ব্যবসায়ীগণের সাথে দীর্ঘদিন আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এ আইনের বাস্তবায়ন শুরু করা হয়েছে এবং এই আইন কার্যকর করার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের গতি বৃদ্ধি পেয়েছে। ভ্যাট অনলাইন প্রকল্পের মাধ্যমে মূসক সংক্রান্ত কার্যক্রমকে আধুনিক কম্পিউটার ভিত্তিক করার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। এই প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হলে বর্তমান অর্থবছর হতে চালু হওয়া মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর সুফল অনেক বেশী মাত্রায় পাওয়া সম্ভব হবে। আমি এখন মূসক খাতে নিম্নরূপ প্রস্তাবাবলী মহান সংসদের সদয় বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করছিঃ

মাননীয় স্পীকার

১৭৯। বর্তমান বৈশ্বিক মহামারী COVID-19 এর কারণে আর্থসামাজিক উন্নয়ন যাতে বাধাগ্রস্ত না হয় সে লক্ষ্যে জাতীয় অর্থনীতিতে নানামুখী পদক্ষেপের অংশ হিসেবে মূল্য সংযোজন কর খাতেও নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তারই অংশ হিসেবে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর প্রয়োগ আরো ব্যবসাবান্ধব ও গতিশীল করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রস্তাব করা হয়েছে।

১৮০। করোনা ভাইরাস এর কারণে বিশ্বব্যাপী যে অর্থনৈতিক মন্দার আশংকা তৈরি হয়েছে তা মোকাবেলায় সময়োপযোগী ও ব্যবসা-বান্ধব করার লক্ষ্যে আমি বিদ্যমান আইনের প্রয়োগ সহজ করার জন্য নিম্নোক্ত প্রস্তাব করছি:

ক) নতুন আইন সহজ, প্রাঞ্জল ও অধিকতর ব্যবসাবান্ধব করার জন্য মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর কতিপয় ধারার সংশোধন, পরিমার্জন, পরিবর্তন ও সংযোজনের প্রস্তাব করছি;

খ) আইনের পরিবর্তনের সাথে সঙ্গতি রেখে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর কতিপয় বিধি ও ফরমে সংশোধন, পরিমার্জন,

পরিবর্তন ও সংযোজনের প্রস্তাব করছি;

গ) স্থানীয় উৎপাদনমুখী শিল্পের চলার পথ মসৃন করার জন্য আমদানি পর্যায়ে শিল্পের কাঁচামাল এর উপর আগাম কর ৫ শতাংশ হতে হ্রাস করে ৪ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি;

ঘ) আইনটিকে আরো করদাতাবান্ধব করার লক্ষ্যে ব্যবসায়ীদের রেয়াত গ্রহণের সময়সীমা ২ করমেয়াদ হতে বৃদ্ধি করে ৪ করমেয়াদ করার প্রস্তাব করছি;

ঙ) ব্যবসায়ীদের সুবিধার্থে রেয়াত গ্রহণের আওতা বৃদ্ধি করে পরিবহন সেবার ৮০ শতাংশ রেয়াতযোগ্য করার প্রস্তাব করছি;

চ) বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে সাব-কন্ট্রাক্টরদের বিল হতে একাধিকবার মূসক কর্তন পরিহারের লক্ষ্যে আইনে নতুন উপ-ধারা সংযোজনের প্রস্তাব করছি;

ছ) করদাতাগণ যাতে তাদের ব্যবহৃত উপকরণের উপর সহজেই আংশিক উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করতে পারে সে লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ধারার সংশোধনের প্রস্তাব করছি;

জ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারী ও জরুরি অবস্থার কারণে অনেক ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীগণের যথাসময়ে রিটার্ন দাখিল দূরুহ হয়ে পড়ে। ফলে জরিমানা ও সুদ প্রদান করার মতো পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। এক্ষেত্রে জরিমানা ও সুদ আরোপ ব্যতিত দাখিলপত্র পেশের সময়সীমা বৃদ্ধির জন্য আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধনীর প্রস্তাব করছি;

ঝ) মূল্য সংযোজন কর দাখিলপত্র মেয়াদ সমাপ্তির ১৫ তারিখের মধ্যে দাখিল করার বিধান রয়েছে। কোন কারণে ১৫ তারিখ সরকারি ছুটি থাকলে তৎপরবর্তী কর্মদিবসে রিটার্ন পেশের বিধান আইনে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করছি;

ঞ) মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত অপরাধ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সংক্ষিপ্ত বিচারাদেশের (Summary Adjudiciation) এর বিধান সংযোজনের

প্রস্তাব করছি;

ট) উৎসে মূল্য সংযোজন কর পদ্ধতির জটিলতা নিরসন এবং ব্যবসায়ীদের রেয়াত গ্রহণের সুবিধার্থে গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ ও টেলিফোন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইস্যুকৃত বিলকে চালানপত্র হিসেবে গণ্য করার প্রস্তাব করছি;

ঠ) অযৌক্তিক মূসক মামলা দায়েরের প্রবণতা হ্রাসের লক্ষ্যে আপীলাত ট্রাইব্যুনাল ও আপীল কমিশনারেটে আপীল দায়েরের ক্ষেত্রে তর্কিত আদেশে উল্লিখিত দাবীকৃত করের ১০ (দশ) শতাংশের পরিবর্তে ২০ (বিশ) শতাংশ পরিমাণ অর্থ পরিশোধের প্রস্তাব করছি;

ড) ব্যবসা-বাণিজ্য সহজীকরণের লক্ষ্যে অব্যবহৃত বা ব্যবহারের অনুপযোগী উপকরণের নিষ্পত্তি, দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্থ বা ধ্বংসপ্রাপ্ত পণ্যের নিষ্পত্তি ও বর্জ্য (ওয়েষ্ট) বা উপজাত পণ্যের সরবরাহ ও ব্যবস্থাপনার জন্য নতুন বিধি সংযোজনের প্রস্তাব করছি;

ঢ) দাপ্তরিক কাজে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কমিশনার এর পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট ধারা সংশোধন করে কমিশনার বা যথোপযুক্ত কর্মকর্তা সংযোজন করার প্রস্তাব করছি;

ণ) করদাতাদের সুবিধার্থে মাঠ পর্যায়ের সার্কেল অফিসেও দাখিলপত্র পেশের বিধান সংযোজন করার প্রস্তাব করছি;

ত) বকেয়া এক্সাইজ ট্যাক্স বা আবগারি শুল্ক আদায় প্রক্রিয়া আরো কার্যকর করার লক্ষ্যে The Excises and Salt Act, 1944 এর সংশ্লিষ্ট ধারাগুলিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনয়নের প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পীকার

১৮১। সরকারের অগ্রাধিকারমূলক ও Fast Track ভুক্ত প্রকল্প যেমন- রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, হাইটেক পার্ক, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল ও

পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ প্রকল্পে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান মূসক অব্যাহতি সুবিধা বহাল রাখার প্রস্তাব করছি। একইসাথে ভারী প্রকৌশল শিল্প, রপ্তানি খাতের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং দেশীয় শিল্পের বিকাশের জন্য অটোমোবাইল, রেফ্রিজারেটর, ফ্রিজার, এয়ার কন্ডিশনার শিল্পসহ কতিপয় শিল্পখাতে বিদ্যমান মূসক ও সম্পূরক শুল্কের অব্যাহতি বহাল রাখার প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পীকার

১৮২। জনস্বার্থ ও দেশীয় শিল্পের বিকাশের জন্য আমি এখন ২০২০-২১ অর্থবছরে কতিপয় ক্ষেত্রে মূসক হার পরিবর্তন ও অব্যাহতি প্রদানের প্রস্তাব পেশ করছি:

ক) স্থানীয় পর্যায়ে মোবাইল টেলিফোন সেট উৎপাদনের উপর মূসক অব্যাহতি এবং সংযোজন খাতে ৫ শতাংশ হারে মূসক বিদ্যমান রয়েছে। উক্ত অব্যাহতির মেয়াদ আগামী ৩০ জুন, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখে শেষ হবে। দ্রুত বর্ধনশীল এ খাতের সম্প্রসারণের লক্ষ্যে উক্ত সুবিধা আরো ১ (এক) বছর বৃদ্ধির প্রস্তাব করছি;

খ) স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত সরিষার তেলের উপর মূসক অব্যাহতির প্রস্তাব করছি;

গ) কৃষিখাতে প্রণোদনা প্রদানের জন্য কৃষি যন্ত্রপাতি, যথা:- পাওয়ার রিপার, পাওয়ার টিলার অপারেটেড সিডার, কম্বাইন্ড হার্ভেস্টার, রোটারি টিলার এর ওপর ব্যবসায়ী পর্যায়ে মূসক অব্যাহতির প্রস্তাব করছি;

ঘ) পরিবেশবান্ধব সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহারকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে IDCOL (Infrastructure Development Company Ltd.) এর পার্টনার অর্গানাইজেশনসমূহের 60 AMP পর্যন্ত সোলার ব্যাটারী ক্রয়ের ক্ষেত্রে উৎপাদন পর্যায়ে মূসক অব্যাহতির প্রস্তাব করছি;

ঙ) স্থানীয় পর্যায়ে তথ্যপ্রযুক্তি খাত বিকাশের লক্ষ্যে দেশে উৎপাদিত Loaded PCB (Printed Circuit Board), Unloaded PCB এবং Router এর উপর ৫ শতাংশ হারে মূসক আরোপের প্রস্তাব করছি;

চ) দেশে উৎপাদিত আলু ব্যবহার করে পটেটো ফ্লেক্স তৈরির উপর মূসক ১৫ শতাংশ হতে হ্রাস করে ৫ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি;

ছ) দেশে ভূট্টা উৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই ভুট্টা ব্যবহার করে স্থানীয়ভাবে মেইজ স্টার্চ উৎপাদনের ক্ষেত্রে মূসক ১৫ শতাংশ হতে হ্রাসপূর্বক ৫ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি;

জ) দেশীয় টেক্সটাইল শিল্প বিকাশের লক্ষ্যে পলিস্টার, রেয়ন ও অন্যান্য সকল সিনথেটিক সুতার উপর মূসক মূল্যভিত্তিক ৫ শতাংশ হতে হ্রাসপূর্বক সুনির্দিষ্ট কর ৬ টাকা প্রতি কেজি এবং সকল ধরনের কটন সুতার উপর সুনির্দিষ্ট কর ৪ টাকা প্রতি কেজি হতে হ্রাসপূর্বক ৩ টাকা প্রতি কেজি নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পীকার

১৮৩। বৈশ্বিক মহামারী করোনাভাইরাস সনাক্তকরণ ও প্রতিরোধের লক্ষ্যে Covid-19 Test Kits এর আমদানি, উৎপাদন ও ব্যবসায়ী পর্যায়ের মূসক অব্যাহতির প্রস্তাব করছি। এর পাশাপাশি স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষার জন্য দেশে উৎপাদিত Personal Protective Equipment (PPE) এবং Surgical Mask (Face Mask সহ) এর উৎপাদন ও ব্যবসায়ী পর্যায়ের জন্যও মূসক অব্যাহতির প্রস্তাব করছি। এছাড়াও কোভিড-১৯ নিরোধক ঔষধের আমদানি, উৎপাদন ও ব্যবসায়ী পর্যায়ের মূসক প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি। পাশাপাশি বৈশ্বিক এই দুর্যোগকালে জনগণের মানসিক স্বাস্থ্য ও মনোবল অটুট রাখার স্বার্থে মেডিটেশন সেবার উপর মূসক অব্যাহতি বলবৎ রাখার প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পীকার

১৮৪। বর্তমানে আসবাবপত্রের কারখানা পর্যায়ে ৭.৫ শতাংশ এবং বিপণন পর্যায়ে ৫ শতাংশ মূসক বিদ্যমান রয়েছে। উভয় ক্ষেত্রে সমতা বিধানের লক্ষ্যে আসবাবপত্রের বিপণন কেন্দ্রের উপর মূসক ৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৭.৫ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত লঞ্চ সার্ভিসের ক্ষেত্রে মূসক ৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ১০ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি।

১৮৫। কার ও জীপ এর রেজিস্ট্রেশনসহ এই দুটি বাহনের ক্ষেত্রে বিআরটিএ প্রদত্ত অন্যান্য সার্ভিস ফি এর ওপর সম্পূরক শুল্ক ১০ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে ১৫ শতাংশ, চার্টার্ড বিমান ও হেলিকপ্টার ভাড়ার উপর বিদ্যমান সম্পূরক শুল্ক ২৫ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে ৩০ শতাংশ, মোবাইল ফোনের সিম/রিম কার্ড ব্যবহারের মাধ্যমে প্রদত্ত সেবার উপর সম্পূরক শুল্ক ১০ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে ১৫ শতাংশ, বিভিন্ন প্রসাধনী সামগ্রীর উপর সম্পূরক শুল্ক ৫ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে ১০ শতাংশ এবং সিরামিকের সিঙ্ক, বেসিন ইত্যাদির উৎপাদন পর্যায়ে ১০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পীকার

১৮৬। তামাকজাত পণ্যের ব্যবহার কমানো এবং রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে তামাক ও তামাকজাত পণ্যের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ প্রস্তাব করছি:

ক) সিগারেটের নিম্নস্তরের দশ শলাকার দাম ৩৯ টাকা ও তদুর্ধ্ব এবং সম্পূরক শুল্ক ৫৭ শতাংশ ধার্যের প্রস্তাব করছি। এছাড়া, মধ্যম স্তরের দশ শলাকার দাম ৬৩ টাকা ও তদুর্ধ্ব, উচ্চ স্তরের দশ শলাকার দাম ৯৭ টাকা ও তদুর্ধ্ব, অতি-উচ্চ স্তরের দশ শলাকার দাম ১২৮ টাকা ও তদুর্ধ্ব এবং এই তিনটি স্তরের সম্পূরক শুল্ক ৬৫ শতাংশ নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি;

খ) যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিত হাতে তৈরি ফিল্টার বিহীন বিড়ির পঁচিশ শলাকার দাম ১৪ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১৮ টাকা, বারো শলাকার দাম ৬.৭২ টাকা

হতে বৃদ্ধি করে ৯ টাকা ও আট শলাকার দাম ৪.৪৮ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৬ টাকা এবং সম্পূরক শুল্ক ৩০ শতাংশ অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করছি। ফিল্টার সংযুক্ত বিড়ির বিশ শলাকার দাম ১৭ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১৯ টাকা ও দশ শলাকার দাম ৮.৫০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১০ টাকা এবং সম্পূরক শুল্ক ৪০ শতাংশ অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করছি;

গ) প্রতি দশ গ্রাম জর্দার দাম ৪০ টাকা ও সম্পূরক শুল্ক ৫৫ শতাংশ এবং প্রতি দশ গ্রাম গুলের দাম ২০ টাকা ও সম্পূরক শুল্ক ৫৫ শতাংশ নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পীকার

১৮৭। The Excises and Salt Act, 1944 (Act No. 1 of 1944) এর আওতায় বর্তমানে ব্যাংক হিসাব ও বিমান টিকিটের উপর আবগারি শুল্ক আদায় করা হয়ে থাকে। উক্ত আইনের প্রয়োগ সহজবোধ্য ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে কতিপয় ধারা সংযোজন ও সংশোধনের প্রস্তাব করছি। এর পাশাপাশি ব্যাংক হিসাবের স্থিতির উপর আবগারি শুল্কের হার নিম্নোক্তভাবে পরিবর্তনের প্রস্তাব করছি:

ক) ১০ লক্ষ টাকা তদুর্ধ্ব থেকে ১ কোটি টাকা পর্যন্ত ২,৫০০/- টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৩,০০০/- টাকা;

খ) ১ কোটি টাকা তদুর্ধ্ব থেকে ৫ কোটি টাকা পর্যন্ত ১২,০০০/- টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১৫,০০০/- টাকা; এবং

গ) ৫ কোটি টাকা তদুর্ধ্ব ২৫,০০০/- টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৪০,০০০/- টাকা করার প্রস্তাব করছি।

উল্লেখ্য যে, ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ব্যাংক হিসাবের স্থিতি থাকলে সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য আবগারী শুল্কের হার বৃদ্ধি করা হয়নি।

মাননীয় স্পীকার

১৮৮। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভ্যাট অনলাইন প্রকল্পের আওতায় ঘরে বসেই অনলাইনে ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন ও ভ্যাট রিটার্ন দাখিলের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদনের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে, প্রায় ১ লক্ষ ৭০ হাজার প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন অনলাইনে সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া, অনলাইনে ভ্যাট দাখিলপত্র প্রদান চালু হয়েছে যার হার প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইতোমধ্যে ৩৫ হাজার করদাতা অনলাইনে দাখিলপত্র জমা প্রদান করছেন। VAT Online Project কর্তৃক e-payment module প্রস্তুত করা হয়েছে যা অতি শীঘ্রই চালু হবে। ভ্যাট অনলাইন প্রকল্পের মাধ্যমে ডিজিটালাইজড মূসক ব্যবস্থাপনা গঠনের মাধ্যমে cost of doing business উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং এতে করে কর প্রশাসনের গতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আরো বৃদ্ধি পাবে।

মাননীয় স্পীকার

১৮৯। বাংলাদেশে প্রায় ৪০ লক্ষ ক্ষুদ্র ও মাঝারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে। এ খাতটি ভ্যাট আহরণের জন্য অত্যন্ত সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র। তবে এখাত থেকে ভ্যাট আহরণ বেশ চ্যালেঞ্জিং। ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে বর্তমানে এ খাত থেকে মোট ভ্যাট এর শতকরা ৩ ভাগ মাত্র আদায় করা হয়ে থাকে। বেশ কয়েক বছর আগে থেকে এ খাত থেকে কিভাবে স্বয়ংক্রিয় (automated) পদ্ধতিতে ভ্যাট আহরণ করা যায় সে ভাবনা শুরু হয়। এ বিষয়ে বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে Electronic Cash Register (ECR) স্থাপন করা হয়। কিন্তু কিছু কারিগরি অপ্রতুলতার কারণে ECR থেকে কাংখিত সুফল লাভ করা যায়নি। অতঃপর, ECR এর সুফল না পাওয়ার কারণগুলো পর্যালোচনা করে এবং এ বিষয়ে বিভিন্ন দেশে সর্বশেষ কি প্রযুক্তি ব্যবহার হচ্ছে সে অভিজ্ঞতার আলোকে Electronic Fiscal Device (EFD) চালুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। প্রাথমিকভাবে ১০ হাজার EFD ডিভাইস স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহন করা

হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সারাদেশে ৫ লক্ষ EFD মেশিন স্থাপন করার পরিকল্পনা রয়েছে। নানা আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদন করে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে EFD স্থাপনের বিষয়টি কিছুটা বিলম্বিত হয়। পরিশেষে, মুজিব বর্ষে মার্চ, ২০20 এর শেষ সপ্তাহে EFD স্থাপন উদ্বোধন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তদানুযায়ী যাবতীয় প্রস্তুতিও সম্পন্ন করা হয়েছিল। কিন্তু মার্চের প্রথম দিকে বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস এর প্রাদুর্ভাব ঘটার কারণে বিষয়টি বিলম্বিত হচ্ছে। তবে করোনা মহামারী পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ চালুর পর EFD স্থাপনের কাজ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শুরু করা হবে। আশা করা যায় মুজিব বর্ষেই আমরা EFD উপহার দিতে পারবো । "**মুজিব বর্ষের উপহার EFD এর ব্যবহার" এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আমরা আমাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এগিয়ে চলছি।**

আমদানি-রপ্তানি শুল্ক-কর

মাননীয় স্পীকার

১৯০। করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর প্রাদুর্ভাবের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ অর্থনীতি পুনর্গঠনের লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে দেশীয় অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এবং যথাযথ রাজস্ব আদায়ের স্বার্থে আগামী ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে আমদানি পর্যায়ে বিদ্যমান শুল্ক-কর কাঠামোকে আরো উদার ও যৌক্তিকীকরণ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। দেশীয় শিল্প, বাণিজ্য ও ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ করার জন্য বিভিন্ন মহল, ব্যবসায়ী সংগঠন ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারগণ হতে প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ বিস্তারিত পর্যালোচনা করে ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে আমদানি শুল্ক-কর বিষয়ে প্রণীত প্রস্তাব আমি এখন আপনার মাধ্যমে মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করছি।

মাননীয় স্পীকার

১৯১। আমদানি পর্যায়ের শুল্ক, রেগুলেটরি ডিউটি, সম্পূরক শুল্ক ও মূল্য

সংযোজন কর সংক্রান্ত প্রস্তাবসমূহ প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলো বিবেচনায় নেয়া হয়েছে:

- করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর ফলে সৃষ্ট বৈশ্বিক মহামারিতে বিপর্যস্ত অর্থনীতিকে পুনর্গঠনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
- বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়;
- রপ্তানিমুখি শিল্প এবং তার অগ্র-পশ্চাদ শিল্পে প্রণোদনা;
- কৃষি, চিকিৎসা, চামড়া, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ এবং আইসিটি খাতের বিকাশ ও উন্নয়ন;
- Ease of doing business সূচকে বাংলাদেশের অবস্থানের উন্নয়ন;
- চোরাচালান, অসত্য ঘোষণা প্রতিরোধ এবং বন্ড সুবিধার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ; এবং
- স্থানীয় শিল্পের বিকাশ ও প্রতিরক্ষণে শুল্কহার যৌক্তিকীকরণের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব (মূল্য সংযোজন কর ও আয়কর) আহরণ বৃদ্ধি।

মাননীয় স্পীকার

১৯২। চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিদ্যমান ছয় স্তর বিশিষ্ট আমদানি শুল্ক (Customs Duty) কাঠামো (০%, ১%, ৫%, ১০%, ১৫% এবং ২৫%), সর্বোচ্চ আমদানি শুল্ক আরোপিত রয়েছে এমন পণ্যের উপর বিদ্যমান রেগুলেটরি ডিউটি ৩% এবং বার স্তর বিশিষ্ট সম্পূরক শুল্কহার (১০%, ২০%, ৩০%, ৪৫%, ৬০%, ১০০%, ১৫০%, ২০০%, ২৫০%, ৩০০%, ৩৫০% এবং ৫০০%) আগামী ২০২০-২১ অর্থবছরেও অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়া, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী, সার, বীজ, জীবন রক্ষাকারী ঔষধ এবং কাঁচা তুলাসহ আরো কতিপয় শিল্পের কাঁচামালের ক্ষেত্রে বিদ্যমান শুল্কহার অপরিবর্তিত রাখার প্রস্তাব করছি।

১৯৩। উপর্যুক্ত মৌলিক বিষয়সমূহকে প্রাধান্য দিয়ে প্রস্তাবসমূহের খাতভিত্তিক বিবরণ আপনার সদয় সম্মতি নিয়ে মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করছি:

(ক) কৃষিখাত

মাননীয় স্পীকার

১৯৪। বাংলাদেশ এখনও কৃষি প্রধান দেশ এবং কৃষি আমাদের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত। কৃষিখাতের প্রধান উপকরণসমূহ, বিশেষ করে সার, বীজ, কীটনাশক ইত্যাদি আমদানিতে শূন্য শুল্কহার অব্যাহত রাখা হয়েছে। রেয়াতি শুল্ক হারে কৃষি যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানির সুবিধা সম্প্রসারণ করার প্রস্তাব করছি।

১৯৫। দেশে বর্তমানে প্রচুর পেঁয়াজের চাষ হচ্ছে। কিন্তু আমদানিকৃত পেঁয়াজে শূন্য শুল্কহার বিদ্যমান থাকায় দেশীয় পেঁয়াজ চাষীরা উৎপাদন ব্যয়ের তুলনায় ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হওয়ার শঙ্কা রয়েছে। এতে ভবিষ্যতে পেঁয়াজ চাষের ক্ষেত্রে চাষীরা নিরুৎসাহিত হতে পারে। তাই, দেশীয় পেঁয়াজ চাষীদের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ, পেঁয়াজ চাষে উৎসাহ প্রদান এবং আমদানির উপর নির্ভরশীলতা হ্রাসের লক্ষ্যে পেঁয়াজ আমদানিতে কিছুটা আমদানি শুল্ক আরোপ করার প্রস্তাব করছি।

১৯৬। দীর্ঘদিন যাবৎ দেশে খাবার লবণ (সোডিয়াম ক্লোরাইড) আমদানি নিষিদ্ধ থাকলেও শিল্প লবণ (সোডিয়াম সালফেট/ডাইসোডিয়াম সালফেট) আমদানির সুযোগ রয়েছে। খাবার লবণের সাথে শিল্প লবণের দামের তারতম্য অনেক বেশি হওয়ায় অপঘোষণার মাধ্যমে খাবার লবণ আমদানির প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। তাছাড়া, খাবার লবণের সাথে শিল্প লবণ মিশিয়ে বাজারজাত করার অভিযোগও শোনা যায় যা জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এতে দেশের প্রান্তিক পর্যায়ের লবণ চাষী ও লবণ মিলসমূহ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে এবং জনস্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে। দেশে উৎপাদিত লবণের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি

নিশ্চিতকরণ এর মাধ্যমে লবণ চাষীদের প্রতিরক্ষণ এবং জনস্বাস্থ্য ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে শিল্প লবণ (সোডিয়াম সালফেট/ডাইসোডিয়াম সালফেটের) আমদানিতে বিদ্যমান শুল্কহার বৃদ্ধির প্রস্তাব করছি।

১৯৭। মৎস্য, পোল্ট্রি ও ডেইরি খাতের টেকসই উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে উক্ত খাতের খাদ্যসামগ্রী ও নানাবিধ উপকরণ আমদানিতে বিগত সময়ে প্রদত্ত রেয়াতি সুবিধা অব্যাহত রেখে নতুন ২টি উপকরণ (Soyabean oil cake ও Soya protein concentrate) রেয়াতি সুবিধার অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করছি। এর ফলে, পোল্ট্রি খাদ্যসামগ্রীর কাঁচামালের আমদানি ব্যয় হ্রাস পাবে। এছাড়া, পোল্ট্রিখাতের প্রতিরক্ষণে প্রক্রিয়াজাত মুরগীর অংশ বিশেষ (chicken in cut piece form) আমদানির ক্ষেত্রে শুল্কহার বৃদ্ধির প্রস্তাব করছি। কৃষিখাতের বিভিন্ন উপখাতের প্রণোদনা **(পরিশিষ্ট 'খ' এর সারণী- ১)** তুলে ধরা হয়েছে।

(খ) শিল্পখাত

মাননীয় স্পীকার

১৯৮। করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর ফলে সৃষ্ট বৈশ্বিক মহামারীতে বিপর্যস্ত অর্থনীতিকে পুনর্গঠনের জন্য কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগ সৃষ্টিতে শিল্পখাতের গুরুত্ব অপরিসীম। শিল্পখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, যথাযথ প্রতিরক্ষণের মাধ্যমে বিদ্যমান শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার এবং রপ্তানিমুখি শিল্পের বহুমুখি প্রসারের কৌশল অবলম্বনে শিল্পখাতের বিভিন্ন উপখাতের জন্য শুল্ক-কর হ্রাস/বৃদ্ধির নিম্নরূপ প্রস্তাব করছি**: (পরিশিষ্ট 'খ' এর সারণী- ২ দ্রষ্টব্য)**।

১) **ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প**: ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এস.এম.ই) খাতের উন্নয়নের কথা বিবেচনা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হালকা প্রকৌশলকে '২০২০ সালের বর্ষ পণ্য' ঘোষণা করেছেন। এর গুরুত্ব অনুধাবন করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রতিরক্ষণে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এস.এম.ই ফাউন্ডেশনের সুপারিশের আলোকে এস.এম.ই শিল্পের পণ্য উৎপাদনে

ব্যবহৃত কতিপয় উপকরণ আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছে। এস.এম.ই শিল্প কর্তৃক তৈরিকৃত পণ্য (যেমন: পেরেক, স্ক্রু, ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ ইত্যাদি) আমদানিতে উক্ত শিল্পের প্রতিরক্ষণের জন্য শুল্ককর বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। দেশীয় মধু চাষীদের স্বার্থ সংরক্ষণে এবং তাদের প্রতিরক্ষণের জন্য মধু আমদানিতে বিদ্যমান শুল্কহার খানিকটা বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।

২) **রপ্তানি শিল্প**: শতভাগ রপ্তানিমুখি গার্মেন্টস এবং টেক্সটাইল শিল্পকে প্রণোদনা প্রদানের লক্ষ্যে এ শিল্প সংশ্লিষ্ট সংগঠনের ন্যায্য প্রস্তাবসমূহের আলোকে কতিপয় পণ্য (যেমন: RFID Tag, Industrial Racking System, Cutting table ইত্যাদি) আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদানের প্রস্তাব করছি। এছাড়া, বন্ড সুবিধার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে বিদ্যমান বন্ডেড ওয়্যারহাউজ লাইসেন্সিং বিধিমালা যৌক্তিকীকরণের প্রস্তাব করা হয়েছে।

৩) **পাদুকা শিল্প**: রপ্তানি বহুমুখিকরণে সম্ভাবনাময় পাদুকা শিল্পের প্রসারের লক্ষ্যে উক্ত শিল্পের তিনটি কাঁচামাল আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছে।

৪) **ইলেকট্রনিক্স শিল্প:** রেফ্রিজারেটর ও এয়ার কন্ডিশনারের কম্প্রেসার উৎপাদনকারী দেশীয় শিল্পের সুরক্ষায় উক্ত শিল্পের কাঁচামাল আমদানিতে বিদ্যমান রেয়াতি সুবিধা সম্প্রসারণের প্রস্তাব করছি।

৫) **জাহাজ নির্মাণ শিল্প:** দেশীয় জাহাজ নির্মাণ শিল্পের প্রসার ও বিদ্যমান শিল্পের প্রতিরক্ষণে ড্রেজার আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রত্যাহার করে শুল্কহার বৃদ্ধির প্রস্তাব করছি।

৬) **ডিটারজেন্ট শিল্প:** ডিটারজেন্ট শিল্পের অন্যতম প্রধান কাঁচামাল Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid (LABSA) এর শুল্কহার হ্রাস করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

৭) **স্যানিটারি ন্যাপকিন ও ডায়াপার শিল্প:** স্যানিটারি ন্যাপকিন ও ডায়াপার শিল্পের একটি কাঁচামাল Textile back sheet/ Non-woven air through bonded (ADL) আমদানিতে বিদ্যমান রেয়াতি সুবিধা সম্প্রসারণের প্রস্তাব করছি।

৮) **ইস্পাত শিল্প:** ইস্পাত শিল্পের বিকাশে উক্ত শিল্পের একটি কাঁচামাল (refractory cement) আমদানিতে শুল্কহার হ্রাস করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়া, উক্ত শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদনকারী শিল্পের প্রতিরক্ষণে তিনটি পণ্য (Ferro-Manganese, Ferro-silicon, Ferro Silico-manganese) এর আমদানি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে রেগুলেটরি ডিউটি বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।

৯) **প্লাস্টিক ও প্যাকেজিং শিল্প:** প্লাস্টিক ও প্যাকেজিং শিল্পের বিকাশে উক্ত শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় Photographic plates of plastic আমদানিতে শুল্কহার হ্রাস করার প্রস্তাব করছি।

১০) **কাগজ উৎপাদন শিল্প:** কাগজ উৎপাদন শিল্পে প্রয়োজনীয় একটি কাঁচামাল (washing & cleaning agent) আমদানিতে বিদ্যমান শুল্কহার হ্রাস করার প্রস্তাব করছি।

১১) **লুব ব্লেন্ডিং শিল্প:** দেশীয় লুব ব্লেন্ডিং শিল্পের বিকাশে উক্ত শিল্পের প্রধান কাঁচামাল বেইজ অয়েলের উপর বিদ্যমান শুল্কহার হ্রাস করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়া, বেইজ অয়েল, লুব্রিকেটিং অয়েল ও লিক্যুইড প্যারাফিনের ন্যূনতম মূল্য যৌক্তিকীকরণ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

১২) **সি. আর কয়েল শিল্প:** দেশীয় সি,আর, কয়েল উৎপাদনকারী শিল্পকে প্রতিরক্ষণের স্বার্থে উক্ত শিল্পের তৈরি পণ্য আমদানিতে বিদ্যমান রেগুলেটরি ডিউটি বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করছি।

১৩) **এলপিজি সিলিন্ডার ও অটো ট্যাঙ্ক শিল্প:** বিকাশমান এলপিজি সিলিন্ডার ও অটো ট্যাঙ্ক প্রস্তুতকারী শিল্পকে প্রণোদনা প্রদানের লক্ষ্যে কতিপয় নতুন

পণ্য অন্তর্ভূক্ত করে বিদ্যমান রেয়াতি সুবিধা সম্প্রসারণ ও যৌক্তিকীকরণ করার প্রস্তাব করছি।

(গ) স্বাস্থ্যখাত

মাননীয় স্পীকার

১৯৯। করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে বাজেটের প্রাক্কালেই বিশেষ প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে করোনাভাইরাস টেস্টিং কিট, মাস্ক ও ব্যক্তিগত সুরক্ষাসামগ্রী (PPE) আমদানি এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজার, মাস্ক ও PPE উৎপাদনে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানির উপর প্রযোজ্য সমুদয় শুল্ককর মওকুফ করা হয়েছে। স্বাস্থ্যখাতকে আরো সুসংহত করার লক্ষ্যে চিকিৎসাসামগ্রী জীবাণুমুক্তকরণে ব্যবহার্য Autoclave মেশিন স্থানীয়ভাবে উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রবর্তনের প্রস্তাব করছি।

(ঘ) আইসিটিখাত

২০০। আইসিটি খাতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ সেলুলার ফোন উৎপাদন ও সংযোজন শিল্পে রেয়াতি সুবিধা প্রদানের কারণে স্থানীয় পর্যায়ে বেশ কয়েকটি সেলুলার ফোন উৎপাদন ও সংযোজনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। সেলুলার ফোন উৎপাদন উৎসাহিত করা ও সংযোজন শিল্প প্রসারে উক্ত শিল্পের কাঁচামাল আমদানিতে বিদ্যমান রেয়াতি সুবিধা আরো বিনিয়োগ বান্ধব ও যৌক্তিকীকরণ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়া, এ শিল্পের প্রতিরক্ষণ এবং আমদানি পর্যায়ে সঠিক মূল্য নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে যথাযথ রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যে সেলুলার ফোনের ন্যূনতম মূল্য নির্ধারণের প্রস্তাব করছি।

(ঙ) স্বর্ণ আমদানি

২০১। ২০১৮ সালে স্বর্ণ নীতিমালা প্রণীত হলেও স্বর্ণ আমদানিতে করভার বেশী থাকার ফলে এযাবৎ দেশে বৈধভাবে কোন স্বর্ণ আমদানি হয়নি। অবৈধ পথে স্বর্ণ আমদানি নিরুৎসাহিত করা এবং অথরাইজড ডিলারদের মাধ্যমে বৈধ পথে স্বর্ণ আমদানিতে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে স্বর্ণবার আমদানির উপর বিদ্যমান ১৫% VAT প্রত্যাহার করার প্রস্তাব করছি। আশা করা যায়, এর ফলে বৈধ পথে স্বর্ণ আমদানি এবং স্থানীয় পর্যায়ে স্বর্ণালংকার তৈরি ও বিপণন খাতে মূল্য সংযোজন কর আহরণ বৃদ্ধি পাবে **(পরিশিষ্ট 'খ' এর সারণী- ৩ দ্রষ্টব্য)**।

মাননীয় স্পীকার

২০২। বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা চাহিদার তুলনায় কম থাকায় বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর জরুরি ভিত্তিতে দ্রুততার সাথে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ফার্নেস অয়েল বেইজড পাওয়ার প্লান্ট স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এরই ধারাবাহিকতায় বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ হ্রাসের জন্য ২০১১ সালে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ফার্নেস অয়েলের উপর আমদানি পর্যায়ে প্রযোজ্য শুল্ককর মওকুফ করা হয়। ইতোমধ্যে বিকল্প জ্বালানী সহজলভ্য হয়েছে এবং তার মাধ্যমে সাশ্রয়ী মূল্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। ফলে, এখন দেশে চাহিদার তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে। তাই, ফার্নেস অয়েল নির্ভর পাওয়ার প্লান্ট স্থাপন নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে ফার্নেস অয়েল আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রত্যাহার করার প্রস্তাব করছি।

২০৩। মৎস্যখাতকে প্রণোদনা প্রদান এবং ব্লু ইকোনমি'র সুফল পাওয়ার লক্ষ্যে গভীর সমুদ্রে জেলেদের মাছ ধরার অন্যতম প্রধান উপকরণ Electrical Signaling Equipment আমদানিতে শুল্কহার হ্রাস করার প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পীকার

২০৪। বাংলাদেশ সিঙ্গেল উইন্ডো কমিশনারেট গঠন, ডি মিনিমিস বিধিমালা

কার্যকর করা, দ্রুততার সাথে পণ্য খালাস ও বন্দরে পণ্যজট নিরসন, কাস্টমস কর্মকর্তাদের স্বীয় বিবেচনা প্রসূত বিচারিক ক্ষমতা হ্রাস এবং দ্রুত মামলা নিষ্পত্তির নিমিত্ত আপীলাত ট্রাইব্যুনাল পুনর্গঠন এর লক্ষ্যে বিদ্যমান Customs Act, 1969 এ প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পীকার

২০৫। **কাস্টমস আইনের প্রথম তফসিলে সংশোধন:** আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সহজীকরণের উদ্দেশ্যে পণ্যের নামকরণ এবং শ্রেণিবিন্যাসজনিত জটিলতা দূর করার লক্ষ্যে আমদানি-রপ্তানি পণ্যে বিদ্যমান এইচ.এস কোড, বর্ণনা, আমদানি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর ইত্যাদিতে যেসব করণিক ত্রুটি, অসঙ্গতি, বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়েছে তা যথাযথভাবে পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে সংশোধন, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পৃথক এইচ.এস কোড সৃজন ও যৌক্তিকীকরণের প্রস্তাব করছি **(পরিশিষ্ট 'খ' এর সারণী-৪ দ্রষ্টব্য)**।

২০৬। আমদানিকৃত পণ্যের সঠিক মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে যথাযথ রাজস্ব আদায়ের **লক্ষ্যে উচ্চ শুল্ক-কর হার সম্পন্ন** কতিপয় পণ্যের বিদ্যমান ন্যূনতম মূল্য যৌক্তিকীকরণের প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পীকার

২০৭। অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জনের ক্ষেত্রে দ্রুততার সাথে এগিয়ে চলার পথে করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) এর ফলে সৃষ্ট বৈশ্বিক মহামারীর কারণে দেশের অর্থনীতি থমকে দাঁড়িয়েছে। এ পরিস্থিতি হতে উত্তরণের জন্য বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য সহজীকরণে কাস্টমসকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণের বিকল্প নেই। বাংলাদেশ কাস্টমসকে আধুনিকায়নের লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ইতোমধ্যে এ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড এর আপগ্রেডেশন, ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো প্রকল্প বাস্তবায়ন, স্বয়ংক্রিয় কাস্টমস ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা চালু, অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর ব্যবস্থা

প্রবর্তন ইত্যাদি বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ সকল পদক্ষেপ দ্রুত বাস্তবায়ন সম্ভব হলে Ease of doing business এর সূচকে বাংলাদেশের উন্নতি ঘটবে, বিনিয়োগের পথ সুগম হবে এবং দেশের অর্থনীতির চাকা অধিকতর সচল হবে। এতে রাজস্ব আহরণে এক নব দিগন্তের সূচনা হবে বলে আমার বিশ্বাস।

২০৮। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নে ধারাবাহিক অগ্রগতি লাভ করছে। পৃথিবীর সর্বত্রই আজ তাই বাংলাদেশ প্রশংসিত হচ্ছে। তবে আমাদেরকে আরো বহুদূর এগিয়ে যেতে হবে। আমরা উন্নত বিশ্বের কাতারে সামিল হতে বদ্ধপরিকর। আর এক্ষেত্রে রাজস্ব প্রশাসনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে যে সকল আধুনিকায়ন, অটোমেশন ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, আশা করা যায় এগুলোর সফল বাস্তবায়নের ফলে একদিকে যেমন রাজস্ব প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বাড়বে তেমনি রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধিসহ দেশের অর্থনীতি আরো গতিশীল হবে। আমরা অর্জন করব উন্নয়নের অভিষ্ট লক্ষ্য।

অষ্টম অধ্যায়

বাজেটে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও তার বাস্তবায়ন অগ্রগতি

মাননীয় স্পীকার

২০৯। গত বছরের বাজেট বক্তৃতায় আমি আর্থিক খাতে সংস্কার ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অনেকগুলি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। সেগুলোর মধ্যে বেশ কিছু প্রতিশ্রুতি ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন করেছি এবং বেশ কিছুর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আমি আপনার অবগতির জন্য প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন অগ্রগতি ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করছি।

১) বৈধ পথে অর্থ প্রেরণ উৎসাহিত করার জন্য ১লা জুলাই, ২০১৯ হতে প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের উপর ২ শতাংশ হারে প্রণোদনা প্রদান করা হচ্ছে । ফলে চলতি অর্থবছর শেষ হওয়ার ১ মাস আগেই প্রবাস আয়ে গত বছরের সর্বোচ্চ ১৬.৪২ বিলিয়ন ডলারের রেকর্ড ছাড়িয়ে নতুন ১৬.৫৬ বিলিয়ন ডলারের রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে।

২) তৈরী পোষাক রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১লা জুলাই, ২০১৯ হতে তৈরী পোষাকের সকল খাতে ১ শতাংশ হারে রপ্তানি প্রণোদনা প্রদান করা হচ্ছে।

৩) দেশের শিল্প ও ব্যবসা খাতকে প্রতিযোগিতা সক্ষম করার লক্ষ্যে ১ লা এপ্রিল, ২০২০ হতে ব্যাংক ঋণের সুদের হার সর্বোচ্চ ৯ শতাংশে কার্যকর করা হয়েছে।

৪) নতুন আর্থিক ইন্সট্রুমেন্ট প্রচলনের লক্ষ্যে: (ক) ভেঞ্চার ক্যাপিটাল গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে; (খ) প্রথমবারের মত লন্ডন স্টক এক্সচেঞ্জে টাকা ডিনমিনেটেড বাংলা বন্ড চালু করা হয়েছে; (গ) পুঁজিবাজারে ট্রাস্ট দলিল নিবন্ধনে স্ট্যাম্প শুল্ক হ্রাস করা হয়েছে।

৫) পুঁজিবাজারকে গতিশীল ও বিনিয়োগ উৎসাহিত করার জন্য: (ক) ৫০

হাজার টাকা পর্যন্ত লভ্যাংশ আয় করমুক্ত করা হয়েছে; (খ) শেয়ার হতে প্রাপ্ত লভ্যাংশের উপর দ্বৈত কর পরিহার করা হয়েছে; (গ) মুনাফার কমপক্ষে ৫০ শতাংশ নগদ ডিভিডেন্ড ঘোষণা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

৬) আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের শতভাগ স্ক্যানিং চালুর লক্ষ্যে ০২টি স্ক্যানার স্থাপন করা হয়েছে এবং আরো ১৪টি স্ক্যানার সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান আছে।

৭) কর অব্যাহতি পরিহারের অংশ হিসেবে বিগত অর্থবছরের তুলনায় আয় কর, আমদানি শুল্ক এবং মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতি যথাক্রমে ৪১ শতাংশ, ২১.৩৪ শতাংশ এবং ৯২ শতাংশ কমানো হয়েছে।

৮) আর্থিক ও রাজস্ব খাতের মামলার জট নিরসনে সুপ্রিম কোর্টে দু'টি পৃথক বেঞ্চ গঠন করা হয়েছে; ব্যাংক, আর্থিক ও রাজস্ব খাত সংস্কারের অংশ হিসেবে ১০টি বিদ্যমান আইন সংশোধন ও ছয়টি নতুন আইন প্রণয়নের কাজ শুরু হয়েছে।

৯) বর্তমানে ২ লক্ষ ২০ হাজার পেনশনারকে ইএফটি'র মাধ্যমে পেনশন প্রদান হচ্ছে। চলমান মুজিব বর্ষে অবশিষ্ট পেনশনারদের ইএফটি'র আওতায় আনা হবে।

১০) 'জাতীয় সঞ্চয়স্কীম অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' চালুর মাধ্যমে জাতীয় সঞ্চয় স্কিমসমূহের বিক্রয়, মুনাফা, নগদায়ন ইত্যাদি ডিজিটাইজেশন করা হয়েছে। এছাড়াও পোস্টাল সঞ্চয় ও পোস্টাল ব্যাংকিং ব্যবস্থা অটোমেশনের আওতায় আনা হয়েছে।

১১) বিভিন্ন সেক্টরে বীমা চালু করার অংশ হিসাবে: (ক) গবাদি পশু বীমা চালু করা হয়েছে; (খ) সরকারী কর্মচারীদের জন্য জীবন বীমা চালুর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং (গ) কৃষি ক্ষেত্রেও বীমা চালু করা হবে।

১২) বর্তমান অর্থবছরে সর্বমোট ২৬২০টি মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং মাদ্রাসা এমপিওভূক্ত করা হয়েছে।

১৩) নদী ভাঙ্গন কবলিত এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের পুর্নবাসনের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন এবং ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

২১০। অবশিষ্ট প্রতিশ্রুতিগুলির বাস্তবায়ন চলমান আছে। কোভিড-১৯ দুর্যোগের কারণে কিছু কিছু বাস্তবায়ন সময়মত সম্পন্ন হয়নি। তবে অচিরেই সেগুলোর বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা হবে।

উপসংহার

মাননীয় স্পীকার

২১১। আমরা এখন ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটের শেষ পর্বে উপনীত। এই পর্বটি এই বাজেটের উপসংহার।

মাননীয় স্পীকার, প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে সৃষ্ট দেশের এই ক্রান্তিলগ্নে আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার মানুষকে এই ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে রক্ষা করা। পাশাপাশি দেশের মানুষের অন্ন বস্ত্র যোগানের জন্য দেশের অর্থনীতির চাকাও সচল রাখা। এই সংকটময় পরিস্থিতি মোকাবেলায় আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রতিনিয়ত প্রতিটি জনগোষ্ঠীর সাথে সংযুক্ত হচ্ছেন, তাদের বিশ্বাস ও মনোবলের জায়গাটি অটুট রাখতে। কারণ তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন জীবন সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য, থেমে থাকার জন্য নয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনায় রচিত এই বাজেটের হাত ধরেই আমরা অর্থনৈতিক মন্দা কাটিয়ে পূর্বের উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় ভবিষ্যতের কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক ভিত রচনা করবো। ইতোমধ্যে আইএমএফ ঘোষণা করেছে আগামী বছর আমাদের প্রবৃদ্ধি হবে ৯.৫ শতাংশ। যে অমানিশার অন্ধকার আমাদের চারপাশকে ঘিরে ধরেছে, তা একদিন কেটে যাবেই। ইতিহাস সাক্ষী, বাঙ্গালী জাতি শৌর্যবীর্য্যের এক মূর্ত প্রতীক। জাতীয় জীবনে কালক্রমে যেসকল সংকট ও দুর্যোগ এসেছে, বাঙ্গালী জাতি সম্মিলিত শক্তির বলেই সেসব থেকে পরিত্রাণ পেয়েছে। জাতির পিতার নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমরা শত্রুর মোকাবিলা করে বিজয় অর্জন করেছি। তেমনি একইভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সবাই এক পরিবার হয়ে, একে অপরের সাহায্যে করোনাভাইরাস মোকাবিলা যুদ্ধেও আমরা জয়ী হবো, ইনশাআল্লাহ। এই ক্রান্তিকালে বিভ্রান্ত, ভীত বা আতংকিত না হয়ে আমাদের ধৈর্য্য এবং সাহসিকতার সঙ্গে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে। মহান রাব্বুল আলামিন

পবিত্র কোরআনের সূরা আল বাক্বারাহ’র ১৫৫ নম্বর আয়াতে ঘোষণা করেছেন-

‘‘আমি অবশ্যই তোমাদেরকে কিছু না কিছু দিয়ে পরীক্ষায় ফেলবোই: মাঝে মধ্যে তোমাদেরকে বিপদের আতঙ্ক, ক্ষুধার কষ্ট দিয়ে, সম্পদ, জীবন, পণ্য-ফল- ফসল হারানোর মধ্য দিয়ে। আর যারা কষ্টের মধ্যেও ধৈর্য- নিষ্ঠার সাথে চেষ্টা করে, তাদেরকে সুখবর দাও। [আল- বাক্বারাহ ১৫৫] ’’

সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি তার সৃষ্টির অকল্যাণে কিছুই করেন না, যা করেন কল্যাণের জন্যই করেন। তাই অবশ্যই অচিরেই তিনি তার কল্যাণের সুশীতল ছায়ায় আমদেরকে আশ্রয় দিয়ে এই মহামারী ভাইরাস থেকে সকলকে পরিত্রান দান করবেন এবং আমরা ফিরে যাবো আমাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায়, উন্মোচিত হবে এক আলোকিত ভোরের।

মাননীয় স্পীকার, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

জয় বাংলা

জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবি হোক

পরিশিষ্ট-ক

সারণিসমূহের তালিকা

সারণি	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১	আর্থ-সামাজিক খাতে অগ্রগতির চিত্র	১১২
২	এক দশকের অর্জন	১১২
৩	২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ	১১৩
৪	২০২০-২১ অর্থবছরের প্রস্তাবিত আয় ও ব্যয় প্রাক্কলন	১১৪
৫	২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারি বরাদ্দ	১১৫
৬	সমগ্র বাজেটের খাতওয়ারি বরাদ্দ	১১৬
৭	মন্ত্রণালয়/বিভাগওয়ারী বাজেট বরাদ্দ	১১৮

সারণি ১: আর্থ-সামাজিক খাতে অগ্রগতির চিত্র

বছর	প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল (বছর)	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (%)	দরিদ্র জনসংখ্যা (%)	অতিদরিদ্র জনসংখ্যা (%)	সাক্ষরতার হার (%)	শিশু (১ বছরের নীচে) মৃত্যু হার (প্রতি হাজার)
২০০৬	৬৫.৪	১.৪৯	৩৮.৪	২৪.২	৫২.৩	৪৫.০
২০০৭	৬৬.৬	১.৪৭	৩৬.৮	২২.৬	৫৩.৩	৪৩.০
২০০৮	৬৬.৮	১.৪৫	৩৫.১	২১.০	৫৪.৪	৪১.০
২০০৯	৬৭.২	১.৩৬	৩৩.৪	১৯.৩	৫৫.৫	৩৯.০
২০১০	৬৭.৭	১.৩৬	৩১.৫	১৭.৬	৫৬.৮	৩৬.০
২০১১	৬৯.০	১.৩৭	২৯.৯	১৬.৫	৫৫.৮	৩৫.০
২০১২	৬৯.৪	১.৩৬	২৮.৫	১৫.৪	৫৬.৩	৩৩.০
২০১৩	৭০.৪	১.৩৭	২৭.২	১৪.৬	৫৭.২	৩১.০
২০১৪	৭০.৭	১.৩৭	২৬.০	১৩.৮	৫৮.৬	৩০.০
২০১৫	৭০.৯	১.৩৭	২৪.৮	১২.৯	৬৩.৬	২৯.০
২০১৬	৭১.৬	১.৩৭	২৪.৩	১২.৯	৭১.০	২৮.০
২০১৭	৭২.০	১.৩৭	২৩.১*	১২.১*	৭২.৩	২৪.০
২০১৮	৭২.৩	১.৩৭	২১.৮*	১১.৩*	৭৩.২	২২.০
২০১৯	৭২.৪**	১.১০**	২০.৫*	১০.৫*	-	-

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, WDI, *প্রাক্কলিত, ** জাতিসংঘের সামাজিক নির্দেশক ডাটা।

সারণি ২: এক দশকের অর্জন

অর্থবছর	জিডিপি প্রবৃদ্ধি	বিনিয়োগ (% জিডিপি)			মাথাপিছু জাতীয় আয় (মা.ড.)	বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (মে.ওয়াট)	খাদ্যশস্য উৎপাদন (লক্ষ মে.ট.)	মূল্যস্ফীতি (বার্ষিক গড়)
		সরকারি	ব্যক্তিখাত	মোট				
২০১০-১১	৬.৪৬	৫.২৬	২২.১৬	২৭.৪২	৯২৮	৭,২৬৪	৩৬০.৭	১০.৯
২০১১-১২	৬.৫২	৫.৭৬	২২.৫০	২৮.২৬	৯৫৫	৮,৭১৬	৩৬৮.৮	৮.৭
২০১২-১৩	৬.০১	৬.৬৪	২১.৭৫	২৮.৩৯	১,০৫৪	৯,১৫১	৩৭২.৭	৬.৮
২০১৩-১৪	৬.০৬	৬.৫৫	২২.০৩	২৮.৫৮	১,১৮৪	১০,৪১৬	৩৮১.৭	৭.৪
২০১৪-১৫	৬.৫৫	৬.৮২	২২.০৭	২৮.৮৯	১,৩১৬	১১,৫৩৪	৩৮৪.২	৬.৪
২০১৫-১৬	৭.১১	৬.৬৬	২২.৯৯	২৯.৬৫	১,৪৬৫	১৪,৪২৯	৩৮৮.২	৫.৯
২০১৬-১৭	৭.২৮	৭.৪১	২৩.১০	৩০.৫১	১,৬১০	১৫,৩৭৯	৩৮৬.৩	৫.৪
২০১৭-১৮	৭.৮৬	৭.৯৭	২৩.২৬	৩১.২৩	১,৭৫১	১৮,৭৫৩	৪০৬.৬৪	৫.৮
২০১৮-১৯	৮.১৫	৮.০৩	২৩.৫৪	৩১.৫৭	১,৯০৯	২২,২৩১	৪০৯.৭৭	৫.৫
২০১৯-২০	৫.২০[স]	৮.০৮[স]	১২.৭২[স]	২০.৮০[স]	২০৭৯[স]	২৪,০০০	৪৫১.২১*	৫.৫[স]
২০২০-২১ (প্রক্ষেপণ)	৮.২	৮.১	২৫.৩	৩৩.৫	২৩২৬	--	--	৫.৪

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও বিদ্যুৎ বিভাগ, [স] = সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা *কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রাক্কলন।

সারণি ৩: ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ

(কোটি টাকায়)

খাত	বাজেট ২০১৯-২০	সংশোধিত ২০১৯-২০	২০১৯-২০ মার্চ পর্যন্ত প্রকৃত
১	২	৩	৪
মোট রাজস্ব আয়	**৩,৭৭,৮১০**	**৩,৪৮,০৬৯**	**১,৬৪,১৪৪**
	(১৩.১)	**(১২.৪)**	**(৫.৯)**
এনবিআর রাজস্ব	৩২৫৬০০	৩০০৫০০	১৩৬৪৫৯
এনবিআর বহির্ভূত রাজস্ব	১৪৫০০	১২৫৬৭	৪৯২৩
কর ব্যতীত প্রাপ্তি	৩৭৭১০	৩৫০০২	২২৭৬২
মোট ব্যয়	**৫,২৩,১৯০**	**৫,০১,৫৭৭**	**২,১২,৩১৯**
	(১৮.১)	**(১৭.৯)**	**(৭.৬)**
পরিচালন আবর্তক ব্যয়	**৩১০২৬২**	**২৯৫২৮০**	১৪৩০০০
	(১০.৮)	(১০.৫)	(৫.১)
উন্নয়ন ব্যয়	**২১১৬৮৩**	**২০২৩৪৯**	৬৪২৪০
	(৭.৩)	(৭.২)	(২.৩)
তন্মধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	২০২৭২১	১৯২৯২১	৬০৬০৬
	(৭.০)	(৬.৯)	(২.২)
অন্যান্য ব্যয়	**১,২৪৫**	**৩,৯৪৮**	৫,০৭৯
	(০.০)	(০.১)	(০.২)
বাজেট ঘাটতি	-১৪৫,৩৮০	-১৫৩,৫০৮	**-৪৮,১৭৫**
	(-৫.০)	**(-৫.৫)**	**(-১.৭)**
অর্থায়ন			
বৈদেশিক উৎস	৬৮০১৬	৫৬১৬৩	-১৫৭
	(২.৪)	**(২.০)**	(০.০)
অভ্যন্তরীণ উৎস	৭৭৩৬৩	৯৭৩৪৫	৪৮৩১১
	(২.৭)	**(৩.৫)**	(১.৭)
তন্মধ্যে ব্যাংক উৎস	৪৭৩৬৪	৮২৪২১	৬৪১৩০
	(১.৬)	**(২.৯)**	(২.৩)
জিডিপি	**২৮৮৫৮৭২[ক]**	**২৮০৫৭০০[খ]**	**২৮০৫৭০০[খ]**

উৎস: অর্থ বিভাগ; বন্ধনিতে জিডিপি'র শতাংশ; ক= বাজেট প্রণয়নকালীন প্রাক্কলিত নামিক জিডিপি; খ= নামিক জিডিপির সংশোধিত প্রাক্কলন।

সারণি ৪: ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে প্রস্তাবিত আয় ও ব্যয়ের প্রাক্কলন

(কোটি টাকায়)

খাত	বাজেট ২০২০-২১	সংশোধিত ২০১৯-২০	বাজেট ২০১৯-২০	হিসাব ২০১৮-১৯
১	২	৩	৪	৫
মোট রাজস্ব আয়	৩৭৮০০০	৩৪৮০৬৯	৩৭৭৮১০	২৫১৮৭৯
	(১১.৯)	(১২.৪)	(১৩.১)	(৯.৯)
তন্মধ্যে,				
এনবিআর কর	৩৩০০০০	৩০০৫০০	৩২৫৬০০	২১৮৬১৬
এনবিআর বহির্ভূত কর	১৫০০০	১২৫৬৭	১৪৫০০	৭৩৪২
কর ব্যতীত প্রাপ্তি	৩৩০০০	৩৫০০২	৩৭৭১০	২৫৯২১
মোট ব্যয়	৫৬৮০০০	৫০১৫৭৭	৫২৩১৯০	৩৯১৬৯০
	(১৭.৯)	(১৭.৯)	(১৮.১)	(১৫.৪)
পরিচালন আবর্তক ব্যয়	৩১১১৯০	২৭৪৯০৭	২৭৭৯৩৪	২১৭৮০৭
	(৯.৮)	(৯.৮)	(৯.৬)	(৮.৬)
উন্নয়ন ব্যয়	২১৫০৪৩	২০২৩৪৯	২১১৬৮৩	১৫১০৫৫
	(৬.৮)	(৭.২)	(৭.৩)	(৬.০)
তন্মধ্যে,				
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	২০৫১৪৫	১৯২৯২১	২০২৭২১	১৪৭২৮৭
	(৬.৫)	(৬.৯)	(৭.০)	(৫.৮)
অন্যান্য ব্যয়	৪১৭৬৭	২৪৩২১	৩৩৫৭৩	২২৮২৮
	(১.৩)	(০.৯)	(১.২)	(০.৯)
বাজেট ঘাটতি	-১৯০,০০০	-১৫৩,৫০৮	-১৪৫,৩৮০	-১৩৯,৮১১
	(-৬.০)	(-৫.৫)	(-৫.০)	(-৫.৫)
অর্থায়ন				
বৈদেশিক উৎস (অনুদান সহ)	৮০০১৭	৫৬১৬৩	৬৮০১৬	৩২৯৬৬
	(২.৫)	(২.০)	(২.৪)	(১.৩)
অভ্যন্তরীণ উৎস	১০৯৯৮৩	৯৭৩৪৫	৭৭৩৬৩	১০১৭৩৭
	(৩.৫)	(৩.৫)	(২.৭)	(৪.০)
তন্মধ্যে ব্যাংক উৎস	৮৪৯৮০	৮২৪২১	৪৭৩৬৪	২৯৪৭৯
	(২.৭)	(২.৯)	(১.৬)	(১.২)
জিডিপি	৩১৭১৮০০[ক]	২৮০৫৭০০[খ]	২৮৮৫৮৭২[ক]	২৫৩৬১৭৭

উৎস: অর্থ বিভাগ; বন্ধনিতে জিডিপি'র শতাংশ দেখানো হয়েছে; ক= বাজেট প্রণয়নকালীন প্রাক্কলিত নামিক জিডিপি; খ= নামিক জিডিপির সংশোধিত প্রাক্কলন।

সারণি ৫: ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারি বরাদ্দ

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০২০-২১	সংশোধিত ২০১৯-২০	বাজেট ২০১৯-২০	হিসাব ২০১৮-১৯	হিসাব ২০১৭-১৮	হিসাব ২০১৬-১৭	হিসাব ২০১৫-১৬
(ক) মানবসম্পদ							
১. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৯৪০৪	৯০১৬	৯২৭০	৬৩৩৭	৬৫৪৫	৫,৪৫২	৪,৯২৪
	(৪.৬)	(৪.৭)	(৪.৬)	(৪.৩)	(৫.৫)	(৬.০)	(৬.০)
২. স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ	১০০৫৪	৭৬৬৭	৯৯৩৭	৬৭১২	৫৩৩৯	৩,৫৪০	৩,৩৬২
	(৪.৯)	(৪.০)	(৪.৯)	(৪.৬)	(৪.৫)	(৩.৯)	(৪.১)
৩. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	৯৮৬৫	৭৬৯৮	৮৯২৭	৫৭১৪	৩৩৭৫	৫,০০৩	৩,৬৫৯
	(৪.৮)	(৪.০)	(৪.৪)	(৩.৯)	(২.৮)	(৫.৫)	(৪.৫)
৪. অন্যান্য	২৯১১১	২৫০১৩	২৭,৪৮১	১৮,৮৭৬	৮,১৮৭	৮,১৯২	৫,০৬৪
	(১৪.২)	(১৩.০)	(১৩.৬)	(১২.৮)	(৬.৮)	(৯.১)	(৬.২)
উপ-মোট:	**৫৮,৪৩৪**	**৪৯,৩৯৪**	**৫৫,৬১৫**	**৩৭,৬৩৯**	**২৩,৪৪৬**	**২২,১৮৭**	**১৭,০০৯**
	(২৮.৫)	**(২৫.৬)**	**(২৭.৪)**	**(২৫.৬)**	**(১৯.৬)**	**(২৪.৬)**	**(২০.৮)**
(খ) কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন							
৫. স্থানীয় সরকার বিভাগ	৩১১৩১	৩২৫৮৯	২৯৭৭৭	২৩৬৯০	১৫০৩০	১৭,৯৯৫	১৫,২৮৫
	(১৫.২)	(১৬.৯)	(১৪.৭)	(১৬.১)	(১২.৬)	(১৯.৯)	(১৮.৭)
৬. পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	৬২৬৯	৭০৯৯	৬২৫৭	৫৯০০	৪৬৬০	৩,৬৭১	২,৭১৮
	(৩.১)	(৩.৭)	(৩.১)	(৪.০)	(৩.৯)	(৪.১)	(৩.৩)
৭. কৃষি মন্ত্রণালয়	২৪৫২	১৭৬৪	১৮২৩	১৬৭৬	১৩৯৮	১,৬৩৭	১,৭৩৩
	(১.২)	(০.৯)	(০.৯)	(১.১)	(১.২)	(১.৮)	(২.১)
৮. অন্যান্য	৫৩১৯	৪২৪৬	৫,৬৩২	৩,৮৫২	৩,৯০৪	৩,০৯৫	২,৬৫০
	(২.৬)	(২.২)	(২.৮)	(২.৬)	(৩.৩)	(৩.৪)	(৩.২)
উপ-মোট:	**৪৫,১৭১**	**৪৫,৬৯৮**	**৪৩,৪৮৯**	**৩৫,১১৮**	**২৪,৯৯২**	**২৬,৩৯৮**	**২২,৩৮৬**
	(২২.০)	**(২৩.৭)**	**(২১.৫)**	**(২৩.৮)**	**(২০.৯)**	**(২৯.২)**	**(২৭.৪)**
(গ) জ্বালানি অবকাঠামো							
৯. বিদ্যুৎ বিভাগ	২৪৮০৪	২৩৬৩২	২৬০১৪	২৪৩৫৪	২৬৫৫২	১৩,৪৪৭	১৫,৮৬৪
	(১২.১)	(১২.২)	(১২.৮)	(১৬.৫)	(২২.২)	(১৪.৯)	(১৯.৪)
১০. জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ	১৮৩৬	২৪১৭	১৯১৬	২১৬৩	৮৬২	১,০৯৯	১,০৫৬
	(০.৯)	(১.৩)	(০.৯)	(১.৫)	(০.৭)	(১.২)	(১.৩)
উপ-মোট:	**২৬,৬৪০**	**২৬,০৪৯**	**২৭,৯৩০**	**২৬,৫১৭**	**২৭,৪১৪**	**১৪,৫৪৬**	**১৬,৯২০**
	(১৩.০)	**(১৩.৫)**	**(১৩.৮)**	**(১৮.০)**	**(২২.৯)**	**(১৬.১)**	**(২০.৭)**
(ঘ) যোগাযোগ অবকাঠামো							
১১. রেলপথ মন্ত্রণালয়	১২৪৯১	১০২৪৯	১২৫৯৯	১৯৮	৯৭০১	২,০৫৩	৪,০৯৩
	(৬.১)	(৫.৩)	(৬.২)	(০.১)	(৮.১)	(২.৩)	(৫.০)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০২০-২১	সংশোধিত ২০১৯-২০	বাজেট ২০১৯-২০	হিসাব ২০১৮-১৯	হিসাব ২০১৭-১৮	হিসাব ২০১৬-১৭	হিসাব ২০১৫-১৬
১২. সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	২৪৮২৫	২৩৯৬০	২৫১৬৩	১৯৭০৭	১৫৮৮২	৭,৯৫৪	৬,৫০৭
	(১২.১)	(১২.৪)	(১২.৪)	(১৩.৪)	(১৩.৩)	(৮.৮)	(৮.০)
১৩. সেতু বিভাগ	৭৯৭৩	৬৬৮২	৮৫৬১	৬২৬৬	৩২২০	৩,৭৩৮	৫,২৬৬
	(৩.৯)	(৩.৫)	(৪.২)	(৪.৩)	(২.৭)	(৪.১)	(৬.৫)
১৪. অন্যান্য	৬৮৯৪	৬৫৪১	৬,৪৮২	৪,৪৮৮	২,৭৫৬	২,২৯৯	১,৩৬২
	(৩.৪)	(৩.৪)	(৩.২)	(৩.০)	(২.৩)	(২.৫)	(১.৭)
উপ-মোট:	**৫২,১৮৩**	**৪৭,৪৩২**	**৫২,৮০৫**	**৩০,৬৫৯**	**৩১,৫৫৯**	**১৬,০৪৪**	**১৭,২২৮**
	(২৫.৪)	**(২৪.৬)**	**(২৬.০)**	**(২০.৮)**	**(২৬.৪)**	**(১৭.৮)**	**(২১.১)**
মোট:	**১৮২,৪২৮**	**১৬৮,৫৭৩**	**১৭৯,৮৩৯**	**১২৯,৯৩৩**	**১০৭,৪১১**	**৭৯,১৭৫**	**৭৩,৫৪৩**
	(৮৮.৯)	**(৮৭.৪)**	**(৮৮.৭)**	**(৮৮.২)**	**(৮৯.৯)**	**(৮৭.৭)**	**(৯০.১)**
১৫. অন্যান্য	**২২,৭১৭**	**২৪,৩৪৮**	**২২,৮৮২**	**১৭,৩৫৪**	**১২,১২৭**	**১১,১৩৪**	**৮,০৬৯**
	(১১.১)	**(১২.৬)**	**(১১.৩)**	**(১১.৮)**	**(১০.১)**	**(১২.৩)**	**(৯.৯)**
মোট এডিপি	**২০৫১৪৫**	**১৯২৯২১**	**২০২৭২১**	**১৪৭২৮৭**	**১১৯৫৩৮**	**৯০,৩০৯**	**৮১,৬১২**

উৎস: অর্থ বিভাগ; বন্ধনিতে মোট এডিপি বরাদ্দের শতকরা হার দেখানো হয়েছে।

সারণি ৬: সমগ্র বাজেটের খাতভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০২০-২১	সংশোধিত ২০১৯-২০	বাজেট ২০১৯-২০	হিসাব ২০১৮-১৯	হিসাব ২০১৭-১৮	হিসাব ২০১৬-১৭	হিসাব ২০১৫-১৬
(ক) সামাজিক অবকাঠামো	**১৫৫,৫৩৬**	**১৩৯,৫০৮**	**১৪৩,৪২৯**	**১১৩,০৯৮**	**৮৭,৯১৪**	**৮৩,০৮৮**	**৭২,৮৭৮**
	(২৭.৩৮)	**(২৭.৮১)**	**(২৭.৪১)**	**(২৮.৮৭)**	**(২৭.৩১)**	**(২৯.৯৭)**	**(৩০.২৬)**
মানব সম্পদ							
১. শিক্ষা মন্ত্রণালয়	৩৩১১৭	২৮৪০০	২৯৬২৩	২৪৪৬০	২০১৪৪	২১,০৮১	১৭,৪২৯
	(৫.৮৩)	(৫.৬৬)	(৫.৬৬)	(৬.২৪)	(৬.২৬)	(৭.৬০)	(৭.২৪)
২. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	২৪৯৪০	২৩৭০১	২৪০৪১	১৯৯১৬	১৮৩৪৪	১৭,৩৩০	১৬,২৪০
	(৪.৩৯)	(৪.৭৩)	(৪.৬০)	(৫.০৮)	(৫.৭০)	(৬.২৫)	(৬.৭৪)
৩. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	২২৮৮৪	১৮৬১১	১৯৯৪৪	১৪৬৯৩	১৩০৩৬	১০,৩৪১	১০,২৫১
	(৪.০৩)	(৩.৭১)	(৩.৮১)	(৩.৭৫)	(৪.০৫)	(৩.৭৩)	(৪.২৬)
৪. অন্যান্য	৫৯,২৮১	৫৩,১৮২	৫৫,৪৪৮	৪২,৩৯৪	২৮,৮৯১	২৭,২৪৭	২০,৯০৪
	(১০.৪৪)	(১০.৬০)	(১০.৬০)	(১০.৮২)	(৮.৯৮)	(৯.৮৩)	(৮.৬৮)
উপ-মোট:	**১৪০২২২**	**১২৩৮৯৪**	**১২৯,০৫৬**	**১০১,৪৬৩**	**৮০,৪১৫**	**৭৫,৯৯৯**	**৬৪,৮২৪**
	(২৪.৬৯)	**(২৪.৭০)**	**(২৪.৬৭)**	**(২৫.৯০)**	**(২৪.৯৮)**	**(২৭.৪১)**	**(২৬.৯২)**

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০২০-২১	সংশোধিত ২০১৯-২০	বাজেট ২০১৯-২০	হিসাব ২০১৮-১৯	হিসাব ২০১৭-১৮	হিসাব ২০১৬-১৭	হিসাব ২০১৫-১৬
খাদ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা							
৫. খাদ্য মন্ত্রণালয়	৫৪৭৮	৪৫১০	৪৫০২	৩৭১০	১৭৪৮	৩৫২	১,২৬৯
	(০.৯৬)	(০.৯০)	(০.৮৬)	(০.৯৫)	(০.৫৪)	(০.১৩)	(০.৫৩)
৬. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	৯৮৩৬	১১১০৪	৯৮৭১	৭৯২৫	৫৭৫১	৬,৭৩৭	৬,৭৮৫
	(১.৭৩)	(২.২১)	(১.৮৯)	(২.০২)	(১.৭৯)	(২.৪৩)	(২.৮২)
উপ-মোট:	**১৫৩১৪**	**১৫৬১৪**	**১৪৩৭৩**	**১১৬৩৫**	**৭৪৯৯**	**৭০৮৯**	**৮০৫৪**
	(২.৭০)	**(৩.১১)**	**(২.৭৫)**	**(২.৯৭)**	**(২.৩৩)**	**(২.৫৬)**	**(৩.৩৪)**
(খ) ভৌত অবকাঠামো	**১৬৭০১১**	**১৫৯৫৪৫**	**১৬৪৬০৩**	**১৩৬১৫৫**	**১১২৭২৮**	**৮১৮০৬**	**৮১৯৮৪**
	(২৯.৪০)	**(৩১.৮১)**	**(৩১.৪৬)**	**(৩৪.৭৬)**	**(৩৫.০২)**	**(২৯.৫১)**	**(৩৪.০৫)**
কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন							
৭. কৃষি মন্ত্রণালয়	১৬৪৩৭	১২৯৫২	১৪০৪৯	১২১৭৪	৯২৩৭	৭,৬২৬	১০,৭৪০
	(২.৮৯)	(২.৫৮)	(২.৬৯)	(৩.১১)	(২.৮৭)	(২.৭৫)	(৪.৪৬)
৮. পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	৮০৮৯	৮৭৭০	৭৯৩২	৭৫৫৩	৬০২৬	৪,৬৩৬	৩,৬৪৬
	(১.৪২)	(১.৭৫)	(১.৫২)	(১.৯৩)	(১.৮৭)	(১.৬৭)	(১.৫১)
৯. স্থানীয় সরকার বিভাগ	৩৬১০২	৩৭০৪৯	৩৪২৪০	২৭৯৭৩	১৮৬২৩	২০,৭৩১	১৭,৭০১
	(৬.৩৬)	(৭.৩৯)	(৬.৫৪)	(৭.১৪)	(৫.৭৯)	(৭.৪৮)	(৭.৩৫)
১০. অন্যান্য	৮,৯২৫	৮,৭২০	১০,০১৩	৭,৩৯৩	৬,৮১২	৭,১৫১	৫,৬৮২
	(১.৫৭)	(১.৭৪)	(১.৯১)	(১.৮৯)	(২.১২)	(২.৫৮)	(২.৩৬)
উপ-মোট:	**৬৯৫৫৩**	**৬৭৪৯১**	**৬৬২৩৪**	**৫৫০৯৩**	**৪০৬৯৮**	**৪০১৪৪**	**৩৭,৭৬৯**
	(১২.২৫)	**(১৩.৪৬)**	**(১২.৬৬)**	**(১৪.০৭)**	**(১২.৬৪)**	**(১৪.৪৮)**	**(১৫.৬৮)**
বিদ্যুৎ ও জ্বালানি	**২৬৭৫৮**	**২৬১৫৪**	**২৮০৫১**	**৩৭১৮৮**	**২৮৫৬১**	**১৪৬২১**	**১৬৯৮৪**
	(৪.৭১)	(৫.২১)	(৫.৩৬)	(৯.৪৯)	(৮.৮৭)	(৫.২৭)	(৭.০৫)
যোগাযোগ অবকাঠামো							
১১. সড়ক বিভাগ	২৯৪৪১	২৮০৪৯	২৯২৭৪	২৩৫১৭	১৯২৯৮	১০,৪৯৮	৮,৯০০
	(৫.১৮)	(৫.৫৯)	(৫.৬০)	(৬.০০)	(৬.০০)	(৩.৭৯)	(৩.৭০)
১২. রেলপথ মন্ত্রণালয়	১৬৩২৬	১৩৭৮৯	১৬২৬৩	৭৪১	১২৪০৬	৩,৪৮৯	৬,৩৩৪
	(২.৮৭)	(২.৭৫)	(৩.১১)	(০.১৯)	(৩.৮৫)	(১.২৬)	(২.৬৩)
১৩. সেতু বিভাগ	৭৯৮০	৬৬৮৬	৮৫৬৪	৬৩১৭	৩২৪২	৩,৭৬৯	৫,২৯৭
	(১.৪০)	(১.৩৩)	(১.৬৪)	(১.৬১)	(১.০১)	(১.৩৬)	(২.২০)
১৪. অন্যান্য	৭,৬৮৮	৭,৩২৩	৭,২৫৯	৫,১৫৬	৩,৩৪৬	২,৮৪৯	১,৮২৬
	(১.৩৫)	(১.৪৬)	(১.৩৯)	(১.৩২)	(১.০৪)	(১.০৩)	(০.৭৬)
উপ-মোট:	**৬১৪৩৫**	**৫৫৮৪৭**	**৬১৩৬০**	**৩৫৭৩১**	**৩৮২৯২**	**২০৬০৫**	**২২,৩৫৭**
	(১০.৮২)	**(১১.১৩)**	**(১১.৭৩)**	**(৯.১২)**	**(১১.৯০)**	**(৭.৪৩)**	**(৯.২৮)**

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০২০-২১	সংশোধিত ২০১৯-২০	বাজেট ২০১৯-২০	হিসাব ২০১৮-১৯	হিসাব ২০১৭-১৮	হিসাব ২০১৬-১৭	হিসাব ২০১৫-১৬
১৫. অন্যান্য সেক্টর	৯২৬৫	১০০৫৩	৮৯৫৮	৮,১৪৩	৫,১৭৭	৬,৪৩৬	৪,৮৭৪
	(১.৬৩)	(২.০০)	(১.৭১)	(২.০৮)	(১.৬১)	(২.৩২)	(২.০২)
(গ) সাধারণ সেবা	**১৪০২৬৫**	**১১০৮১৩**	**১২৩৬৪১**	**৭৭৩৫৬**	**৬৮৬৪২**	**৭০,২২৮**	**৪৮,৬২৬**
	(২৪.৬৯)	**(২২.০৯)**	**(২৩.৬৩)**	**(১৯.৭৫)**	**(২১.৩৩)**	**(২৫.৩৩)**	**(২০.১৯)**
জনশৃংখলা ও নিরাপত্তা	**২৮৬৭০**	**২৭৪৪১**	**২৭৬৩৭**	**২৭০২২**	**২২০৫২**	**২০,৬৪৬**	**১৬,৪৭৪**
	(৫.০৫)	(৫.৪৭)	(৫.২৮)	(৬.৯০)	(৬.৮৫)	(৭.৪৫)	(৬.৮৪)
১৬. অন্যান্য	১১১৫৯৫	৮৩৩৭২	৯৬০০৪	৫০৩৩৪	৪৬৫৯০	৪৯৫৮২	৩২১৫২
	(১৯.৬৫)	(১৬.৬২)	(১৮.৩৫)	(১২.৮৫)	(১৪.৪৮)	(১৭.৮৮)	(১৩.৩৫)
মোট:	**৪৬২,৮১২**	**৪০৯,৮৬৬**	**৪৩১,৬৭৩**	**৩২৬,৬০৯**	**২৬৯,২৮৪**	**২৩৫,১২২**	**২০৩,৪৮৮**
	(৮১.৫)	**(৮১.৭)**	**(৮২.৫)**	**(৮৩.৪)**	**(৮৩.৭)**	**(৮৪.৮)**	**(৮৪.৫)**
(ঘ) সুদ পরিশোধ	৬৩৮০১	৫৭৬৬৪	৫৭০৭০	৪৯৪৬১	৪১৭৬৫	৩৫,৩৩৭	৩৩,১১৭
	(১১.২৩)	(১১.৫০)	(১০.৯১)	(১২.৬৩)	(১২.৯৮)	(১২.৭৫)	(১৩.৭৫)
(ঙ) পিপিপি ভর্তুকি ও দায়	৩৬৬১০	৩০০৯৯	৩৩২০২	১৩০৯৫	২৫৭৮	১,৩৩৪	৩,৭৭০
	(৬.৪৫)	(৬.০০)	(৬.৩৫)	(৩.৩৪)	(০.৮০)	(০.৪৮)	(১.৫৭)
(চ) নীট ঋণ দান ও অন্যান্য	৪৭৭৭	৩৯৪৮	১২৪৫	২৫২৫	৮২৩৫	৫,৪৪৩	৪৩২
	(০.৮৪)	(০.৭৯)	(০.২৪)	(০.৬৪)	(২.৫৬)	(১.৯৬)	(০.১৮)
মোট বাজেট:	**৫৬৮০০০**	**৫০১৫৭৭**	**৫২৩১৯০**	**৩৯১৬৯০**	**৩২১৮৬২**	**২৭৭২৩৬**	**২৪০৮০৭**

উৎস: অর্থ বিভাগ; বন্ধনিতে মোট বাজেটের শতকরা হার দেখানো হয়েছে।

সারণি ৭: মন্ত্রণালয়/বিভাগওয়ারি বাজেট বরাদ্দ

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০২০-২১	সংশোধিত ২০১৯-২০	বাজেট ২০১৯-২০
রাষ্ট্রপতির কার্যালয়	২৭	২৪	২৪
জাতীয় সংসদ	৩৩৫	৩২২	৩২৮
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	৩,৮৩৯	৩,৭৪৩	৩,৫২৮
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	২৫৮	৩০১	২৪১
বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট	২২২	১৯৯	১৯৫
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়	১,৭১৭	২,২১৯	১,৯২১
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	৩,৩৩০	২,৮১৪	২,৯৩৮
বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন	১০৪	১২০	১০২
অর্থ বিভাগ	১৫৬,০৭৮	১১৫,৫৬৮	১৩০,৮১১
বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়	২৬৫	২৩৭	২৩৮
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	৩,০৯৪	২,৫৩২	২,৮৯৯

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০২০-২১	সংশোধিত ২০১৯-২০	বাজেট ২০১৯-২০
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	২,৩৭৯	২,৯৬২	৩,০৪২
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	৫,৮৭৬	৫,২১৮	৪,৫৬০
পরিকল্পনা বিভাগ	১,২৪৮	১,৬১১	১,২৩১
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	১৪৮	২০২	১৪৯
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	৩৮৩	৬৬৬	৩৭৫
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	৬১৯	৪২০	৬৩২
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১,৬৩৩	১,৫৯৭	১,৬২১
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	৩৪,৮৪২	৩২,৯৭৫	৩২,৫২০
সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ	৪১	১৩১	৩৮
আইন ও বিচার বিভাগ	১,৭৩৯	১,৬৩২	১,৬৫১
জননিরাপত্তা বিভাগ	২২,৬৫৮	২২,২১৪	২১,৯২০
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	৪০	৩৪	৩৫
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	২৪,৯৩৭	২৩,৭০১	২৪,০৪০
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	৩৩,১১৮	২৮,৪০০	২৯,৬২৪
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	১৭,৯৪৬	১৬,৪৩৯	১৬,৪৩৯
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	২২,৮৮৩	১৮,৬১১	১৯,৯৪৪
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	১,৪১৫	১,১৯২	১,৯৩০
সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৭,৯১৯	৬,৮৯৪	৬,৮৮১
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৩,৮৬০	৩,৭৮৯	৩,৭৪৯
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৩৫০	৩৬৭	৩১৩
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	৬,৯৩৬	৭,৪৪৬	৬,৬০৩
তথ্য মন্ত্রণালয়	১,০৩৯	৯১৭	৯৮৯
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৫৭৯	৫০১	৫৭৬
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১,৬৯৩	১,৮৬৫	১,৩৩৮
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	১,৪৭৪	১,৪৫২	১,৪৮৫
স্থানীয় সরকার বিভাগ	৩৬,১০৩	৩৭,০৪৯	৩৪,২৪১
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	২,২৩৫	২,২২৮	২,৪৪৯
শিল্প মন্ত্রণালয়	১,৬১৪	২,০০৬	১,৫৫৬
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৬৪২	৫৮৬	৫৯১
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	৭১৪	১,৩৬০	৮০০
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	১,৯০৫	২,৪৮০	১,৯৮৬
কৃষি মন্ত্রণালয়	১৫,৪৪২	১২,৯৫৭	১৪,০৫৩
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	৩,১৯৩	২,৫৩১	২,৯৩২
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	১,২৪৬	১,০৭৬	১,৪৯৫

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০২০-২১	সংশোধিত ২০১৯-২০	বাজেট ২০১৯-২০
ভূমি মন্ত্রণালয়	২,০১৪	১,৬৯০	১,৯৪৩
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	৮,০৮৯	৮,৭৭০	৭,৯৩২
খাদ্য মন্ত্রণালয়	৬,০৪৮	৫,১৬৫	৪,৮১৩
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	৯,৮৩৬	১১,১০৪	৯,৮৭১
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	২৯,৪৪২	২৮,০৫০	২৯,২৭৪
রেলপথ মন্ত্রণালয়	১৬,৩৩৮	১৩,৮০৩	১৬,২৭৭
নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়	৪,০০০	৩,৯০৬	৩,৮৩৩
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	৩,৬৮৮	৩,৪১৭	৩,৪২৬
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	৩,১৪০	২,৬৩৫	৩,৪৫৬
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১,২৩৫	১,১৯৬	১,১৯৪
বিদ্যুৎ বিভাগ	২৪,৮৫৩	২৩,৬৭৪	২৬,০৬৫
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৪,৫০৫	৪,১৪৮	৪,৪৫৩
দুর্নীতি দমন কমিশন	১৫০	১২৩	১৪০
সেতু বিভাগ	৭,৯৭৯	৬,৬৮৫	৮,৫৬৪
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	৮,৩৪৫	৭,৩০৭	৭,৪৫৪
সুরক্ষা সেবা বিভাগ	৩,৮৫৮	৩,২৩৫	৩,৬৯৪
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	৬,৩৬২	৫,০৮১	৫,৭৮৮
সর্বমোট	**৫৬৮,০০০**	**৫০১,৫৭৭**	**৫২৩,১৯০**

উৎস: অর্থ বিভাগ।

পরিশিষ্ট-খ

আমদানি-রপ্তানি শুল্ক সংক্রান্ত সারণিসমূহের তালিকা

সারণী	শিরোনাম		পৃষ্ঠা
১.	**কৃষি খাত**		১২২
২.	**শিল্প খাত**		১২৩
৩.	**স্বর্ণ আমদানি সংক্রান্ত**		১২৬
৪.	**ট্যারিফ যৌক্তিকীকরণ**		১২৬
	i.	**শুল্ক-করের হ্রাস/বৃদ্ধি সংক্রান্ত**	১২৬
		ক) যে সকল পণ্যের আমদানি শুল্ক হ্রাস করা হয়েছে	১২৬
		খ) যে সকল পণ্যের আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি করা হয়েছে	১২৬
		গ) যে সকল পণ্যে রেগুলেটরি ডিউটি আরোপ অথবা হ্রাস/বৃদ্ধি করা হয়েছে	১২৭
		ঘ) যে সকল পণ্যের সম্পূরক শুল্ক আরোপ/হ্রাস/বৃদ্ধি/প্রত্যাহার করা হয়েছে	১২৮
		ঙ) যে সকল পণ্যের আমদানি পর্যায়ে VAT প্রত্যাহার করা হয়েছে	১২৮
	ii.	**যে সকল H.S. Code এর বর্ণনায় পরিবর্তন, সংশোধন, বিভাজন, একীভূতকরণ এবং নতুন H.S. Code সৃজন করা হয়েছে**	১২৮
		ক) যে সকল H.S. Code এর বর্ণনা পরিবর্তন/সংশোধন করা হয়েছে	১২৮
		খ) যে সকল H.S. Code বিভাজন (Split) করা হয়েছে	১২৯
		গ) যে সকল H.S. Code নতুন সৃষ্টি করা হয়েছে	১৩০

সারণী-১: কৃষিখাত

- কৃষি খাতে যে সকল পণ্যের শুল্ক-কর বৃদ্ধি করা হয়েছে

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing CD Rate	Proposed CD Rate
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	0703.10.11	Onions Wrapped/canned upto 2.5 kg	0	5
2	0703.10.19	Onions in bulk	0	5
3	2833.11.00	Disodium sulphate	5	15

- কৃষি যন্ত্রপাতি উৎপাদনে ব্যবহৃত যে সকল উপকরণের শুল্ক হ্রাস করা হয়েছে

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing CD Rate	Proposed CD Rate
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	7315.11.90	Roller Chain used on Agricultural Machinery	10%	1%
2.	8482.10.00	Ball Bearings Used on Agricultural Machinery	10%	1%
3.	7209.16.00	M.S Sheet (1mm-3mm)	10%	1%
4.	8708.40.00	Gear Boxes and parts thereof	10%	1%
5.	8708.94.00	Steering	10%	1%
6.	4011.70.10	Tire used on agricultural Machinery	5%	1%
7.	4013.90.10	Tube used on agricultural Machinery	5%	1%
8.	8708.70.00	Wheel Parts (Rim) used on agricultural Machinery	10%	1%
9.	8414.90.90	Blower for grain dryer	10%	1%
10.	8311.90.00	Coated Electrodes of base metal	10%	1%

- পোল্ট্রি/ডেইরি/মৎস্য শিল্পে ব্যবহৃত যে সকল উপকরণের শুল্ক হ্রাস করা হয়েছে

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Duty	Proposed Duty
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2304.00.00	Soyabean oil cake	RD-5 %	RD-0%
2.	2309.90.90	Soya Protein Concentrate	CD-10%	CD-0%

- দেশীয় পোল্ট্রি শিল্পের প্রতিরক্ষণে যে সকল পণ্যের সম্পূরক শুল্ক বৃদ্ধি করা হয়েছে

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Duty	Proposed Duty
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	0207.13.10	Fresh or chilled Cuts and offal of fowls Wrapped/ canned upto 2.5 kg	SD-0%	SD-20%
2.	0207.13.90	Fresh or chilled Cuts and offal, fresh or chilled, in bulk	SD-0% VAT-0%	SD-20% VAT-15%
3.	0207.14.10	Frozen Cuts and offal of fowls Wrapped/canned upto 2.5 kg	SD-0%	SD-20%
4.	0207.14.90	Frozen Cuts and offal of fowls in bulk	SD-0% VAT-0%	SD-20% VAT-15%

সারণী-২ : শিল্প খাত

- দেশীয় শিল্পের প্রতিরক্ষণে যে সকল পণ্যের শুল্ক-কর বৃদ্ধি/হ্রাস করা হয়েছে

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Duty	Proposed Duty
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	0409.00.90	Natural honey in bulk	CD-15% VAT-0%	CD-25% VAT-15%
2.	8905.10.00	Dredgers	CD-1%	CD-5%
3.	3402.11.10	Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid (LABSA)	CD-15%	CD-10%
4.	3816.00.90	Mortars, concretes	CD-10%	CD-5%
5.	3701.30.20	Photosensitive plates imported by industrial IRC holder VAT compliant Printing and packaging industry	CD-25%	CD-15%
6.	3402.90.30	Cleaning preparation imported by industrial IRC holder VAT compliant paper mills	CD-25%	CD-15%
7.	2710.19.21	Base oil imported in bulk by Industrial IRC holder VAT compliant petroleum products processing or blending industry	CD-10%	CD-5%

- দেশীয় শিল্পের প্রতিরক্ষণে যে সকল পণ্যের সম্পূরক শুল্ক বৃদ্ধি করা হয়েছে

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing SD Rate	Proposed SD Rate
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	7317.00.00	Nails, Tacks, Drawing Pins of iron/steel	0	20
2.	7318.14.90	Other Self-Tapping Screws	0	20
3.	7318.16.00	Threaded Nuts of Iron/Steel	0	20

- যে সকল পণ্যের উপর রেগুলেটরি ডিউটি হ্রাস/বৃদ্ধি করা হয়েছে

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing RD Rate	Proposed RD Rate
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	7202.11.00	Ferromanganese: Containing by weight more than 2% of carbon	10	15
2.	7202.21.00	Ferrosilicon: Containing by weight more than 55% of silicon	10	15
3.	7202.30.00	Ferro-silico-manganese	10	15
4.	7210.11.00	Plated or coated with tin of a thickness of 0.5 mm or more	3	15
5.	7210.20.00	Plated or coated with lead, including terne- plate	3	15
6.	7210.30.00	Electrolytically plated or coated with zinc	3	15
7.	7210.49.90	Other plated or coated with zinc	3	15
8.	7210.50.00	Plated or coated with chromium oxides or with chromium and chromium oxides	0	15
9.	7210.69.90	Other Plated or coated with aluminium-zinc alloys	3	15
10.	7210.70.30	Painted, varnished or coated with plastics of a thickness of more than 1.0 mm	3	15
11.	7210.90.00	Other Flat-rolled products of iron or non-alloy steel	3	15

- কম্পেসর শিল্প

কম্প্রেসর শিল্পে ব্যবহৃত যে সকল উপকরণ বিদ্যমান প্রজ্ঞাপনের টেবিল-১ এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে

Sl. No.	HS Code	Description	Existing Duty	Proposed Duty
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	3403.19.00	Lubricating/cutting oil /anti-rust preparations containing petroleum or bituminous mineral oils	CD-10%	CD-1%
2.	3801.10.00	Artificial Graphite	CD-10%	CD-1%

- পাদুকা শিল্প

পাদুকা শিল্পে ব্যবহৃত যে সকল উপকরণ বিদ্যমান প্রজ্ঞাপনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে

Sl. No.	HS Code	Description	Existing Duty	Propose d Duty
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	5903.10.20	Textile Fabrics Laminated with Polyvinyl Chloride Imported by Industrial IRC Holder VAT Compliant Footwear Manufacturing Industry	CD-25%	CD-15%
2	5903.20.20	Textile Fabrics Laminated with Polyurethane (Artificial Leather) Imported by Industrial IRC Holder VAT Compliant Footwear Manufacturing Industry	CD-25%	CD-15%
3	6006.44.10	Printed Knitted or Crocheted Fabrics Imported by Industrial IRC Holder VAT Compliant Footwear Manufacturing Industry	SD-20%	SD-0%

- রপ্তানি শিল্প

রপ্তানি শিল্পে ব্যবহৃত যে সকল উপকরণ বিদ্যমান প্রজ্ঞাপনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে

Sl. No.	HS Code	Description	Existing Duty	Propose d Duty
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	8523.59.20	RFID TAG Imported by Industrial IRC Holder VAT Compliant 100% Export Oriented Textile Industry	CD-25%	CD-15%
2.	7308.90.20	Industrial Racking System Imported by Industrial IRC Holder VAT Compliant 100% Export Oriented Garments Industry	CD-25%	CD-15%

সারণী-৩ : স্বর্ণ আমদানি সংক্রান্ত

- **স্বর্ণ আমদানিতে VAT প্রত্যাহার:**

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate	Proposed Rate
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	7108.12.00	Gold (Unwrought)	VAT-15%	VAT-0%

সারণী-৪ : ট্যারিফ যৌক্তিকীকরণ

i. শুল্ক-করের হ্রাস/বৃদ্ধি সংক্রান্ত

ক) যে সকল পণ্যের আমদানি শুল্ক হ্রাস করা হয়েছে

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing CD Rate	Proposed CD Rate
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2712.90.10 2712.90.20 2712.90.90	Paraffin wax	25	15
3.	8424.41.10	Hand-operated sprayers for agricultural use	5	1
4.	8424.49.00	Other agricultural or horticultural Sprayers	10	1
5.	8530.80.00	Other electrical signalling equipment	10	1
6.	9403.20.30	Cutting table of a kind used with cutting machine	10	1
7.	9403.60.20	Cutting table of a kind used with cutting machine	10	1

খ) যে সকল পণ্যের আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি করা হয়েছে

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing CD Rate	Proposed CD Rate
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2106.10.00	Protein concentrates and textured protein substances	10	25
2.	3205.00.00	Colour lakes	5	15
3.	3215.90.10	Inkjet refill in injectable form	5	25

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing CD Rate	Proposed CD Rate
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	3506.10.00	Products suitable for use as glues or adhesives, put up for retail sale as glues or adhesives, not exceeding a net weight of 1 kg	5	25
5.	3506.99.00	Other	5	25
6.	3824.40.00	Prepared additives for cements, mortars or concretes	5	10
7.	7605.29.00	Wire of Aluminium Alloys (Maximum Cross-Sectional Dimension =<7Mm)	5	15
8.	8535.40.10	Lightning arresters	5	10
9.	8535.90.10	Automatic sensor switches for lighting control	5	10

গ) যে সকল পণ্যে রেগুলেটরি ডিউটি আরোপ অথবা হ্রাস/বৃদ্ধি করা হয়েছে

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing RD Rate	Proposed RD Rate
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2711.14.10	Ethylene/propylene imported by VAT registered PVC/PET resin manufacturing industry in economic zone	3%	0%
2.	2905.31.20	Ethylene glycol Imported by VAT registered PVC/PET resin manufacturing industry in economic zone	3%	0%
3.	2917.36.20	Terephthalic acid imported by VAT registered PVC/PET resin manufacturing industry in economic zone	3%	0%
4.	3917.10.00	Artificial guts (sausage casings) of hardened protein or of cellulosic materials	0%	10%
5.	7202.11.00	Ferromanganese: Containing by weight more than 2% of carbon	10%	15%
6.	7202.21.00	Ferrosilicon: Containing by weight more than 55% of silicon	10%	15%
7.	7202.30.00	Ferro-silico-manganese	10%	15%
8.	7210.11.00	Plated or coated with tin of a thickness of 0.5 mm or more	3%	15%
9.	7210.20.00	Plated or coated with lead, including terne- plate	3%	15%

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing RD Rate	Proposed RD Rate
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.	7210.30.00	Electrolytically plated or coated with zinc	3%	15%
11.	7210.49.90	Other plated or coated with zinc	3%	15%
12.	7210.50.00	Plated or coated with chromium oxides or with chromium and chromium oxides	0%	15%
13.	7210.69.90	Other Plated or coated with aluminium-zinc alloys	3%	15%
14.	7210.70.30	Painted, varnished or coated with plastics of a thickness of more than 1.0 mm	3%	15%
15.	7210.90.00	Other Flat-rolled products of iron or non-alloy steel	3%	15%

ঘ) যে সকল পণ্যের সম্পূরক শুল্ক আরোপ/হ্রাস/বৃদ্ধি/প্রত্যাহার করা হয়েছে

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing SD Rate	Proposed SD Rate
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	9401.80.00	Other Seat	0	45

(ঙ) যে সকল পণ্যের আমদানি পর্যায়ে VAT প্রত্যাহার করা হয়েছে

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing VAT Rate	Proposed VAT Rate
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	4011.70.10	Tyre used on agricultural tractors	15	0
2.	4013.90.10	Inner tubes of rubber used on tractors	15	0

ii. বাজেটে যে সকল H.S. Code এর বর্ণনায় পরিবর্তন, সংশোধন, বিভাজন, একীভূতকরণ এবং নতুন H.S. Code সৃজন করা হয়েছে

ক) যে সকল H.S. Code এর বর্ণনা পরিবর্তন/সংশোধন করা হয়েছে

Sl. No.	H.S. Code	Existing Description	Changed Description
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	3917.32.00	Other, not reinforced or otherwise combined with other materials, with Fittings	Other, not reinforced or otherwise combined with other materials, without Fittings
2.	3920.49.30	PVC film imported by Industrial IRC holder VAT compliant medical instruments manufacturing industries	PVC film imported by Industrial IRC holder VAT compliant medical instruments

Sl. No.	H.S. Code	Existing Description	Changed Description
(1)	(2)	(3)	(4)
			manufacturing industries or medicine packaging industries
3.	3920.92.30	Unprinted nylon film in roll form imported by Industrial IRC holder VAT compliant medical instruments manufacturing industry	Unprinted nylon film in roll form imported by Industrial IRC holder VAT compliant medical instruments manufacturing industries or medicine packaging industries
4.	5806.32.10	Imported by VAT registered satin ribbon manufacturing industry of a width exceeding 1650 mm and length exceeding 183 metre in roll	Imported by industrial IRC holder VAT compliant satin ribbon manufacturing industry
5.	6812.80.00	Of crocodile	Of crocidolite
6.	9018.31.10	Prefilled glass/prefilled plastic syringes with needles, needles shield, plunger and rubber stopper	Empty prefilled glass/prefilled plastic syringes with needles, needles shield, plunger and rubber stopper

খ) যে সকল H.S.Code বিভাজন (Split) করা হয়েছে

Sl. No.	Existing H.S. Code	Splited H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	8547.90.00	8547.90.10	--- Imported by industrial IRC holder VAT compliant insulator manufacturing industry
		8547.90.90	--- Other
2.	8513.90.00	8513.90.10	--- Parts of Solar Powered lantern/lamps having no provision for electrical power Imported by Industrial IRC Holder VAT Compliant LED Lamp Manufacturing industries
		8513.90.90	--- Other
3.	7407.21.00	7407.21.10	--- Brass Rods Imported by Industrial IRC Holder VAT Compliant Valve & Bung Manufacturing Industries
		7407.21.90	--- Other
4.	8516.90.00	8516.90.10	--- Heater Coil Imported by Industrial IRC Holder VAT Compliant Medical Equipment Manufacturing Industries
		8516.90.90	--- Other

গ) যে সকল H.S. Code নতুন সৃষ্টি করা হয়েছে

Sl. No.	New H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)
1.	3402.90.30	Cleaning preparation imported by industrial IRC holder VAT compliant paper mills
2.	3701.30.20	Photosensitive plates imported by industrial IRC holder VAT compliant Printing and packaging industry
3.	3808.91.22	Charcoal frame of mosquito coil
4.	7308.90.20	Industrial Racking System Imported by Industrial IRC Holder VAT Compliant 100% Export Oriented Garments Industry
5.	8523.59.20	RFID TAG Imported by Industrial IRC Holder VAT Compliant 100% Export Oriented Textile Industry
6.	8481.40.12	Auto Safety Valves, Inner Dia. <= 1 Inch Imported by Industrial IRC Holder VAT Compliant Medical Equipment Manufacturing Industries
7.	8481.80.22	Solenoid Valve Imported by Industrial IRC Holder VAT Compliant Medical Equipment Manufacturing Industries